Contents

ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ

মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা



আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

﴿صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي﴾

"তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।"
[সহীহুল বুখারী (১ম খণ্ড- ৮৮ পৃষ্ঠা) হাঃ ৩৩১, ই. ফা. হাঃ ৬০৩, মুসলিম, মিশকাত- ৬৬ পৃষ্ঠা]

ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ

মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
প্রিন্সিপ্যাল, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা

আল-খাইর পাবলিকেশন্স

ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ

মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা

আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী

Web: www.aldinalislam.com
E-mail: m.shahidullah.khan@gmail.com

প্রকাশনায় : আল-খাইর পাবলিকেশন্স
ঢাকা, মোবাইল : ০১৭১৫-৩৭২১৬১

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০১ ঈঃ
দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০০৮ ঈঃ
তৃতীয় প্রকাশ : জুন ২০০৯ ঈঃ
চতুর্থ প্রকাশ : মে ২০১২ ঈঃ
পঞ্চম প্রকাশ : মে ২০১৩ ঈঃ

মূল্য : (একশত) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে : আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬, শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার সজ্জায়ন :
ইউনিক কম্পিউটার্স
৮৯/৩, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১১৯৯-৫৬৭৩৭০
E-mail: uniquemc15@yahoo.com

অভিমত

এ উপমহাদেশের অতুলনীয় রিজালবিদ ও অন্যতম **শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন নদিয়াভী (রহঃ)** বলেন :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্নেহবর শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ খান (হাফিযাহুল্লাহ তা'আলা)-এর সংকলিত দীনী 'আক্বীদাহ্ ও মাস্আলা-মাসায়েল সম্বলিত গ্রন্থ **"ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা"**-এর প্রথমার্ধ সম্পূর্ণরূপে ও শেষার্ধ আংশিকভাবে পড়ে দেখলাম। বইটি বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ ও সহীহ্ তরীকায় সালাত আদায়ের নিয়মাবলী সম্বন্ধে লিখা হয়েছে এবং ইসলামী জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যিক্র ও দু'আগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। আর বইখানির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে সালাত আদায়ের জন্য দু'আ-দরূদ, কিছু সূরার অর্থসহ বাংলা উচ্চারণ উল্লেখ হয়েছে। যা বাংলাভাষী মুসলিমদের জন্য সালাতের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী জানতে খবুই সহজ হবে। বইখানির বহুলপ্রচার ঐ সাথে লেখকের সৎ উদ্দেশ্য সফল হোক– প্রভু পরওয়ারদিগারের বারগাহে এই প্রার্থনা করছি।

ইতি

তারিখ :
২৮-০৮-১৯৯৯ ইং

(আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন)
সাবেক অধ্যক্ষ
পাঁচরুখী দারুল হাদীস সালফিয়্যাহ্ মাদ্রাসা
পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ

অভিমত

বাংলার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া ঢাকা-এর সুযোগ্য **অধ্যক্ষ শাইখুল হাদীস মাওলানা আহ্‌মাদুল্লাহ রাহ্‌মানী (রহঃ)**-এর সুচিন্তিত অভিমত–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

স্নেহবর শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান-এর লিখিত **"ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা"** বইটির সূচীপত্রে উল্লেখিত বিষয়াদির বিস্তারিত বিবরণ শুনে আমি এই পেলাম যে, বইটি কুরআন ও সহীহ হাদীস মুতাবেক সংকলিত হয়েছে। আমি আশা রাখি যে, বইটি দ্বারা বাংলাভাষী মুসলিমগণ বহু উপকৃত হবেন, তাই এ পুস্তক ছাপানো এবং মুসলমানদের মাঝে সরবরাহ করা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করছি। আমি দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা যেন লিখককে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম জাযা দান করেন এবং দো-জাহানে তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

তারিখ : ৩১/০৮/১৯৯৯ ইং

আহ্‌মাদুল্লাহ রাহ্‌মানী
সাবেক অধ্যক্ষ
মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া
৭৮/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

تقريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد راجعت الكتاب المسمى ب «مبادئ الإسلام وتعليم الصلاة والأدعية المسنونة» النصف الأول كاملا ونبذة من النصف الأخير الذى ألفه العزيز الشيخ/محمد شهيد الله خان بن محمد عبد المنان خان- حفظه الله تعالى- ولاشك أن هذا الكتاب ألف فى العقيدة الصحيحة وتعليم كيفية الصلاة مفصلا على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة، وأيضا جمعت فيه الأدعية والأذكار المسنونة التى يحتاج إليها كل مسلم فى حياته اليومية. الجدير بالذكر أن هذا الكتاب اشتمل على الأحكام والمسائل الضرورية لتعليم الصلاة الصحيحة باللغة البنغالية لكى يستفيد منه البنغاليون استفادة تامة. كما وجدته صالحا للطبع.

فأنا أرجو وأتمنى طبعه ونشره بين أبناء المسلمين البنغلاديشيين. وأسأل الله أن يتقبل خدمة المؤلف الخالصة وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين.

وصلى الله على النبى وسلم تسليما كثيرا

كتبه:

أبو محمد عليم الدين الندياوى

مدير مدرسة دار الحديث السلفية

ببانجروخى، نرائن غنج، بنغلاديش.

ونائب الرئيس والمفتى لجمعية أهل الحديث بنغلاديش.

تحريرا: ١٩٩٩/٨/٢٨م

Contents

Contents

সূচীপত্র

Contents

তৃতীয় অধ্যায়

الباب الثالث : الصلاة

সালাত সম্পর্কীয়

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

লেখকের আরয

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستن
بسنته إلى يوم الدين.

শুরুতেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যাঁর অপার কৃপায় এ বইখানি মুসলিম সমাজের খেদমতে পেশ করতে পেরেছি। অতঃপর সেই মহা নাবীর ওপর অসংখ্য সালাত ও সালাম পেশ করছি– যাঁর বদৌলতে আমরা ইসলাম ধর্মের নির্ভেজাল 'ইবাদাতসমূহ জানতে পেরেছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুসরণ কর, আর তোমাদের আমলসমূহ বাতিল কর না।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৩)

এ আয়াত থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের অনুসরণ আমলে না থাকলে তা বাতিল বা নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর কাছে কখনো তা গ্রহণযোগ্য হয় না, যতই শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয় করে সে 'ইবাদাত করা হোক না কেন। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

যে ব্যক্তি আমাদের এ ব্যাপারে (ইসলামে ইবাদাতের নামে) নতুন কিছু আবিষ্কার করে যা তাতে ছিল না, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। অর্থাৎ কখনো তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (বুখারী হাঃ নং ২৬৯৭ ও মুসলিম হাঃ নং ৪৪৬৭)

ইসলামের পাঁচটি রোকনের প্রথম হল : শাহাদত বা ঈমান; এরপরই সালাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় প্রসঙ্গে বলেন :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

"তোমরা সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।" (বুখারী ৮৮ পৃষ্ঠা, ই.ফা. হাঃ ৬০৩, মুসলিম, মিশকাত–৬৬ পৃষ্ঠা)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পদ্ধতিতে সালাত আদায় না করলে আল্লাহর কাছে তা কবূল হবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, মুসলিম সমাজে লক্ষ্য করলে দেখা যায়– মানুষ বিভিন্ন নিয়মে সালাত আদায় করছে, কিন্তু একবারও ভেবে দেখছে না– তা রাসূল ﷺ-এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে হচ্ছে, নাকি পণ্ডশ্রম? তাই মানুষ শ্রম ও সময় ব্যয় করে যে ইবাদত/সালাত আদায় করছে তা যাতে আল্লাহর কাছে কবূলযোগ্য হয়, সে লক্ষ্যে আমি বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্, মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালিক, মিশকাত, বুলূগুল মারাম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থ ও মাস্আলা মাসায়েলের মৌলিক গ্রন্থসমূহ তাহক্বীক্ব ও গবেষণা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পাদন পদ্ধতি বিষয়ক এই ছোট নামায শিক্ষা বই লেখার প্রয়াস পাই। অবশ্য তখনো বাংলা ভাষায় বাজারে অনেক নামায শিক্ষা বই মওজুদ ছিল, কিন্তু তার মধ্যে কতক বইয়ে বিশুদ্ধ হাদীস মুতাবেক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সঠিক পদ্ধতি লেখা হয়নি। আবার কতক বই বিশুদ্ধ হাদীস মুতাবেক লেখা হলেও তা ব্যাপক ও কলেবর বড় হওয়ার কারণে দুই থেকে তিন খণ্ডে সমাপ্ত। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে তা পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

আমি যখন সালাত শিক্ষা বইটি লিখলাম, তখন মনে হল যে, এতে ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারলে আরো ভালো হবে। তাই বইটিতে সংক্ষিপ্তভাবে একজন মুসলিমের ঈমান আকীদাহ-বিশ্বাস ও সালাত ব্যতীত অন্যান্য ইসলামী মৌলিক নীতিমালারও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি এবং বইটির শেষে মুসলিম জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় বেশ কিছু দু'আ বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ সংকলন করেছি।

১৯৯৭ ইং সালেই বইটি খসড়া আকারে লিখে রেখেছিলাম, কিন্তু ছাত্রাবস্থায় তা প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর যখন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার সুযোগ ঘটল, তখন সে বছরেই সউদী আরবের "আল্ কাসিম" নামক শহরে দা'ওয়াতী প্রোগ্রামে যাওয়া হয়, সেখানে বাঙ্গালীদের মধ্যে বাংলাভাষায় এ ধরনের একটি বইয়ের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হলে "আল্ বুরায়দাহ্ ইসলাম প্রচার কেন্দ্র"-এর প্রধানের সাথে যোগাযোগ করি। তিনি বইটি প্রকাশে প্রেরণা দেন, ফলে বইটি পুনরায় সংস্কার করে প্রস্তুত করি।

বইটিতে মোট পাঁচটি অধ্যায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় : ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কীয়, দ্বিতীয় অধ্যায় : তাহারাত বা অযূ, গোসল ও তায়াম্মুম ইত্যাদি পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কীয়, তৃতীয় অধ্যায় : সালাত সম্পর্কীয়, সংক্ষিপ্ত কলেবরে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট আলোচনা করা হয়েছে, এতে প্রায় ৩৫ প্রকারের সালাত বা নামাযের নিয়ম-কানুনসমূহ বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় : যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ সম্পর্কীয়। পঞ্চম অধ্যায় : বিশেষ প্রয়োজনীয় কুরআন ও হাদীস থেকে প্রায় একশতটি দু'আ ও যিক্র বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ সংকলন করা হয়েছে। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীসের দুর্মূল্য গ্রন্থসমূহ অধিকাংশ আলেমের কাছে থাকা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু মিশকাত ও বুলূগুল মারাম প্রত্যেক আলেমের ঘরে থাকা অবশ্যই উচিত, তাই বইটিতে বেশীর ভাগ মিশকাত ও বুলূগুল মারাম-এর হাওয়ালা/উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, যাতে মিলিয়ে নেয়া সহজসাধ্য হয়।

অধুনা বাজারে অনেক সালাত শিক্ষা বই রয়েছে, কিন্তু তাতে প্রমাণপঞ্জী যথাযথ উল্লেখ করা হয়নি, ফলে সে সমস্ত বইপুস্তকে অনেক ভিত্তিহীন কথা স্থান পেয়েছে। তাই আমি এ বইয়ে প্রতিটি কথার সঠিক প্রমাণ উল্লেখ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বইটিতে সালাতের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে– তাই জানা থাকা সত্ত্বেও অনেক বিষয় উল্লেখ করতে পারিনি। অনেকের পরামর্শক্রমে বইটিতে আরবী দু'আর সাথে তার বাংলা উচ্চারণও দিয়েছি। কিন্তু এ কথা সকলের মনে রাখা উচিত যে, আরবী শব্দের সঠিক উচ্চারণ বাংলা ভাষাতে কোন উপায়েই সম্ভব নয়। সেজন্য প্রত্যেক নামাযী ব্যক্তির আরবী

উচ্চারণ শিখা উচিত। এ বইয়ে আরবীর বাংলা উচ্চারণে যেখানে ড্যাস (–), ঈকার (ী) ও উকার (ু) প্রভৃতি রয়েছে সেখানে একটু টান দিয়ে পড়তে হবে।

আমি এই বইয়ে যত মাসআলা লিখেছি, আমার জ্ঞান মোতাবেক সাধ্যমত নির্ভুল লিখেছি (সঠিকের ব্যাপারে আল্লাহই অধিক অবগত আছেন)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী, আর শ্রেষ্ঠ ভুলকারী তারা, নিজের ভুল হতে ফিরে আসে যারা। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারিমী, মিশকাত ২০৪ পৃঃ)

সুতরাং আমারও ভুল হওয়া স্বাভাবিক, তাই কেউ কোন ত্রুটি প্রমাণসহ জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহর কসম! তোমার দ্বারা একজন লোককে আল্লাহর সুপথ দেখানো তোমার কাছে বহু মূল্যবান লাল উট থাকার চেয়েও শ্রেয়। (বুখারী ৬০৬ পৃঃ)

অতএব আমার এ বই দ্বারা একজন মুসল্লীও যদি সুন্নাতী নিয়মে সালাত আদায় করতে শিখে তাহলে আমার শ্রম-সাধনা সার্থক মনে করব।

বইটি লিখতে যেসব বই পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি, সেগুলোর প্রত্যেকটির হাওয়ালা দিয়েছি এবং প্রমাণপঞ্জীতে উল্লেখ করেছি। বইটির ব্যাপারে যারা আমাকে যেভাবেই হোক সাহায্য করেছেন, তাদের প্রত্যেকের শুকরিয়া আদায় করছি এবং আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁদের সবাইকে "জাযায়ে খায়র" দান করেন সে জন্য দু'আ করছি। যদি কোন বিজ্ঞজন বইটিকে আরো সর্বাঙ্গ সুন্দর করার সুপরামর্শ দেন, তাহলে কৃতার্থ হবো।

সবশেষে প্রার্থনা, হে আল্লাহ! জ্ঞান ভিখারীর এ নগণ্য খিদমতটুকু কবূল কর এবং তোমার দীনের আরো খিদমত করার তাওফীক দাও, আমীন!

বিনীত

তারিখ : ১৯/০৪/১৪২২ হিঃ
১০/০৭/২০০১ ঈঃ

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
রহিমানপুর, ঠাকুরগাও সদর, বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মহান আল্লাহর জন্য হাম্‌দ ও সানা এবং রাসূলের শানে সালাত ও সালাম পেশের পর **"ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা"** বইটি প্রথম প্রকাশের কিছুদিন পরই শেষ হয়ে যায় এবং দেশে বিদেশে বইটির যথেষ্ট চাহিদা দেখা দেয়, দ্বিতীয় সংস্করণে বইটি আরো প্রামাণ্য ও সমৃদ্ধ করার ইচ্ছে থাকায় পড়া-লিখা ও বিভিন্ন ব্যস্ততায় তা সম্ভব হয়ে উঠেনি। কিন্তু পাঠক সমাজে বইটির চাহিদা আরো বৃদ্ধি হলে এবং গুণীজনের প্রেরণা অব্যাহত থাকলে ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে বইটি আরো প্রামাণ্য ও সুন্দর করে প্রস্তুত করার প্রয়াস পাই। অবশ্য কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় বহু মাস্‌আলা ব্যাপকভাবে আলোচনা সম্ভব হয়নি, তাই সংক্ষিপ্তভাবে মূল বিষয়বস্তু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে দলীল-প্রমাণের নির্ভুলতা ও বিশুদ্ধতা যাচাইয়ে কোন কসুর করিনি। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বইটি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রচিত হয়েছে। কিন্তু মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। অতএব সহৃদয় পাঠক সমাজের সুপরামর্শ থাকলে পরবর্তী মুদ্রণে তা মূল্যায়ন করা হবে ইন্‌শা-আল্লাহ।

বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে উম্মু আব্দুল্লাহসহ সকলকে আল্লাহ তা'আলা জাযায়ে খায়র দান করুন এবং ইসলাম ও মুসলিম সমাজের কল্যাণার্থে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করে এ পথে আরো অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

১৫/০৪/২০০৮ ঈঃ

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
অধ্যক্ষ
মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা

চতুর্থ প্রকাশের ভূমিকা

আল হাম্‌দুলিল্লা-হি হামদান কাসীরান তাইয়্যিবাম মুবা-রাকান ফীহ্, ওয়াস্‌সালা-তু ওয়াস্‌সালা-মু 'আলা- রাসূলিল্লা-হি আম্মা বা'দ, **"ইসলামী মৌলিক নীতিমালাসহ মাসনূন সালাত ও দু'আ শিক্ষা"** বইটি তৃতীয় প্রকাশের অতি অল্পদিনেই শেষ হয়ে গেলে পাঠক মহলের প্রচুর চাহিদা হওয়ায় আবারও চতুর্থ প্রকাশ বের করতে হল ।

বইটির চতুর্থ প্রকাশে যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে উম্মু আব্দুল্লাহসহ সকলকে আল্লাহ তা'আলা জাযায়ে খায়র দান করুন এবং ইসলাম ও মুসলিম সমাজের কল্যাণার্থে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবূল করে এ পথে আরো অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করুন আমীন ।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

১৫/০৫/২০১২ ঈঃ

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
প্রিন্সিপ্যাল
মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা
প্রেসিডেন্ট
ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

الباب الأول : الإسلام والإيمان

ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কীয়

ইসলাম পরিচিতি

সকল প্রকার 'ইবাদাতের মূল ইসলাম হতে উৎসারিত। এরই উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইবাদাতের কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয় ইসলাম হল আল্লাহ তা'আলার নিকট একমাত্র মনোনীত দীন্ (জীবন ব্যবস্থা)।"[১]

সার্বিকভাবে মানব জীবনের একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম। ইহা যাবতীয় সংযোজন ও বিয়োজন হতে মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا﴾

---

[১] সূরা আ-লি 'ইমরান : ১৯।

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন্‌কে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামাতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন্ হিসেবে পছন্দ করে নিলাম।"[২]

আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিকট হতে নির্ভেজাল ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম, মত ও পথ কবূল করবেন না। তিনি ইরশাদ করেন :

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম (জীবন বিধান) তালাশ করবে তা কখনই কবূল করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৩]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর, তা হল : (১) এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। (২) সালাত কায়েম করা (৩) যাকাত আদায় করা (৫) আল্লাহর ঘর কা'বায় হাজ্জব্রত পালন করা ও (৪) রামাযানের রোযাব্রত পালন করা।[৪]

মূলতঃ এটাই ইসলামের পরিচয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, আমাকে ইসলাম এর পরিচয় বলে দিন? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বললেন :

---

[২] সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩।
[৩] সূরা আ-লি 'ইমরান : ৮৫।
[৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ০৮, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১৬।

اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا.

ইসলাম হল : "সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্যিকার অন্য কোন মা'বূদ নেই, আরো- সাক্ষ্য প্রদান করা যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমাযানের সিয়াম পালন করা এবং সামর্থ্যবানদের বায়তুল্লায় হাজ্জ সম্পাদন করা"।[৫]

আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনুগত্য

ইসলাম পরিচিতি জানার পর প্রশ্ন জাগে যে, ইসলামী কার্যাবলী কিভাবে সম্পাদন করব? উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ﴾

"ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য কর, আর তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না।"[৬]

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন মাযহাব, ইমাম, পীর ও মুরুব্বীদের মনগড়া পথের আনুগত্য করে তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না। অতএব যে ব্যক্তি মু'মিন হওয়ার দাবী রাখে– ইখলাসের সাথে আল্লাহর (কিতাব) ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সহীহ হাদীসের হুবহু অনুসরণ করা তার উপর ফরয। কেননা কোন মাযহাব, ইমাম ও পীর মুরশিদের মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদের (তরীকার)

---

[৫] সহীহ মুসলিম, ঈমান পর্ব, হাঃ ১। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে লেখকের গবেষণামূলক গ্রন্থ "ইসলাম পরিচিতি বা ইসলাম কি ও কেন?" পাঠ করুন।

[৬] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৩।

অনুসরণ করলে কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

"যদি তোমরা ঈমানদার হতে চাও তাহলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর।"[৭]

এ আয়াতে বলা হচ্ছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করাই হল ঈমান, অন্যত্রে বলা হচ্ছে : আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য বর্জন করা প্রকাশ্য কুফ্রী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

"বলুন, আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য কর, আর যদি তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ্ (ঐসব মুখ ফিরিয়ে নেয়া) কাফিরদেরকে ভালবাসেন না।"[৮]

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের পরিপন্থী ঈমানদার নর-নারীর জন্যে বিকল্প কোন পথ নেই, বরং বিকল্প পথটিই হল প্রকাশ্য গুমরাহী।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কোন সিদ্ধান্ত দিলে ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে ক্ষেত্রে আর কোন এখতিয়ার থাকে না, আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়।"[৯]

---

[৭] সূরা আল্ আনফাল : ১।
[৮] সূরা আ-লি 'ইমরান : ৩২।
[৯] সূরা আল্ আহযাব : ৩৬।

Contents

অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তের আলোকেই আমাদেরকে সকল বিরোধপূর্ণ বিষয় নিরসন করতে হবে। যদি আমরা প্রকৃত ঈমানদার হতে চাই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلًا﴾

"যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়, তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।"[১০]

ইমাম তাবারী (রহঃ) বলেন : "আয়াতের অর্থ হল, যখন তোমাদের মাঝে ধর্মীয় বিষয়ে কোন বিরোধ পরিলক্ষিত হবে, তখন তার সমাধান ও ফায়সালা হবে একমাত্র আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব কুরআন এবং রাসূল ﷺ-এর (অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর) সুন্নাতের মাধ্যমে।"[১১]

এ আয়াতের শিক্ষা হল : আমরা যদি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি সত্যিকার ঈমানদার হই, তাহলে আমাদের মাঝে সৃষ্ট ধর্মীয় বিবাদের সমাধান কোন ইমাম, পীর ও দরবেশের মত ও পথের মাধ্যমে না হয়ে হতে হবে একমাত্র আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও রাসূল ﷺ-এর সহীহ হাদীসের মাধ্যম। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

[১০] সূরা আন্ নিসা : ৫৯।
[১১] তাফসীর তাবারী, সূরা আন্ নিসার ৫৯ নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ।

আল্লাহ তা'আলার (কিতাব) ও রাসূল ﷺ-এর (হাদীসের) অনুসরণে চার ইমামের মতামত*

ইমাম আবু হানীফা (রহ. ৮০-১৫০ হিজরী) বলেন : "আমি যদি এমন কোন কথা বলি যা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর কথার সাথে বিরোধপূর্ণ, তাহলে আমার উক্তি দেয়ালে ছুঁড়ে মার এবং কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ পালন কর।" তিনি আরো বলেন : "(আমার পর) যখন সহীহ হাদীস প্রমাণিত হবে; জেনে রাখো, সেটাই আমার মাযহাব।[১২]

ইমাম মালিক (রহ. ৯৩–১৭৯ হিজরী) বলেন : "আমি একজন মানুষ হিসেবে ভুলও করি এবং শুদ্ধও করি, তাই আমার রায়কে উত্তমরূপে পরীক্ষা কর, তার মধ্য থেকে যা কুরআন ও হাদীসের সাথে মিলে যায় তা গ্রহণ কর এবং যা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী তা পরিত্যাগ কর"।[১৩]

ইমাম শাফি'ঈ (রহ. ১৫০-২০৪ হিজরী) বলেন : "কোন হাদীস সহীহ প্রমাণিত হলে সেটাই আমার মাযহাব। তোমরা যদি আমার কোন উক্তিতে হাদীসের খেলাফ দেখতে পাও, তাহলে হাদীসের অনুসরণ কর এবং আমার উক্তিকে দেয়ালের বাইরে ফেলে দাও।"[১৪]

ইমাম আহমাদ (রহ. ১৬৪-২৪১ হিজরী) বলেন : "তোমরা আমার তাকলীদ (অন্ধ অনুকরণ) করো না, আর ইমাম মালিক, শাফি'ঈ, আওযায়ী ও সুফ্ইয়ান সাওরীর (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) অনুসরণ করো না, বরং তাঁরা যেখান থেকে গ্রহণ করেছেন, তোমরা সেখান থেকে গ্রহণ কর। (অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে)"।[১৫]

---

* বিস্তারিত দ্রঃ লেখক প্রণীত গ্রন্থ- "সুন্নাতে রাসূল ﷺ ও চার ইমামের অবস্থান"।

[১২] মীযানে কুবরা শা'রানী- ১/৫৭ ও ৩০ পৃঃ।

[১৩] ইকাযুল হিমাম- ১০২ পৃঃ, কাউলুল মুফীদ- ১৬০ পৃঃ।

[১৪] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ- ১/১৬৩ পৃঃ, ইকাযুল হিমাম- ১০৭ পৃঃ।

[১৫] সিয়ারে আলামুন্নুবালা, ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন-২/৩০২ পৃঃ।

Contents

ঈমানের বিবরণ

ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা হল ইসলামের সর্বপ্রথম রোকন বা স্তম্ভ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঈমানের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন :

﴿أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ﴾

"বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর ফেরেশতাদের, কিতাবের, রাসূলগণের ও আখিরাত বা শেষ দিবসের প্রতি, আরো বিশ্বাস স্থাপন করা ভাগ্যের ভাল ও মন্দের প্রতি।[১৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমানের ছয়টি রোকন। এ রোকনগুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হল :

১। আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান : তিনি স্রষ্টা, প্রতিপালক, দাতা ও উপাস্য হিসেবে যেমন এক ও অদ্বিতীয়, তেমনি সুন্দরতম নাম ও মহান গুণাগুণসমূহেও এক ও অদ্বিতীয় এবং অংশিদারিত্ব হতে বহু উর্ধ্বে ও পবিত্র। তিনি নিরাকার ও গুণহীন নন বরং তাঁর সত্তা ও গুণাবলী রয়েছে, তবে তা মাখলুকের সাথে তুলনাহীন, আর তিনি ব্যতীত তাঁর প্রকৃত রূপ ও ধরণ সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। "তিনি স্ব-সত্তায় 'আর্শের উপর সমুন্নত,[১৭] তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। তবে তিনি দর্শন, শ্রবণ ও ক্ষমতায় আমাদের সাথে আছেন।[১৮] আমাদের সকলকেই তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে।

২। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান : তাঁরা হলেন নূরের তৈরি আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য, তাঁরা সর্বদাই নিজ দায়িত্বে রত আছেন।

---

[১৬] সহীহ মুসলিম ঈমান পর্ব, হাঃ ১। ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে লেখকের গবেষণামূলক গ্রন্থ "ঈমান পরিচিতি বা ঈমান কি ও কিভাবে"? পাঠ করুন।

[১৭] সূরা ত্বা-হা- ২০ : ৫। এটা ছাড়াও আরো একাধিক আয়াত রয়েছে।

[১৮] সূরা ত্বা-হা- ২০ : ৪৬, শারহুল 'আক্বীদাহ্ আত্বহাবীয়াহ (৭৭, ৮৯, ২১৮ পৃঃ)।

৩। আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান : আসমানী কিতাবসমূহ আল্লাহ তা'আলার বাণী, যা তিনি মানুষের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নবী ও রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। এর সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন, তবে প্রসিদ্ধ চারখানা– (১) তাওরাত– মূসা ('আঃ)-এর ওপর (২) যাবূর– দাঊদ ('আঃ)-এর উপর (৩) ইঞ্জীল– 'ঈসা ('আঃ)-এর ওপর (৪) আল্ কুরআন– মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, আর এটি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব।

৪। নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান : সর্বপ্রথম নবী আদাম ('আঃ), সর্ব প্রথম নাবী ও রাসূল নূহ ('আঃ), আর সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর পরে কেউ নবুওতের দাবী করলে সে মিথ্যাবাদী ও কাফির।

নবী ও রাসূলগণ নূরের তৈরি নন, বরং তাঁরা সকলেই মানুষের মত রক্ত ও মাংসের তৈরি। আদাম ও 'ঈসা ('আঃ) ব্যতীত সকল নবী ও রাসূল মাতৃগর্ভে ও পিতার ঔরষে জন্ম লাভ করেছেন। তাঁরা নিজে থেকে কোন গায়েব জানতেন না, তবে আল্লাহ যতটুকু জানিয়েছেন এর বেশী নয়।[১৯] 'ঈসা ('আঃ) ব্যতীত সকল নবী ও রাসূল ('আলাইহিমুস সালাম) ইন্তিকাল করেছেন।

৫। আখিরাতের প্রতি ঈমান : আখিরাত হল হিসাব নিকাশের দিবস, সেদিন মানুষের আমলসমূহের ফায়সালা হবে এবং প্রতিদান ও প্রতিফল দেয়া হবে। যেদিন কোন প্রকার বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, কারো প্রতি যুলুমও করা হবে না। এ ফায়সালার পরই কেউ জান্নাতে, কেউ জাহান্নামে যাবে।

৬। তাকদীর বা ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি ঈমান : যথাযথ প্রচেষ্টা ও সাধনার পর ভাগ্যে ভালো মন্দ যাই ঘটুক না কেন তাতে রাযী থাকতে হবে এবং ধৈর্যধারণ করতে হবে। কেননা তা সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে এবং এর প্রকৃত রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন।

---

[১৯] সূরা আরাফ : ১৮।

দ্বিতীয় অধ্যায়

الباب الثاني : الطهارة

পবিত্রতা সম্পর্কীয়

পবিত্রতা সালাতের চাবিকাঠি

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পবিত্রতা সালাতের চাবিকাঠি।[20] তিনি আরো বলেন : পবিত্রতা অর্জন না করা পর্যন্ত সালাত কবূল হবে না।[21] অতএব সালাতের চাবিকাঠি ও কবূলের শর্ত হল পবিত্রতা অর্জন করা। পবিত্রতা দু'প্রকার– (১) আত্মিক পবিত্রতা ও (২) শারীরিক পবিত্রতা।

(১) আত্মিক পবিত্রতা : এটি নিম্ন বর্ণিত কার্যসমূহ হতে মুক্ত হওয়ার মাধ্যমে অর্জিত হয়ে থাকে।

(ক) বিশ্বাসে সন্দিহান থাকা : বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতদ্বন্দ্ব এবং নিজের প্রতি পরিপূর্ণ দৃঢ়তা ও আস্থা না থাকা, যেমন– আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দিহান হওয়া বা ইসলামের মূল বিষয়সমূহের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা। এর বিপরীত হল দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করা।

(খ) নিফাক্বী বা মুনাফিক্বী : বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করা আর অন্তরে কুফরী খেয়াল রাখা।

(গ) শির্ক : আল্লাহ ছাড়া অন্যের 'ইবাদাত করা, আল্লাহ যে সমস্ত বিশেষ গুণের অধিকারী সে ক্ষেত্রে তাঁর সমপর্যায় কাউকে মনে করা। অথবা মৃত ব্যক্তির নিকট দু'আ করা, বিপদ থেকে উদ্ধার চাওয়া, অন্য কারো উদ্দেশে কুরবানী করা অথবা কোন কিছু মানৎ করা, মৃতদের ভয় করা, তাদের নিকট কোন কিছুর আশা করা। যেমন– আমাদের দেশে পীরের দরবারে ও মাজারে করা

---

[20] আবূ দাঊদ হাঃ ৬১৮ (সহীহ), তিরমিযী, মিশকাত- ৪০ পৃঃ (হাসান)।
[21] সহীহ মুসলিম হাঃ ২২৪, মিশকাত- ৪০ পৃঃ।

হয়ে থাকে; তা নিঃসন্দেহে শির্ক যা হারাম। এর বিপরীত হল তাওহীদ (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ)।

(ঘ) রিয়া বা লোক দেখানো ও শুনানোর উদ্দেশে 'ইবাদাত : মানুষের প্রশংসা লাভের আশায় কোন 'ইবাদাত করা, অথবা মানুষের ধিক্কারের ভয়ে কোন 'ইবাদাত ত্যাগ করা, এসবই ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত। এর বিপরীত হল ইখলাস বা একনিষ্ঠতার সাথে 'ইবাদাত করা।

(ঙ) কিব্‌র বা অহঙ্কার : অর্থাৎ গোঁড়ামীবশতঃ সত্যকে গ্রহণ না করা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও নিজেকে বড় মনে করা।

(চ) হাসাদ বা হিংসা করা, যা হারাম।

(ছ) হিকদ : অর্থাৎ সদা-সর্বদা মু'মিন-মুসলিমের সাথে শত্রুতামূলক ব্যবহার করা এবং তাদের অকল্যাণ কামনা করা। এর বিপরীত হল মুহাব্বত বা ভালোবাসা।

(জ) কৃপণতা : যা 'ইবাদাতে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়।

(ঝ) আত্মম্ভরিতা : এটি হল নিজেকে বড় মনে করা যা কথা ও কাজে প্রকাশ করা হয়।

(ঞ) বিদ্‌'আতী ও কুফরী আক্বীদা বিশ্বাস : যেমন বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ স্বসত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান, তিনি নিরাকার, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি, তিনি গায়েব জানেন। এসবই কুরআন ও সহীহ হাদীস পরিপন্থী বিশ্বাস যা হারাম। এর বিপরীত হল সুন্নাতী ও তাওহীদী আকীদাহ বিশ্বাস পোষণ করা।

(২) শারীরিক পবিত্রতা : যে সকল নাপাকী হতে শারীরিক পবিত্রতা অর্জন করতে হয় তা দু'প্রকার :

(ক) ছোট নাপাকী– যার কারণে অযূ করা ফরয হয়।

(খ) বড় নাপাকী– যার কারণে গোসল করা ফরয হয়। আর অযূ ও গোসল উভয়ের অপারগতায় তায়াম্মুম করা ফরয।

প্রস্রাব-পায়খানার নিয়মাবলী

প্রসাব-পায়খানা ছোট নাপাকীর অন্তর্ভুক্ত। এর নিয়ম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানায় যাবে তখন সে যেন ক্বিবলার দিকে মুখ ও পিঠ ফিরিয়ে না বসে। অতঃপর পানির অবর্তমানে তিনি (ﷺ) ইস্তিঞ্জার জন্য সর্বনিম্ন ৩টি পাথর নেয়ার নির্দেশ দেন এবং গোবর ও হাড় (অন্য বর্ণনায় কয়লা) দিয়ে কুলুখ নিতে নিষেধ করেন। আর ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা বা প্রস্রাব-পায়খানার অঙ্গ ধুতে নিষেধ করেন।[২২] কিবলাকে সামনে ও পিছনে রেখে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ।[২৩] প্রস্রাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় আগেই কাপড় তোলা বা খোলা নিষেধ এবং পায়খানার জন্য কেউ দেখবে না এমন জায়গা নির্ধারণ করতে হবে।[২৪] গোসলখানায়, গর্তে, নদী বা পুকুর ঘাটে, পথের মাঝখানে ও গাছের ছায়াতে প্রস্রাব-পায়খানা করা নিষেধ।[২৫] প্রস্রাব-পায়খানায় প্রবেশে প্রথমে বাম পা ও ফেরার সময় প্রথমে ডান পা রাখা, পায়খানার সময় বাম পায়ে ভর দিয়ে বসা, পায়খানা শেষে হাত মাটিতে ঘষে ধৌত করা হাদীসে প্রমাণিত (মাটি না পেলে সাবান দিয়ে ধোয়া)।[২৬]

প্রস্রাবের পর জোরে কাশি দেয়া, কুলুখ নিয়ে উঠা-বসা করা, গুপ্তাঙ্গে হাত রেখে পায়চারি করা ইত্যাদি বাড়াবাড়ি ও বিদ্‌'আত এবং লজ্জাহীনতার কাজ; যার কোন সঠিক প্রমাণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে নেই।[২৭]

প্রস্রাব পায়খানায় যাওয়ার সময় দু'আ

রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে প্রমাণিত, তিনি প্রস্রাব পায়খানায় যেতে এ দু'আ পড়তেন :

---

[২২] সহীহ মুসলিম হাঃ ২৬২, ইবনে মাজাহ, দারিমী, মিশকাত- ৪২ পৃঃ।

[২৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৯৪ ও সহীহ মুসলিম হাঃ ২৬২, মিশকাত- ৪২ পৃঃ।

[২৪] তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত- ৪২ পৃঃ। (সহীহ)

[২৫] আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ৪৩ পৃঃ (সহীহ)।

[২৬] সালাতুর রাসূল ﷺ ৫৩-৫৪।

[২৭] আইনী তোহফা সালাতে মুস্তাফা- ১ম খণ্ড, ৪৫ পৃঃ।

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবা-য়িস ।

অর্থ : আল্লাহর নামে বলছি, হে আল্লাহ! আমি দুষ্ট জিন্ পরীর অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।[২৮]

প্রস্রাব পায়খানা হতে ফিরার সময় দু'আ

তিনি (ﷺ) যখন প্রস্রাব পায়খানা হতে ফিরতেন– তখন এ দু'আ পড়তেন : غُفْرَانَكَ (গুফ্‌রা-নাকা)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ।[২৯]

এসব ছোট নাপাকী হতে পবিত্রতার জন্য প্রয়োজন অযূ, তাই এখন অযূর আলোচনায় আসি ।

অযূর ফযীলাত ও গুরুত্ব

অযূ উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার জন্য এক বড় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নি'আমাত । ক্বিয়ামাতের দিন অন্যান্য উম্মাতের মধ্যে মুহাম্মাদী উম্মাতের জন্য বিশেষ প্রতীক, তাদের অযূর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো জ্যোতির্ময় হয়ে চমকাতে থাকবে । যা অন্য কোন উম্মাতের ভাগ্যে জুটবে না । রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন কোন মুমিন ব্যক্তি অযূর সময় তার মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন দু'চক্ষু দ্বারা যত গুনাহ হয় সবই পানির বিন্দুর সাথে ঝরে যায় । তারপর যখন দু'হাত ধৌত করে তখন হাতের দ্বারা কৃতগুনাহ্‌গুলো পানির সাথে ঝরে যায় । অতঃপর যখন দু'পা ধৌত করে তখন পায়ের দ্বারা কৃতগুনাহ্‌গুলো পানির বিন্দুর সাথে ঝরে যায়, এভাবে অযূর মাধ্যমে সে গুনাহ্‌সমূহ হতে নিষ্কলুষ হয়ে যায় ।[৩০] তিনি (ﷺ) বলেন : অযূহীন ব্যক্তি যতক্ষণ না অযূ করে

---

[২৮] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, ইবনু মাজাহ্- সহীহ, বুলূগুল মারাম- ৩৫ পৃঃ, ইরওয়াউল গালীল, হাঃ নং- ৫০ ।
[২৯] আহমাদ, সুনানে আরবা, হাকিম সহীহ, বুলূগুল মারাম- ৩৭ পৃঃ ।
[৩০] সহীহ মুসলিম হাঃ ২৪৪, মিশকাত- ৩৮ পৃঃ ।

ততক্ষণ পর্যন্ত তার সালাত কবূল হয় না।[৩১] এখন জানা দরকার অযূ করার নিয়মাবলী।

অযূর বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ

অযূ করার নিয়মাবলী ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হল।

মিসওয়াকের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মিসওয়াক মুখ পবিত্রকারী ও প্রভুর সন্তুষ্ট বিধানকারী।[৩২] তিনি (ﷺ) বলেন : যদি আমি আমার উম্মাতের উপর কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে প্রত্যেক অযূর সাথে মিসওয়াক করার হুকুম দিতাম।[৩৩] প্রত্যেক নামাযের সময়ও মিসওয়াক করা সুন্নাত।[৩৪] পিলু, যায়তুন, নিম ও খেজুরের তাজা ডাল ইত্যাদি দ্বারা মিসওয়াক করা ভাল। মিসওয়াক উপরের মাড়ীর ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত। রোযা রাখা অবস্থায় সব সময় মিসওয়াক করা যায়। কোন নিষেধ নেই, বরং ইহা সুন্নাত।[৩৫]

নিয়্যাত করার বিবরণ

নিয়্যাত প্রসঙ্গে নবী ﷺ বলেন : প্রত্যেক আমলের ফলাফল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।[৩৬] অযূ একটি আমল, সুতরাং অযূর পূর্বে নিয়্যাত করা প্রয়োজন। নিয়্যাত হল অন্তরে দৃঢ় সংকল্প করা, শব্দের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা গদবাঁধা শব্দ পাঠ করে নিয়্যাত করে থাকে, এটা সুন্নাতসম্মত নয় বরং বিদ'আত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের رضي الله عنهم থেকে এর কোন প্রমাণ নেই।

---

[৩১] সহীহ মুসলিম হাঃ ২২৪, মিশকাত- ৩৮ পৃঃ।
[৩২] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৯৩৩।
[৩৩] নাসায়ী, তা'লীকে সহীহুল বুখারী, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্, বুলূগুল মারাম- ২০ পৃঃ।
[৩৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ২১৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ২৫২, মিশকাত- ৪৪ পৃঃ।
[৩৫] নাসায়ী ১ম খণ্ড- ৩ পৃঃ।
[৩৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ০১, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- হাঃ ১।

আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রহঃ) বলেন, মুখে নিয়্যাত পড়া বিদ্‘আত।[৩৭] (নিয়্যাত হল পবিত্রতা অর্জনের ইচ্ছা ও সংকল্প করা। বিস্তারিত সালাতের নিয়্যাত সম্পর্কিত আলোচনায় দ্রষ্টব্য।)

অযূর নিয়মাবলী

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অযূ সম্পর্কিত সমস্ত হাদীস একত্রিত করলে অযূর নিয়মাবলী প্রতীয়মান হয় নিম্নরূপ :

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অযূ করার সময় প্রথমে “বিস্‌মিল্লাহ” পড়তেন।[৩৮] তারপর দু’হাত কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করতেন।[৩৯] হাত ধোয়ার সময় তিনি এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ভরে দিয়ে খেলাল করতেন।[৪০] আঙ্গুলে আংটি থাকলে সেটা নাড়িয়ে ভাল করে ধৌত করতেন।[৪১] তারপর ৩ বার কুলি করতেন এবং ৩ বার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেড়ে ভাল করে সাফ করতেন। তারপর (মাথার সম্মুখের চুলের গোড়া হতে দুই কানের পার্শ্ব দিয়ে থুতনির নীচ পর্যন্ত) সমস্ত মুখমণ্ডল ৩ বার ধৌত করতেন।[৪২] এ সময় দাড়ির ভিতরে পানি দিয়ে দাড়ি খেলাল করতেন।[৪৩] তারপর দু’হাত কনুই পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করতেন। তারপর দু’হাত ভিজিয়ে মাথা মাসাহ করতেন। এ মাসাহের সময় তিনি (ﷺ) হাতের তালুসহ আঙ্গুল ভিজিয়ে নিয়ে উভয় হাত কপালের দু’পার্শ্বে রেখে মাথার উপর দিয়ে পিছন পর্যন্ত নিয়ে যেতেন, আবার পিছন হতে উভয় হাত টেনে ঐ একই স্থানে পৌঁছাতেন যেখান হতে আরম্ভ করেছিলেন।[৪৪] মাথায় পাগড়ী থাকলে তার উপর মাসাহ করতেন।[৪৫] এবং দুই শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের ভিতর অংশ ও দুই বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা বাইরের অংশ

---

[৩৭] ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃঃ।
[৩৮] সহীহ্ তিরমিযী হাঃ ২৪।
[৩৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৮৬, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ।
[৪০] আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ (সহীহ)।
[৪১] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৬১।
[৪২] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৮৬, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ।
[৪৩] আবূ দাঊদ, তিরমিযী, দারিমী, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ (সহীহ)।
[৪৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৯২, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৪৭ পৃঃ।
[৪৫] সহীহ মুসলিম হাঃ ২৭৪, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ ।

মাসাহ করতেন। মাথা ও কান একবার মাসাহ করতেন।[৪৬] তারপর যথাক্রমে ডান পা ও বাম পা গিরা পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করতেন।[৪৭] পা ধোয়ার সময় হাতের আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলগুলো খেলাল করতেন।[৪৮] অযূ শেষে তিনি একটু পানি নিয়ে গুপ্তাঙ্গ বরাবর কাপড়ের উপর ছিটিয়ে দিতেন।[৪৯] কেননা শয়তান মানুষকে ওয়াস্ওয়াসা দেয় যে, তোমার পেশাবের কণিকা বের হয়েছে। মনে এমনভাব উদয় হলে মুসল্লী তার মনের দুঃশ্চিন্তা দূর করবে এই ভেবে যে, ঐ স্থানে পানি দেয়ায় সিক্ত হয়েছে, প্রস্রাবের কারণে নয়।[৫০]

ঘাড় মাসাহ্ করা বিদ্‌'আত

দু'হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করার বিধান সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে একটি হাদীস পাওয়া যায়, কিন্তু ইমাম নববী (রহঃ) বলেন : হাদীসটি মাওযূ' বা জাল। এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি নয়, তাই এটি সুন্নাত নয় বরং বিদ্‌'আত। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন যে, ঘাড় মাসাহ করার ব্যাপারে রাসূল ﷺ হতে কোন সহীহ হাদীস প্রমাণিত নেই।[৫১]

অযূর সময় প্রত্যেক অঙ্গের জন্য দু'আ বিদ্‌'আত

আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন : অযূর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় জনগণ যে দু'আগুলো পাঠ করে থাকে, তার কোন ভিত্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে নেই এবং কোন সাহাবী ও তাবি'ঈ, এমনকি চার ইমাম থেকেও নেই। তাই এ ব্যাপারে যে হাদীস পাওয়া যায় তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা অপবাদ।[৫২]

---

[৪৬] নাসায়ী, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ (সহীহ), আবূ দাঊদ হাঃ ১৩৩, তিরমিযী, সহীহ ফিক্হুস্ সুন্নাহ-১/১১৯ পৃঃ।

[৪৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৫৯, সহীহ মুসলিম হাঃ ২২৬।

[৪৮] তিরমিযী, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ৪৭ পৃঃ (সহীহ)।

[৪৯] আবূ দাঊদ, নাসায়ী, মিশকাত- হাঃ ৩৬১, সহীহ, তাহক্বীক্ব আলবানী।

[৫০] সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬০ পৃঃ।

[৫১] নায়লুল আওতার ১ম খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ মাজমু' ফাতাওয়া-১/৫৬ পৃঃ যাদুল মা'আদ-১/১৮৭ পৃঃ।

[৫২] আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব ২৮৯ পৃঃ যাদুল মা'আদ-১/৮৮ পৃঃ।

Contents

অযূর পরে দু'আর বিবরণ

সাহাবী 'উমার থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেন : তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ভাল করে অযূ করবে, তারপর নীচের দু'আটি পাঠ করবে– তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেয়া হবে, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[৫৩]

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণ : আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা- শারীকা লাহূ ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ্।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

এ দু'আর সাথে তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় আরো একটি দু'আ পাওয়া যায়; তা হল :[৫৪]

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ 'আল্নী মিনাত্ তাওয়া-বীনা ওয়াজ্ 'আল্নী মিনাল্ মুতাত্বাহ্হিরীন।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অধিক তাওবাকারী এবং পাক পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।

অযূর কতিপয় জরুরী মাস্আলাহ্

১। অযূর অঙ্গগুলো ৩ বার করে ধোয়া সুন্নাত।

২। অযূর জায়গা নখ পরিমাণ শুকনো থাকলে অযূ হবে না।[৫৫]

---

[৫৩] সহীহ মুসলিম হাঃ ২৩৪, মিশকাত- ৩৯ পৃঃ।

[৫৪] সহীহ তিরমিযী- ১/৪৯ পৃঃ হাঃ ৫৫।

৩। অযূর জায়গাটিতে পট্টি বাঁধা থাকলে কিংবা সে স্থানে পানি লাগালে ক্ষতির আশঙ্কা হলে ভিজা হাতে মাসাহ করতে হবে।[৫৬]

৪। রাতে ঘুম হতে উঠার পর দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধোয়ার আগে পানির পাত্রে হাত ডুবানো নিষেধ।[৫৭]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযূর পাত্রে পাক-পবিত্র হাত ডুবিয়ে অযূ করতেন।[৫৮]

৬। অযূর সময় প্রয়োজনীয় কথা বলতে ও সালাম দেয়া নেয়ায় হাদীসে কোন নিষেধ নেই।[৫৯]

৭। হাতে নেয়া একই পানির কিছু অংশ দিয়ে কুলি করতঃ বাকী অংশ দিয়ে নাক সাফ করা উত্তম, তবে আলাদা-আলাদাও জায়েয আছে।[৬০]

৮। এমনিভাবে মাথা ও দু'কান মাসাহ করাও জায়েয।[৬১]

অযূর সালাত বা তাহ্ইয়াতুল অযূ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি উত্তমরূপে অযূ করার পর দাঁড়িয়ে দু'রাক্'আত সালাত আদায় করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[৬২]

অযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

সহীহ হাদীসে প্রমাণিত অযূ ভঙ্গের কারণসমূহ নিম্নরূপ :

(১) মল-মূত্রের দ্বার দিয়ে কোন কিছু বের হলে। (২) বাতকর্ম ঘটলে। (৩) শোয়া অবস্থায় গভীর নিদ্রা গেলে। (৪) যে সব কাজ করলে

---

[৫৫] আবূ দাউদ, নাসায়ী, বুলূগুল মারাম- ২৬ পৃঃ, সহীহ হাঃ নাঃ-৫৫।

[৫৬] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১৬১।

[৫৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৬২, সহীহ মুসলিম হাঃ ২৭৮, মিশকাত- ৪৫ পৃঃ।

[৫৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৮৬, সহীহ মুসলিম হাঃ ২৩৫, মিশকাত- ৪৫ পৃঃ।

[৫৯] আইনী তোহফা ১ম খণ্ড- ৫৪ পৃঃ।

[৬০] সালাতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- ৫৮ পৃঃ।

[৬১] তুহফাতুল আহওয়াযী হিন্দী ১ম খণ্ড, ১২২ পৃঃ।

[৬২] সহীহ মুসলিম হাঃ ২৩৪ (১ম খণ্ড ১২২ পৃঃ)।

গোসল ফরয হয় তা ঘটলে। (৫) উটের গোশ্‌ত খেলে। (৬) পর্দাহীন অবস্থায় গুপ্তাঙ্গে হাত লাগলে। (৭) জ্ঞানহারা হয়ে গেলে। (৮) মযী (বীর্যের পূর্বে তরল আঠা জাতীয়) বের হলে, (৯) মেয়েদের হায়েয, নিফাস শুরু হলে।[৬৩]

যে সব কারণে অযূ ভঙ্গ হয় না

শরীরের যে কোন ক্ষতস্থান হতে কম হোক বা বেশী হোক রক্ত বের হলে অযূ নষ্ট হবে না।[৬৪] বমি হলে, নামাযে বা নামাযের বাইরে উচ্চৈঃস্বরে হাসলে, মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিলে বা বহন করলে ইত্যাদি কারণে অযূ নষ্ট হবে না। তবে অযূ করা মুস্তাহাব।[৬৫]

মোজার উপর মাসাহ্ করার বিবরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম খুফ্ (চামড়ার তৈরি মোজা)[৬৬] ও জাওরাবের (সুতী বা পশমী মোজার) উপর মাসাহ করতেন।[৬৭] গৃহে অবস্থানকালে ২৪ ঘণ্টা এবং প্রবাসে (সফরে) ৩ দিন ও ৩ রাত মোজা না খুলে তার উপর মাসাহ্ করা চলবে।[৬৮] তবে শর্ত হল, অযূ অবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে।[৬৯]

মাসাহ্ করার নিয়ম : দু'হাত পানিতে ভিজিয়ে ডান হাত পায়ের সম্মুখভাগে (আঙ্গুলের উপর) রেখে এবং বাম হাত পায়ের পিছনে গোড়ালীর উপর রেখে উভয় হাত পায়ের গিরার উপর পর্যন্ত টেনে নিয়ে আসতে হবে। এভাবে উভয় পা মাত্র ১ বার (মাসাহ্ করতে হবে)।[৭০] যে সমস্ত কারণে অযূ নষ্ট হয় ও গোসল ফরয হয় তা ঘটলে অথবা মোজা

---

[৬৩] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ও সুনানে আরবাআ, মিশকাত- ৪০-৪১ পৃঃ।
[৬৪] সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড- ২৯ পৃঃ।
[৬৫] সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ-১/১৪১-১৪২ পৃঃ
[৬৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৮৭, সহীহ মুসলিম হাঃ ১৫৬৮, মিশকাত- ৫৪ পৃঃ।
[৬৭] আবূ দাউদ হাঃ ১৫৯, তিরমিযী হাঃ ৯৯, সহীহ- ইরওয়া হাঃ ১০১।
[৬৮] সহীহ মুসলিম হাঃ ২৭৬, মিশকাত- ৫৬ পৃঃ।
[৬৯] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, বুলূগুল মারাম হাঃ নং ৫৮।
[৭০] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ্ ১ম খণ্ড- ১৮৫ ও ১৮৭ পৃঃ।

খুলে গেলে মোজার উপর মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়। আর নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হয়ে গেলেও পুনরায় মোজা খুলে অযূ করে মোজা পরিধান করতে হবে।

যে কারণে গোসল ফরয হয়

বড় নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা ফরয। যে সমস্ত কারণে গোসল ফরয হয়ে থাকে তা নিম্নরূপ : (১) নারী-পুরুষের মিলন হলে। (২) স্বপ্নদোষে বীর্যপাত হলে। (৩) মেয়েদের হায়িয ও নিফাস শেষ হলে। (৪) উত্তেজনা বশতঃ বীর্যপাত হলে। (৫) ইসলাম গ্রহণ করলে।[৭১]

ফরয গোসল করার পদ্ধতি

প্রথমে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ৩ বার ধৌত করতে হবে। তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাত দিয়ে লজ্জাস্থান ও তার আশপাশে ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে বাম হাত মাটিতে (বা সাবানে) ভাল করে ঘষে ধৌত করতে হবে। অতঃপর দু'পা ব্যতীত নামাযের অযূর ন্যায় অযূ করতঃ মাথায় তিন আঁজল পানি দিতে হবে। অতঃপর সমস্ত শরীর প্রথমে ডানে তারপর বামে পানি ঢেলে ধুয়ে নিতে হবে। শেষে একটু সরে গিয়ে দু'পা ধৌত করতে হবে।[৭২]

পুরুষের দাড়ি ও মাথার চুল ভালভাবে ভিজাতে হবে।[৭৩] মহিলাদের শুধু চুলের গোড়া ভিজালে যথেষ্ট হবে।[৭৪]

এ পদ্ধতিতে ফরয গোসলের পর সালাতের জন্য আবার নতুন করে অযূ করতে হবে না। গোসলই যথেষ্ট, যদি গোসলের মধ্যে অযূ ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটে।[৭৫]

---

[৭১] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৪৭-৪৮ পৃঃ।

[৭২] সহীহুল বুখারী হাঃ ২৪৯, সহীহ মুসলিম হাঃ ৩১৭, মিশকাত- ৪৮ পৃঃ।

[৭৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ২৪৮, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ৪৮ পৃঃ।

[৭৪] সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৩০, মিশকাত- ৪৮ পৃঃ।

[৭৫] আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৪৮ পৃঃ, সহীহ।

হায়িয ও নিফাসের বিবরণ

মেয়েরা সাবালিকা হলে তাদের জরায়ু হতে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট কয়েকদিন স্বাভাবিকভাবে যে রক্তস্রাব হয় তাকে হায়িয বা ঋতুস্রাব বলা হয়। এর নিম্ন ও উর্ধ্ব সময়সীমা সহীহ হাদীসে নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই। বরং অধিকাংশ সময়ের দিনগুলো সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।[৭৬]

আর সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব হয়ে থাকে তাকে নিফাস বলা হয়। এর নিম্ন কোন সময়সীমা নেই তবে উর্ধ্ব সময় হল ৪০ দিন।[৭৭]

হায়িয ও নিফাসের হুকুম

হায়িয ও নিফাস অবস্থায় নিম্নলিখিত কাজগুলো নিষিদ্ধ :

(১) নামায পড়া (এ জন্যে পরে কোন ক্বাযা পড়তে হবে না)। (২) রোযা রাখা (পরে ক্বাযা করতে হবে)। (৩) কা'বা শরীফে তাওয়াফ করা। (৪) মাসজিদে অবস্থান করা। (৫) কুরআন মাজীদ গিলাফবিহীন স্পর্শ করা। (৬) স্বামী-স্ত্রীর মিলন (সহবাস) ব্যতীত অন্য সব বৈধ।[৭৮]

কুরআন স্পর্শ ছাড়া মুখস্থ পড়া যাবে।[৭৯] পবিত্র হলে সাথে সাথে নামায পড়া ও রোযা রাখা শুরু করতে হবে।[৮০]

ইস্তিহাযার বিবরণ ও হুকুম

হায়িয ও নিফাস এর নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও রক্তস্রাব হতে থাকলে তাকে ইস্তিহাযা বা প্রদররোগ বলা হয়। এমতাবস্থায় গোসল করতে সক্ষম হলে প্রতি ওয়াক্তে অথবা দু'ওয়াক্ত একত্র করে অথবা দিনে একবার গোসল করা উত্তম। কমপক্ষে গুপ্তাঙ্গ ধৌত করে যোনীদ্বারে পট্টি

---

[৭৬] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/২০৬।
[৭৭] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১১২ ও ১১৩ পৃঃ।
[৭৮] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৫৬ পৃঃ।
[৭৯] সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড, ১৭৮ পৃঃ; সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ্- ১/১৪৬ পৃঃ।
[৮০] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১১২ ও ১১৩ পৃঃ।

বাঁধবে যাতে নামাযরত অবস্থায় সহজে রক্ত বেরিয়ে না আসে এবং প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুনভাবে অযূ করে নামায পড়বে, রোযাও রাখবে। এক কথায় হায়িয ও নিফাসের সময় যা নিষিদ্ধ ছিল তা নিষিদ্ধ থাকবে না।[৮১]

পানির বিবরণ

সকল প্রকার নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন পানি। এখন ঐ পানি কিরূপ হবে সেটা জানা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾

"আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করি যার দ্বারা পবিত্রতা লাভ করা যায়।"[৮২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "সমুদ্রের পানি পবিত্র।"[৮৩] এছাড়া ছোট পুকুর, হাউয, কুয়া ইত্যাদির হুকুম হল দু'কুল্লা (অর্থাৎ ২২৭ কেজি) বা ততোধিক পরিমাণ পানিতে নাপাকি পড়ার কারণে ঐ পানি নাপাক হবে না।[৮৪] তবে উক্ত পরিমাণ পানিতে নাপাকি পড়ার কারণে যদি গন্ধ, স্বাদ ও রং এর কোন একটি পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে তা নাপাক পানি বলে গণ্য হবে এবং তা দ্বারা অযূ গোসল জায়িয হবে না।[৮৫] পবিত্র পানি না পাওয়া গেলে বা পানি ব্যবহারে অপারগ হলে তায়াম্মুম করতে হবে। তাই এখন তায়াম্মুমের আলোচনায় আসি।

তায়াম্মুমের বিবরণ

মহান আল্লাহ তা'আলা উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ তায়াম্মুম এর অনুমতি দিয়ে বলেন :

---

[৮১] ফিকহুস্ সুন্নাহ- ১/১১৪-১১৭ পৃঃ।
[৮২] সূরাহ ফুরক্বান ২৫ : ৪৮।
[৮৩] সুনানে আরবাআ, মিশকাত ৫১ পৃঃ সহীহ।
[৮৪] সুনানে আরবাআ, মিশকাত ৫১ পৃঃ, সহীহ।
[৮৫] ফিকহুস্ সুন্নাহ- ১/২১।

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾

"যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক কিংবা (প্রস্রাব) পায়খানা ও স্ত্রী গমনের (মিলনের) পর পানি না পাও, তাহলে পাক পরিচ্ছন্ন মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর– মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মাসাহ্ কর।"[৮৬]

এমনিভাবে যদি কোন জুনুবী (নাপাক ব্যক্তি যার ওপর গোসল ফরয) রোগ বৃদ্ধি কিংবা মৃত্যুর আশঙ্কা করে, অথবা কারো পান করার পানি ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, তবে সেও তায়াম্মুম করতে পারে।[৮৭] যদি কেউ পানি এবং মাটিও না পায়, তাহলে সে অযূ ও তায়াম্মুম ছাড়াই সালাত আদায় করবে।[৮৮] তায়াম্মুম করে সালাত আদায়ের পর পানি পাওয়া গেলে অযূ করে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না।[৮৯]

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

তায়াম্মুমের নিয়্যাত (অন্তরে সংকল্প) করতঃ *'বিসমিল্লা-হ'* বলে পবিত্র মাটিতে দু'হাত মেরে ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেলে মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দু'হাত মাসাহ্ করবে। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবী 'আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে শিক্ষা দিয়ে বলেন :

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

[৮৬] সূরাহ্ আল্ মায়িদাহ্- ৬।
[৮৭] সহীহ নাসায়ী হাঃ ৩১১, দারাকুতনী- সহীহ, ইরওয়া ১/১৮১।
[৮৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৩৬, ফাতহুল বারী ১/৫৭০ পৃঃ।
[৮৯] সহীহ আবূ দাউদা হাঃ ৩৬৫

"তায়াম্মুমের জন্য তোমার এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এই বলে তিনি পবিত্র মাটিতে একবার দু'হাত মারলেন, অতঃপর দু'হাতে ফুঁ দিয়ে ধূলা ঝেড়ে দু'হাত দিয়ে মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দু'হাত মাসাহ্ করলেন।"[৯০] এটিই তায়াম্মুমের সুন্নাতী নিয়ম।

ইমাম হাফেয ইবনে হাজার আল আস্ক্বালানী (রহঃ) "ফাতহুল বারীতে" এবং ইমাম শাওকানী (রহঃ) "আস্ সায়লুল জার্রার" গ্রন্থদ্বয়ে বলেন : তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত দু'টি সহীহ হাদীস ছাড়া বাকী সমস্ত হাদীস হয় য'ঈফ (দুর্বল), না হয় গায়রি মারফু [যার সনদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেনি]। সুতরাং ঐ হাদীসগুলোর উপর আমল করা ঠিক নয়।[৯১]

ইমাম ইবনে হায্ম (রহঃ) বলেন : তায়াম্মুমের সময় দু'বার হাত মাটিতে মারা সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসই অচল। তাই তা দ্বারা দলীল পেশ করাও জায়েয নয়।[৯২]

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যে সকল কারণে অযূ ভঙ্গ হয় সে সকল কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়। এছাড়াও তায়াম্মুম করার পর সালাত আদায়ের পূর্বে পানি পেলে বা পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।[৯৩]

---

[৯০] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৩৮, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ৫৪ পৃঃ, বাংলা সহীহুল বুখারী ইঃ ফাঃ হাঃ ৩৩১।
[৯১] মির্'আতুল মাফা-তীহ ১ম খণ্ড, ৩৪৬ পৃঃ।
[৯২] আল্ মুহাল্লা ২য় খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ ও সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ্ ১/২০৩ পৃঃ।
[৯৩] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১০৫।

তৃতীয় অধ্যায়

الباب الثالث : الصلاة

সালাত সম্পর্কীয়

সালাতের গুরুত্ব ও পরিত্যাগকারীর পরিণাম

সালাত ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় ও অন্যতম। তাই ঈমান আনার পরই বান্দার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সালাত কায়েম করা। সালাত সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বহু আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। সালাতে গাফেলদের জন্য কঠিন পরিণতির ঘোষণা দিয়েছেন :

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾

"ঐ সকল সালাত আদায়কারীর জন্য 'ওয়ায়িল' নামক দোযখ, যারা তাদের সালাতে অমনোযোগী।"[১৪]

মহানবী ﷺ বলেন : "আল্লাহর দাসত্ব ও কুফরী কাজের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত বর্জন করা।"[১৫] আরো বলেন, বান্দা এবং শির্ক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হল সালাত বর্জন করা।[১৬] আমাদের ও তাদের (কাফিরদের) মধ্যে যে অঙ্গীকার আছে তাহলো সালাত; অতএব যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করল সে যেন কাফির হয়ে গেল।[১৭] সাহাবায়ে কিরামগণ বেনামাযীদেরকে কাফির মনে করতেন।[১৮] তিনি (ﷺ) আরো বলেন : যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযাত (যথাযথভাবে যাবতীয় হুকুম-আহকাম সহ আদায়) করে না, ক্বিয়ামাত দিবসে সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও

---

[১৪] সূরা মা'ঊন- ৪ ও ৫।

[১৫] সহীহ মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৫৬৯ (৪৮ পৃঃ)।

[১৬] সহীহ মুসলিম হাঃ ৮২, মিশকাত- ৫৮ পৃঃ।

[১৭] আহমাদ, তিরমিযী হাঃ ২৬২১, নাসায়ী হাঃ ৪৬৩, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ১০৭৯- সহীহ।

[১৮] তিরমিযী, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ, সহীহ।

মুক্তির কারণ হবে না, বরং ক্বিয়ামাত দিবসে তার হাশ্‌র কারূন, ফির'আওন, হামান ও উবাই বিন খাল্‌ফ-এর সাথে হবে।[৯৯]

হে প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ ধীর মস্তিষ্কে পড়লে অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, সালাতের গুরুত্ব ও পরিত্যাগকারীর পরিণাম কিরূপ ভয়াবহ ।

সালাত আদায়ের ফযীলাত

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ أُولٰئِكَ فِيْ جَنَّاتٍ مُكْرَمُوْنَ﴾

"এবং যারা তাদের সালাতসমূহ (যথাযথ আদায়) সংরক্ষণ করে, তারাতো জান্নাতে সম্মানের আসন পাবে।"[১০০]

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ﴾

"আর সালাত কায়েম কর নিশ্চয়ই সালাত যাবতীয় মন্দ ও অশ্লীলতা হতে মানুষকে বিরত রাখে।"[১০১]

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ﴾

"নিশ্চয়ই মু'মিনগণ কামিয়াব হবে, যারা তাদের সালাতে (আল্লাহর ভয়ে) ভীত হয়।[১০২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "বলতো, যদি তোমাদের কারো বাড়ীর দরজার সামনে কোন প্রবাহমান নদী থাকে, আর তাতে সে প্রত্যহ পাঁচ বার গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? সাহাবীগণ

---

[৯৯] আহমাদ, দারিমী, বায়হাক্বী, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ, সহীহ।
[১০০] সূরা মা'আরিজ- ৩৪-৩৫ ।
[১০১] সূরা আল্ 'আনকাবূত ৪৫ ।
[১০২] সূরা আল্ মু'মিনুন ১-২ ।

(রিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন : না, কখনই তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : এরূপ হল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ, যার দ্বারা আল্লাহ্ বান্দার গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।[১০৩] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন : যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযাত (যথাসময়ে যাবতীয় হুকুমসহ আদায়) করে, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিবসে জ্যোতি, প্রমাণ ও মুক্তির কারণ হবে।"[১০৪] এখন জানা দরকার কত বয়সে সালাত শুরু করতে হবে।

সালাত কখন শুরু করতে হবে?

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : তোমাদের সন্তানেরা সাত বছরে পদার্পণ করলে সালাতের আদেশ দিবে। আর দশ বছর বয়সেও (ভালভাবে) সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং তখন হতেই তাদের বিছানা আলাদা করে দিবে।[১০৫]

সালাত আদায়ে পোষাকের বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : "হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় তোমাদের সুন্দর পোষাক পরিধান কর।"[১০৬] অন্যত্র বলেন– "তোমার পোষাক পবিত্র কর।"[১০৭] এতে প্রমাণিত হয় যে, নর-নারী সকলকে উত্তম ও পবিত্র পোষাক পরিধান করে মহান আল্লাহর সামনে পবিত্র জায়গায় সালাতের জন্য দাঁড়াতে হবে। মহিলাদের পা হতে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর ভালভাবে ঢাকতে হবে।[১০৮] আর পুরুষদের হাঁটু হতে নাভীর উপর পর্যন্ত এবং দু'কাঁধ অবশ্যই (সালাতে) ঢাকতে হবে।[১০৯]

---

[১০৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫২৮, সহীহ মুসলিম হাঃ ৬৬৭, মিশকাত- ৫৭ পৃঃ।
[১০৪] আহমাদ, দারিমী, বায়হাক্বী, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ (সহীহ)।
[১০৫] আবূ দাউদ, শরহু সুন্নাহ, মিশকাত- ৫৮ পৃঃ (সহীহ)।
[১০৬] সূরা আরাফ- ৩১।
[১০৭] সূরা মুদ্দাস্‌সির- ৫।
[১০৮] আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৭৩ পৃঃ (সহীহ)।
[১০৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৫৯, সহীহ মুসলিম হাঃ ৫১৬, মিশকাত- ৭২ পৃঃ, বাংলা মিশকাত হাঃ ৬৯৯।

যে ব্যক্তি মাত্র একটি কাপড় (চাদর বা গামছায়) সালাত আদায় করে সে যেন কাপড়ের বাম কোণা ডান কাঁধে এবং ডান কোণা বাম কাঁধে জড়িয়ে দেয়।[১১০] পাক-পবিত্র জুতা পরে সালাত আদায় করা যায়।[১১১] সালাতে টুপি, পাগড়ী পরা বাধ্যতামূলক নয়। তবে পরা উত্তম, কারণ নাবী ﷺ ও সাহাবীগণ সালাতে মাথা খোলা রাখতেন না।[১১২] সালাতরত অবস্থায় পুরুষদের কাপড় ও চুল গুটানো নিষেধ।[১১৩] পুরুষদের সালাতে মুখ ঢেকে রাখা নিষেধ।[১১৪] পবিত্র বিছানায় সালাত আদায়ে নিষেধ নেই।[১১৫]

কোন কাপড় না থাকলে উলঙ্গ অবস্থায় বসে বসে সালাত আদায় করতে হবে।[১১৬] কিন্তু ভালো পোষাক থাকা সত্ত্বেও গেঞ্জি অথবা শুধুমাত্র গামছা বা তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে সালাতে দাঁড়ানো আল্লাহর আদেশের অবমাননা ও বদঅভ্যাস। তাই এ সমস্ত বদঅভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। এখন সালাতের সময়সীমা জানা প্রয়োজন।

সালাতের সময়ের গুরুত্ব

সালাতের সময়ের উপর গুরুত্বারোপ করে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

"নিশ্চয়ই মু'মিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা ফরয করে দেয়া হয়েছে।"[১১৭]

---

[১১০] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৬০ (১ম খণ্ড, ৫২ পৃঃ), সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ৭২ পৃঃ।
[১১১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৮৬ (১ম খণ্ড, ৫৬ পৃঃ)।
[১১২] সালাতু রাসূলিল্লাহ- ১০২ পৃঃ, দ্রঃ তামামুল মিন্নাহ- ১৬৪ পৃঃ।
[১১৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৭৮ (ই, ফা.)।
[১১৪] আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৭৩ পৃঃ, সহীহ।
[১১৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৮২ (১ম খণ্ড, ৫৫ পৃঃ)।
[১১৬] মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক ২য় খণ্ড, ৫৮৪ পৃঃ।
[১১৭] সূরা আন্ নিসা ১০৩।

'আয়িশাহ্ বলেন : রাসূলুল্লাহ তাঁর জীবনে মাত্র দু'বার ছাড়া কখনও কোন নামায শেষ ওয়াক্তে পড়েননি।[১১৮]

উম্মে কারওয়াহ্ বলেন :

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.

রাসূলুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হল যে, কোন কাজটি অধিক উত্তম, তিনি () বললেন : আওয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে সালাত আদায় করা।[১১৯] এজন্যই তিনি 'আলী-কে বলেন : হে আলী! ৩টি কাজে মোটেই দেরি করবে না, তন্মধ্যে ১টি হল– যখন সালাতের সময় হবে তখনই সালাত আদায় করা।[১২০]

ফজর সালাতের সময়

ফজর সালাতের সময় সুবহে সাদিক হতে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। সাহাবী জাবির বলেন : রাসূলুল্লাহ "গালাসে" (অর্থাৎ একটু অন্ধকার থাকতে) ফজরের সালাত পড়তেন।[১২১] 'আয়িশাহ্ বলেন : রাসূলুল্লাহ ফজরের সালাত এমন (অন্ধকার) সময়ে পড়তেন যে, মহিলারা সালাতের পর চাদর জড়িয়ে বাড়ী ফেরার সময় অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না।[১২২]

হানাফী মাযহাবের মুহাক্কিক ইমাম তাহাবী হানাফী (রহঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত হাদীস মুতাবেক "গালাসে" (অন্ধকারে) ফজরের সালাত শুরু করা উচিত এবং ইস্ফার (একটু ফর্সা) হলে শেষ করা উচিত; এটাই হল ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহেমাহুমুল্লাহ) প্রমুখের মত।[১২৩]

---

[১১৮] তিরমিযী হাঃ ১৭৪, মিশকাত হাঃ ৬০৮, ৬১ পৃঃ, সহীহ।
[১১৯] আবূ দাঊদ- ১/৬১ পৃঃ সহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত, ১/১৯২ পৃঃ, টীকা নং (৭) দ্রঃ।
[১২০] তিরমিযী, মিশকাত হাঃ ৬০৫, ৬১ পৃঃ, হাসান।
[১২১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৬৫, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ৬০ পৃঃ।
[১২২] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৭৮, সহীহ মুসলিম হাঃ ৬৪৫, মিশকাত- ৬০।
[১২৩] শারহে মায়ানীল আসার ১ম খণ্ড, ৯০ পৃঃ।

ফজরের সালাত দেরী করে পড়া নাসারাদের অনুকরণ, আর প্রথম ওয়াক্তে পড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের رضي الله عنهم অনুসরণ।[১২৪]

যোহর সালাতের সময়

সূর্য মাথার উপর থেকে পশ্চিমে ঢলে যাওয়ার পর হতে শুরু করে প্রতিটি বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের সময় থাকে।[১২৫] আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গরমকালে দেরি করে কিছু ঠাণ্ডা হয়ে এবং শীতকালে জলদি করে যোহর পড়তেন।[১২৬]

'আস্‌র সালাতের সময়

প্রতিটি বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হওয়া থেকে সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া পর্যন্ত 'আস্‌রের সময়।[১২৭] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সূর্য যখন হল্‌দে বর্ণের হয় শয়তানের দু'শিং এর মাঝখানে এসে যায়, তখন মুনাফিক্বরা 'আস্‌রের সালাত পড়ে।[১২৮] তবে বিশেষ ওজরবশতঃ সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাক্‌'আত আদায় করতে পারলেও তা 'আস্‌রের সময়ের মধ্যে গণ্য হবে।[১২৯]

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এবং তাঁর দু'ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ-এর মতামত একই (অর্থাৎ প্রতিটি বস্তুর ছায়া সমপরিমাণ হলে 'আস্‌র শুরু হয়)।[১৩০]

মাগরিব সালাতের সময়

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে পশ্চিম আকাশের লাল আভা দূর না হওয়া পর্যন্ত মাগরিব সালাতের সময়।[১৩১] মাগরিবের আযানের পর ও

---

[১২৪] ত্বাবারানী কাবীর ৮ম খণ্ড, ৯৪ পৃঃ (১৯৮০ সন সংস্করণ)
[১২৫] সহীহ মুসলিম হাঃ ৬১২, আবূ দাউদ হাঃ ৩৯৩, তিরমিযী, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ।
[১২৬] নাসায়ী, মিশকাত- ৬২ পৃঃ সহীহ।
[১২৭] সহীহ মুসলিম হাঃ ৬১২, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ, বাংলা মিশকাত হাঃ- ৫৩৪।
[১২৮] সহীহ মুসলিম হাঃ ৬২২, মিশকাত- ৬০ পৃঃ।
[১২৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৫৬, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ৬১ পৃঃ।
[১৩০] হিদায়া মাআ দিরায়াহ ১ম খণ্ড, ৮১ পৃঃ।
[১৩১] সহীহ মুসলিম হাঃ ৬১২, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ।

জামা'আত শুরু হওয়ার মাঝে দু'রাক্'আত নফল নামায পড়া অথবা ঐ পরিমাণ সময় বিলম্ব করা বিধিসম্মত।

'ইশা সালাতের সময়

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : পশ্চিম আকাশের লাল আভা দূর হওয়ার পর থেকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত 'ইশার সালাতের সময়।[১৩২] তবে রাত্রির প্রথম এক তৃতীয়াংশের শেষের দিকে অথবা মধ্যরাত পর্যন্ত দেরি করে পড়া উত্তম।[১৩৩]

যে সমস্ত সময়ে সালাত আদায় নিষেধ

সাহাবী 'উক্বাহ্ ইবনে 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তিন সময়ে সালাত পড়তে এবং মাইয়িতের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। তা হল : (১) যখন সূর্য উঠতে থাকে– যতক্ষণ না পূর্ণভাবে উঠে যায়। (২) ঠিক দুপুর বেলা– যতক্ষণ না সূর্য একটু পশ্চিমে ঢলে যায়। (৩) সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়, যতক্ষণ না পূর্ণভাবে অস্ত যায়।[১৩৪] অনুরূপ ফজরের সালাতের পর হতে সূর্য উদয় পর্যন্ত এবং 'আস্রের সালাতের পর সূর্য়াস্ত পর্যন্ত সালাত পড়া নিষেধ।[১৩৫] অবশ্য এ দু' সময়ে ফরয কাযা সালাত, ফজরের সুন্নাত ও তাহ্ইয়াতুল মসজিদ পড়া যাবে।[১৩৬] জুমু'আর দিন দুপুর বেলা এবং কা'বা শরীফে যে কোন সময়ে নামায পড়া চলবে।[১৩৭]

ফজর ও 'আস্রে ব্যতিক্রম

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফজরের এক রাক্'আত পায় সে ফজরের সালাত পেয়ে গেল এবং যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার

---

[১৩২] সহীহ মুসলিম হাঃ ৬১২, মিশকাত- ৫৯ পৃঃ।
[১৩৩] আহমাদ, তিরমিযী হাঃ ১৬৭, ইবনে মাজাহ হাঃ ৬৯১, মিশকাত- ৬১ পৃঃ সহীহ।
[১৩৪] সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৩১, মিশকাত- ৯৪ পৃঃ।
[১৩৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৮১, সহীহ মুসলিম হাঃ ৮২৬, মিশকাত- ১/৩২৯।
[১৩৬] বিস্তারিত দ্রঃ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১৩৯।
[১৩৭] আবূ দাউদ, মিশকাত- ৯৪ পৃঃ, সহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত- ১/৩৩০, হাঃ ১০৪৫, ১০৪৭।

আগে আসরের এক রাক্'আত পায় সে আসরের সালাত পেয়ে গেল। (অর্থাৎ সূর্য ডুবে ও উঠে গেলেও বাকী এক ও তিন রাক্'আত সালাত পড়ে নিতে হবে)। এটা বিশেষ ওজরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১৩৮]

ফজরের ফরযের পর সুন্নাত পড়তে মানা নেই

জামাআতের জন্য ইক্বামাত হলে ফরয সালাত ব্যতীত অন্য কোন (সুন্নাত বা নফল) সালাত হবে না।[১৩৯] তাই ফজরের ইক্বামাত শুরু হওয়ায় সুন্নাত পড়তে না পারলে জামা'আতের সাথে ফরয পড়ে নিতে হবে। অতঃপর ফরয শেষ করে (সূর্য উঠার আগেই) ২ রাক্'আত সুন্নাত পড়তে পারবে[১৪০]। সূর্য উঠার পরও পড়া যাবে।[১৪১]

আযানের বিবরণ

সালাতের সময়সীমা জানা হল, এখন আযানের বিধান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। তাই আযানের আলোচনা শুরু করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন নামাযের সময় হবে তখন তোমাদের মধ্যে কেউ যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্য থেকে বড়জন যেন ইমামতি করে।[১৪২] কেননা শয়তান আযান শুনে ৩৬ মাইল দূরে পলায়ন করে।[১৪৩] আযানের পূর্বে অযূ করা সুন্নাত।[১৪৪] আযানের সময় দু'কানে দু'শাহাদাত আঙ্গুল ভরে দেয়া সুন্নাত (যাতে আওয়াজ উচ্চ হয়)। কিবলামুখী হয়ে আযান দিতে হবে।[১৪৫] এখন জানা দরকার আযানের শব্দসমূহ।

---

[১৩৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৫৬, সহীহ মুসলিম, বুলূগুল মারাম- ৩৫ পৃঃ।
[১৩৯] সহীহ মুসলিম হাঃ ৭১০, তিরমিযী ৪২১, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১১৫১।
[১৪০] তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াজী-২/৪৮৭ পৃঃ; আবূ দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত- ৯৫ পৃঃ সহীহ।
[১৪১] আবূ দাঊদ হাঃ ১২৬৪, তিরমিযী হাঃ ৪১৭, সহীহ।
[১৪২] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬০০৮, সহীহ মুসলিম হাঃ ৬৭৪, মিশকাত- ৬৬ পৃঃ।
[১৪৩] সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৮৮।
[১৪৪] তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৫০ পৃঃ, ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৫১৫ পৃঃ।
[১৪৫] তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৪৯ পৃঃ, আবূ দাঊদ ১ম খণ্ড, ৭৭ পৃঃ- সহীহ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৮৫ পৃঃ।

আযানের কালিমা (শব্দ) সমূহের বিবরণ

আযানের কালিমাসমূহ হল : اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ (*আল্লা-হু আক্‌বার আল্লা-হু আক্‌বার*) ২ বার।

তারপর أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (*আশ্‌হাদু আল্‌লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*) ২ বার। তারপর أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ (*আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ*) ২ বার। তারপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হবে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ (*হাইয়্যা 'আলাস্ সালা-হ্*, অর্থাৎ- সালাতের দিকে এসো) ২ বার। তারপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতে হবে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (*হাইয়্যা 'আলাল্ ফালা-হ*, অর্থাৎ- কল্যাণের দিকে এসো)। তারপর কিবলামুখী হয়ে বলতে হবে– اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ (*আল্লা-হু আক্‌বার আল্লা-হু আক্‌বার*) ১ বার। তারপর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ (*লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ*) ১ বার।

ফজরের আযানে "*হাইয়্যা 'আলাল্ ফালা-হ্*" বলার পর اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (*আস্‌সালা-তু খাইরুম্ মিনান্‌নাওম*, অর্থাৎ- ঘুমের চেয়ে সালাত উত্তম) ২ বার বলে বাকী অংশ শেষ করতে হবে। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আযান দেয়া হতো[১৪৬] এবং বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আদেশ করা হতো।[১৪৭]

আযানের জবাব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি খালেস অন্তরে আযানের জবাব দেয়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[১৪৮] আযানের জবাব হল

[১৪৬] আবূ দাউদ, দারিমী, মিশকাত- ৬৩ পৃঃ, সহীহ আবূ দাউদ, হাঃ ৫১৫-৫২২।
[১৪৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬০৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৭৮, মিশকাত- ৬৩ পৃঃ।
[১৪৮] সহীহ মুসলিম, হাঃ ৩৮৫।

মুয়ায্যিন যা বলবে আযান শ্রবণকারীও তাই বলবে। কেবলমাত্র *"হাইয়্যা 'আলাস্ সালা-হ্"* ও *"ফালা-হ"* এর জবাবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ *"লা- হাওলা ওয়ালা- কূওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ"* বলতে হবে।[১৪৯]

আযানের পর দরূদ পড়া সুন্নাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তোমরা মুয়ায্যিনের আযান শুনবে তখন অনুরূপ (জবাব) বলবে, অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়বে (নামাযে যে দরূদ পড়া হয়)। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওয়াসীলার দু'আ করবে। আর ওয়াসীলা হল জান্নাতের এক সুউচ্চ আসনের নাম।[১৫০]

ওয়াসীলার দু'আ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দু'আ পড়বে, ক্বিয়ামাতের দিন তার জন্য আমার শাফা'আত অবধারিত হয়ে যাবে।[১৫১]

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাহ, ওয়াস্ সালা-তিল্ ক্বা-য়িমাহ্, আ-তি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা ওয়াল্ ফাযীলাহ্, ওয়াব্'আস্হু মাক্বা-মাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদ্তাহ্।

অর্থ : এসব পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের প্রভু হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ-কে (জান্নাতের) ওয়াসীলাহ্ (নামক স্থানটি) ও সম্মান দান

[১৪৯] সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, নায়লুল আওত্বার ২য় খণ্ড, ৫৩ পৃঃ।

[১৫০] সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৮৪, সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ৫৩৬, নাসায়ী হাঃ ৬৭৮, আহমাদ, নায়লুল আওত্বার ২য় খণ্ড, ৫৫ পৃঃ, মিশকাত- ৬৪ পৃঃ।

[১৫১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬১৪, মিশকাত- ৬৫ পৃঃ।

কর এবং তুমি তাকে সেই মাকামে মাহমূদে (প্রশংসিত জায়গায়) পৌঁছিয়ে দাও, যা তাঁকে দেয়ার জন্য তুমি ওয়াদা করেছ।

ইক্বামাত ও তার জওয়াব

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুয়ায্যিন বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আযান জোড়া-জোড়া বাক্যে এবং *"ক্বাদ্ ক্বা-মাতিস সালা-হ্"* ব্যতীত ইক্বামাত বেজোড় বাক্যে দেয়ার জন্য আদেশ করা হতো।[১৫২] ইবনে 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আযান দু' দু'বার করে এবং *"ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালা-হ্"* ব্যতীত ইক্বামাত এক একবার করে বলা হতো।[১৫৩] ইক্বামাতের শব্দগুলো সহীহ্ হাদীস মতে ১১টি :

আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ, হাইয়্যা 'আলাস্ সালা-হ, হাইয়্যা 'আলাল ফালা-হ, ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালা-হ্, ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালা-হ্, আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ।[১৫৪]

ইমাম হাফিয যাইলা'ঈ হানাফী (রহঃ) বর্ণিত : হাদীসের হাফিযগণ বলেন : দু'বার করে ইক্বামাত দেয়া সম্পর্কিত হাদীসের শব্দগুলো সুরক্ষিত নয়।[১৫৫]

ইক্বামাতের জওয়াব আযানের মতই, *"ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালা-হ"*'র জবাবে অনুরূপই বলবে। কেননা *"আক্বা-মাহাল্লা-হু....."*-এর হাদীসটি সহীহ্ নয়।[১৫৬] ইক্বামাত শেষ হওয়ার পরে ইমাম সালাত শুরু করবেন, এটাই সুন্নাত। আর ইক্বামাত শেষ না হতেই সালাত শুরু করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (ইমামের দায়িত্ব কর্তব্য দ্র.)। ক্বাযা সালাতেও ইক্বামাত দিতে হবে।[১৫৭]

---

[১৫২] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬০৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৭৮, মিশকাত- ৬৩ পৃঃ।

[১৫৩] আবূ দাউদ হাঃ ৫১০, তিরমিযী হাঃ ১৮৯, নাসায়ী হাঃ ৬২৮, দারিমী, মিশকাত- ৬৩ পৃঃ সহীহ।

[১৫৪] সহীহ আবূ দাউদ হাঃ নং- ৪৬৯।

[১৫৫] নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড, ২৭৩ পৃঃ।

[১৫৬] ইরওয়াউল গালীল হাঃ নং- ২৪১, তামামুল মিন্নাহ- ১৫০ পৃঃ।

[১৫৭] সহীহ মুসলিম, আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, নায়লুল আওত্বার ২য় খণ্ড, ৫৯ পৃঃ।

বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করা বিদ্'আত

মাওলানা 'আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন : আযান ও ইক্বামাতের সময় এবং যখনই মুহাম্মাদ ﷺ-এর নাম শুনা যায় তখনই বৃদ্ধা আঙ্গুলের দু'নখে চুম্বন করার কথা কোন হাদীসে অথবা সাহাবীদের (রিয়াল্লা-হু আনহুম) হতে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি এ (চুম্বন করার) কথা বলে সে বড় মিথ্যুক এবং এ কাজ জঘন্য বিদ্'আত।[১৫৮]

ক্বিবলার বিবরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই ফরয সালাত পড়তেন, তখনই ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন।[১৫৯] সুতরাং ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ফরয। ক্বিবলা নির্ণয় করতে না পারলে যে দিকে ক্বিবলা বলে বেশী ধারণা হবে, সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে, সালাতের পরে ক্বিবলার সঠিক খবর পেলেও পুনরায় পড়তে হবে না।[১৬০] সালাতরত অবস্থায় সঠিক ক্বিবলা জানতে পারলে সাথে সাথে ক্বিবলামুখী হতে হবে।[১৬১]

সুত্রার বিবরণ

যে জিনিস দ্বারা কোন বস্তুকে আড়াল করা হয় তাকে সুত্রা বলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদায় সুত্রা রেখে সালাত আদায় করতেন। সুতরা দেয়া ওয়াজিব।[১৬২] ব্যক্তি ও সুত্রার মাঝে ব্যবধান হবে ৩ হাতের মত।[১৬৩] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সুত্রার ভিতরে নামাযীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে নামাযী যেন তাকে বাধা দেয়, প্রয়োজন হলে লড়াই করবে।[১৬৪] নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ

---

[১৫৮] যাহারাতু রিয়া-যিল আবরার– ৭৬ পৃঃ।
[১৫৯] ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/১৬৭।
[১৬০] সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৮ পৃঃ।
[১৬১] সূরা আল্ বাক্বারাহ্- ২ : ১৫০, সহীহুল বুখারী হাঃ ৪০৩।
[১৬২] তামামুল মিন্নাহ- ৩০০ পৃঃ।
[১৬৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫০৬, আহমাদ, নাসায়ী, নায়লুল আওত্বার ২য় খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ।
[১৬৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫০৯, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ৭৪ পৃঃ

কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।[১৬৫] মুক্তাদীর জন্য ইমামের সুতরাই যথেষ্ট।[১৬৬]

যে সমস্ত স্থানে সালাত আদায় নিষিদ্ধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নের জায়গাগুলোতে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন : (১) কবরস্থানে (২) গোসলখানায় (৩) উট বাঁধার স্থানে।[১৬৭] উল্লেখ্য যে, সাত স্থানের হাদীসটি দুর্বল।

মাসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার নিয়ম ও দু'আ

বিভিন্ন হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, নিম্ন দু'আটি পাঠ করে ডান পা দিয়ে মাসজিদে প্রবেশ করতে হয়।[১৬৮]

أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণ : আ'উযু বিল্লা-হিল্ 'আযীম, ওয়াবি ওয়াজ্হিহিল্ কারীম, ওয়া সুলত্বা-নিহিল্ কাদীম, মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজীম, বিস্মিল্লা-হি ওয়াস্ সালা-তু ওয়াস সালা-মু 'আলা- রাসূলিল্লা-হি, আল্লা-হুম্মাফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রহ্মাতিক।

অর্থ : "আমি বিতাড়িত শয়ত্বান হতে মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, আশ্রয় প্রার্থনা করছি তাঁর মর্যাদাশীল চেহারা ও শাশ্বত সার্বভৌম ক্ষমতার মাধ্যমে। আল্লাহর নামে এবং সালাত ও সালাম আল্লাহর রাসূলের উপর। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলে দাও।"

---

[১৬৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫১০, সহীহ মুসলিম, বুলূগুল মারাম- ৬৭ পৃঃ।
[১৬৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৪৯৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ৫০৪, মিশকাত– ৭৪ পৃঃ।
[১৬৭] তামামুল মিন্নাহ- ২৯৯ পৃঃ।
[১৬৮] সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ-দ্রঃ ফিকহুল আদইয়া ওয়াল আযকার- ৩/১১৯ পৃঃ

আর মাসজিদ হতে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করবে এবং নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে :[১৬৯]

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াস্‌ সালা-তু ওয়াস্‌ সালা-মু 'আলা-রসূলিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিন ফায্‌লিক, আল্লা-হুম্মা আ'সিম্‌নী মিনাশ্‌ শায়ত্বা-নির রাজীম ।

অর্থ : "আল্লাহর নামে এবং সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহর ওপর, হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করি । হে আল্লাহ বিতাড়িত শয়তান হতে তুমি আমাকে রক্ষা কর ।"

দুখুলুল মাসজিদ বা মাসজিদে প্রবেশের সালাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক্‌'আত সালাত আদায় করে ।[১৭০] এ হাদীস প্রমাণ করে যে, বসার পূর্বে সালাত আদায় করা সুন্নাত । আর সালাত না পড়ে বসাকে ভাল মনে করা সুন্নাত বিরোধী ও বিদ্‌'আত । তাই জুমু'আর দিন খুৎবাহ্‌ চলাকালেও ২ রাক্‌'আত সালাত না পড়ে বসা নিষেধ ।[১৭১] উক্ত দু'রাক্‌'আত সালাতকে তাহ্‌ইয়াতুল মাসজিদও বলা হয় ।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফরয রাক্‌'আতসমূহ

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত মোট ১৭ (সতের) রাক্‌'আত । ফজর ২ রাক্‌'আত, যোহর ৪ রাক্‌'আত, 'আস্‌র ৪ রাক্‌'আত, মাগরিব ৩ রাক্‌'আত ও 'ইশা ৪ রাক্‌'আত ।[১৭২]

---

[১৬৯] সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ-দ্রঃ ফিক্‌হুল আদ্‌ইয়া ওয়াল আয্‌কার- ৩/১২০ পৃঃ

[১৭০] সহীহুল বুখারী হাঃ ৪৪০, সহীহ মুসলিম হাঃ ৭১৪, মিশকাত- ৬৮ পৃঃ ।

[১৭১] সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃঃ ।

[১৭২] একাধিক হাদীসের সমন্বয়ে সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ৭৯/৮০ পৃঃ ।

সুন্নাত সালাতের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : বান্দার সালাতের মধ্যে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে নফল সালাত দিয়ে তা পরিপূর্ণ করা হবে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : পুরুষ ব্যক্তির নফল ও সুন্নাত সালাত ঘরে আদায় করা সর্বোত্তম।[১৭৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রে ১২ রাক্‌'আত নামায পড়ে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হয়। তা হল : যোহরের পূর্বে ৪ রাক্‌'আত, পরে ২ রাক্‌'আত, মাগরিবের পরে ২ রাক্‌'আত, 'ইশার পরে ২ রাক্‌'আত, ফজরের পূর্বে ২ রাক্‌'আত।[১৭৪] জুমু'আর খুত্‌বার পূর্বে দু'রাক্‌'আত করে যত রাক্‌'আত সম্ভব পড়া যায়।[১৭৫] আর জুমু'আর ফরয সালাতের পরে মাসজিদে হলে ৪ রাক্‌'আত,[১৭৬] বাড়ীতে হলে ২ রাক্‌'আত।[১৭৭] যোহর ও 'আস্‌রের পূর্বে ৪ রাক্‌'আত অথবা ২ রাক্‌'আত উভয় পড়া যায়, তবে ৪ রাক্‌'আত হলে দু'সালামে ও এক সালামে উভয়ভাবে পড়া যায়।[১৭৮]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : তোমরা মাগরিবের (আযানের পরে) সালাতের পূর্বে ২ রাক্‌'আত সালাত পড়। এটাও সুন্নাত।[১৭৯] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এ সুন্নাত পড়তাম।[১৮০] এটা ছাড়া বিত্‌র নামাযের পরে ২ রাক্‌'আত সুন্নাত পড়া যায়।[১৮১] ঘরে ফজরের সুন্নাতের পর ডান কাতে শুয়া রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত।[১৮২] জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ায় ফজরের সুন্নাত পড়তে না পারলে ফরযের পর পড়তে

---

১৭৩ সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৩১, সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৮১, বুলূগুল মারাম ১১৬ পৃঃ।

১৭৪ সহীহ মুসলিম হাঃ ৭২৮, তিরমিযী, মিশকাত- ১০৩ পৃঃ।

১৭৫ সহীহুল বুখারী হাঃ ৮৮৪ (১ম খণ্ড, ১২১ পৃঃ)।

১৭৬ সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৮১, মিশকাত- ১০৪ পৃঃ।

১৭৭ সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৮২।

১৭৮ সালাতু রাসূলিল্লাহ ৯৭ পৃঃ ও তামামুল মিন্নাহ- ২৪০।

১৭৯ সহীহুল বুখারী, হাঃ ১১২৯, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ১০৪ পৃঃ।

১৮০ সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৩৬, মিশকাত ১০৫ পৃঃ।

১৮১ সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৪৬, মিশকাত ১০৫ পৃঃ।

১৮২ সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৯০, বুলূগুল মারাম ১০৬ পৃঃ।

হবে।[১৮৩] উক্ত সুন্নাত সালাতসমূহ যথাসময়ে পড়তে না পারলে তা পরে ক্বাযা হিসেবে পড়া যায়।[১৮৪] সুস্থ অবস্থায় ফরয সালাত বসে পড়লে তা হবে না। তবে সুন্নাত পড়া যাবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়ার অর্ধেক নেকী হবে।[১৮৫]

বিত্‌র সালাতের বিবরণ

'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : বিত্‌র সালাত ওয়াজিব বা ফরযের মতো নয় বরং সুন্নাত যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক প্রবর্তিত।[১৮৬] এক, তিন, পাঁচ, সাত ও নয় রাক্'আত পর্যন্ত এ সালাত পড়া যেতে পারে।[১৮৭] ৯ ও ৭ রাক্'আত পড়লে যথাক্রমে ৮ ও ৬ রাক্'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সালাম না ফিরে আবার উঠে ১ রাক্'আত পড়ে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দু'আ মাসুরা পড়ে সালাম ফিরাবে।[১৮৮] ৫ রাক্'আতের সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একটানা ৫ম রাক্'আত পড়ে বসে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ইত্যাদি পড়ে সালাম ফিরাতেন।[১৮৯] ৩ রাক্'আত সম্পর্কে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৩ রাক্'আত পড়তেন কিন্তু কেবলমাত্র শেষ রাক্'আতে বসতেন (এর আগে ২ রাক্'আতে বসতেন না)।[১৯০] এছাড়াও আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত : নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা ৩ রাক্'আত বিত্‌র মাগরিবের মতো পড়ো না।[১৯১] অর্থাৎ মাগরিবের মতো ২ রাক্'আত পড়ে বসবে না। বরং একটানা ৩ রাক্'আত পড়ে সালাম ফিরাবে। হাফেয ইমাম যাইলায়ী হানাফী (রহঃ) বলেন : ৩ রাক্'আত বিত্‌রে ২ রাক্'আতে বসার কোন

---

[১৮৩] আবূ দাঊদ ১ম খণ্ড, ১৮০ পৃঃ, তিরমিযী, মিশকাত- ৯৫ পৃঃ সহীহ।

[১৮৪] নায়লুল আওত্বার ২য় খণ্ড, ২৬-২৭ পৃঃ।

[১৮৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ১১১৫, ফিকহুস সুন্নাহ- ১/১৭২।

[১৮৬] তিরমিযী হাঃ ৪৫৪, নাসায়ী, হাকিম, বুলূগুল মারাম ১০৭ পৃঃ, হাসান।

[১৮৭] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ও সুনানে আরবাআ, মিশকাত ১১১-১১২ পৃঃ।

[১৮৮] সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৪৬, মিশকাত ১১১ পৃঃ।

[১৮৯] সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৩৭, মিশকাত ১১১ পৃঃ।

[১৯০] হাকিম ১ম খণ্ড, ৩০৪ পৃঃ; বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, ৩১ পৃঃ; মির্'আতুল মাফা-তীহ ২য় খণ্ড, ২০১ পৃঃ, সহীহ্ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৮৮।

[১৯১] দারাকুতনী ১ম খণ্ড, ১৭৩ পৃঃ; নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড, ১১৬ পৃঃ; নায়ল ৩য় খণ্ড, ৩৫ পৃঃ।

সহীহ হাদীস নেই।[১৯২] বরং না বসার পক্ষেই সহীহ হাদীস।[১৯৩] অতএব ২ রাক্‘আতের পর বসা সঠিক নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ১ রাক্‘আত বিত্‌র পড়তেন, এ ব্যাপারে অসংখ্য সহীহ হাদীস বিদ্যমান।[১৯৪] তিনি (ﷺ) বেশীর ভাগই ১ রাক্‘আত বিত্‌র পড়তেন।[১৯৫] তিনি (ﷺ) বলেন : আল্লাহ বেজোড় আর তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।[১৯৬] আল্লাহ বেজোড় অর্থাৎ একজন। সুতরাং ১ রাক্‘আত উত্তম।

দু‘আ কুনূত কখন পড়বেন?

দু‘আ কুনূত দুই প্রকার : ১. কুনূতে নাযিলাহ্ যা বিপদাপদের সময় পড়া হয়, এটা রুকূ‘র পরে।[১৯৭] ২. বিত্‌রের কুনূত, এটা রুকূ‘র আগে এবং পরে উভয় অবস্থায় পড়া যায়।[১৯৮] তবে রুকূ‘র পূর্বে পড়া উত্তম। কারণ এভাবে নাবী ﷺ নিজে পড়েছেন এবং হাসান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে শিক্ষা দিয়েছেন।[১৯৯]

‘উমার, ইবনে ‘আব্বাস, ইবনে মাস্‌‘ঊদ ও আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহুম) প্রমুখ সাহাবা দু’হাত তুলে দু‘আ কুনূত পাঠ করতেন।[২০০] কিন্তু দু‘আ শেষে মুখে বা বুকে হাত মুছার কোন সঠিক প্রমাণ নেই। আল্লামাহ ‘আবদুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন : নতুন করে নিয়ত বেঁধে দু‘আ কুনূত পাঠ করার কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীদের হতে নেই।[২০১]

---

[১৯২] নাসবুর রায়াহ ২য় খণ্ড, ১২০ পৃঃ।
[১৯৩] তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী ১ম খণ্ড, ২০৩-২০৪ পৃঃ।
[১৯৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ৪৭২, সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৩৬, ৭৪৯, মিশকাত ১০৫ ও ১১১ পৃঃ।
[১৯৫] হিদায়াতুন্নবী ২২২-২২৩ পৃঃ, যাদুল মা‘আদ ১ম খণ্ড, ২৫৬ পৃঃ
[১৯৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৪১০, সহীহ মুসলিম হাঃ ২৬৭৭।
[১৯৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ১০০২, সহীহ মুসলিম হাঃ ৬৭৭, মিশকাত হাঃ ১২১৬।
[১৯৮] তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী- ২/৫৮০।
[১৯৯] আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ (সহীহ) ইরওয়া হাঃ ৪২৬, সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ্- ১/৩৯১ পৃঃ।
[২০০] তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী ২য় খণ্ড, ৫৮০ পৃঃ। সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ-১/৩৯৩
[২০১] তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযী ২য় খণ্ড, ৫৮০ পৃঃ।

দু'আ কুনূতের বিবরণ

নবী ﷺ-এর নাতি হাসান رضي الله عنه বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এই (নিম্নের) কুনূত শিক্ষা দেন।[২০২] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে এর চেয়ে উত্তম কোন কুনূত আমরা জানি না।[২০৩]

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ إِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদাইত, ওয়া 'আ-ফিনী ফীমান 'আ-ফাইত, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান্ তাওয়াল্লাইত, ওয়া বা-রিক্‌লী ফীমা আ'ত্বাইত, ওয়াক্বিনী শার্‌রা মা- ক্বাযাইত, ফাইন্নাকা তাক্বযী ওয়ালা- ইউক্বযা- 'আলাইক, ইন্নাহূ লা- ইয়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লাইত, ওয়ালা- ইয়া'ইয্‌যু মান 'আ-দাইত, তাবা-রাক্‌তা রাব্বানা- ওয়া তা'আ-লাইত, ওয়া সাল্লাল্লা-হু 'আলান্ নাবীয়্যি।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ আমাকেও তাদের মতো সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ আমাকেও তাদের মতো করে নাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ তাদের মতো আমারও অভিভাবক হয়ে যাও। এবং তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচাও। কারণ তুমিইতো ভাগ্য নির্ধারণ করে থাক। আর তোমার বিরুদ্ধে কেউ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ সে কোন দিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব ছিন্ন করো, সে কোন দিনই

---

[২০২] সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্, সিফাতুস সলাতি- ১৮১ পৃঃ।

[২০৩] তিরমিযী হাঃ ৪৬৪ (১ম খণ্ড, ১০৬ পৃঃ)।

সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি প্রাচুর্যময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তা'আলা নবী ﷺ-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন।[২০৪]

দু'আ কুনূত প্রত্যহ পড়া ওয়াজিব নয়।[২০৫] তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অনুযায়ী কখনও কখনও বাদ দেয়া ভাল।[২০৬]

বিত্‌র সালাতে সালামের পর দু'আ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাম ফিরাতেন তখন তিনবার বলতেন :

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাল মালিকিল কুদ্দূস।

অর্থ : "পবিত্র বাদশার পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"

তৃতীয়বারে তিনি (ﷺ) এ শব্দগুলো একটু বেশী টেনে উচ্চৈঃস্বরে বলতেন।[২০৭]

সালাত কিভাবে আদায় করবেন?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক, আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"[২০৮]

---

[২০৪] সুনান আরবাআ, আহমাদ, বায়হাক্বী, হাকিম, সহীহ ইবনে হিব্বান, বুলূগুল মারাম ৯০ পৃঃ, যাদুল মাআদ- ১ম খণ্ড,২৪ পৃঃ, বাংলা মিশকাত হাঃ ১২০১।

[২০৫] ফুতফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড, ৫৬৫ পৃঃ।

[২০৬] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৯১।

[২০৭] নাসায়ী হাঃ ১৬৯৯, আবূ দাউদ হাঃ ১৪৩০- সহীহ, মিশকাত- ১১২ পৃঃ।

[২০৮] সূরা আল্ হাশ্‌র ৫৯ : ৭ আয়াত।

অন্যত্র বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ কর, এবং (অনুসরণ ব্যতীত) তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট করো না।"[২০৯]

এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রতিটি কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুসরণ করে সম্পাদন করা ফরয। নচেৎ তা অগ্রহণযোগ্য। সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي তোমরা সালাত আদায় কর ঐভাবে, আমাকে আদায় করতে দেখ যেভাবে।[২১০] তাই আমাদেরকে বিশুদ্ধ হাদীসে প্রমাণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের ন্যায় সালাত আদায় করতে হবে। কোন মাযহাব, ইমাম বা পীর এর মত ও পদ্ধতি অনুযায়ী সালাত আদায় করলে তা আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার আশা করা যায় না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত সম্পর্কিত আদেশ নারী পুরুষ উভয়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। বিশুদ্ধ হাদীসে নারীদের ভিন্ন কোন নিয়ম নেই। নারীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়মের পক্ষে যে সমস্ত হাদীস পেশ করা হয় তা সবই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।[২১১] আসুন এখন বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত জেনে নেই।

মুখে নিয়্যাত পড়া বিদ্‌'আত

আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রহঃ) বলেন : হাদীসের কতক হাফিয বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ বা য'ঈফ (সবল/দুর্বল) কোন সনদেই এ কথা প্রমাণিত নেই যে, তিনি (ﷺ) সালাত শুরু করার সময় বলতেন : আমি এরূপ সালাত পড়ছি। কোন সাহাবী এবং তাবি'ঈ থেকেও

---

[২০৯] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ : ৩৩ আয়াত।

[২১০] সহীহুল বুখারী ৮৮ পৃঃ, বাংলা ই. ফা. হাঃ ৬০৩, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৬৬ পৃঃ।

[২১১] সিফাতু সালাতিন্নবী ﷺ ১৮৯ পৃঃ

—৫

প্রমাণিত নেই। বরং এ কথা বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন সালাত শুরু করতেন তখন কেবল তাকবীর (আল্লা-হু আকবার) বলতেন। তাই মুখে নিয়্যাত পড়া বিদ্‌‘আত।[২১২]

আল্লামা মোল্লা ‘আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ত্রিশ হাজার ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছেন, তথাপি তাঁর থেকে এ কথা বর্ণিত নেই যে, আমি অমুক অমুক সালাতের নিয়্যাত করছি।[২১৩] তিনি অন্যত্র বলেন : শব্দ উচ্চারণ করে নিয়্যাত করা না জায়েয। কারণ এটা বিদ‘আত। অতএব যে কাজ নবী ﷺ করেননি সে কাজ সর্বদা বিদ্‌‘আত।[২১৪] আল্লাহ্‌ আমাদেরকে বিদ্‌‘আত থেকে বাঁচার সুমতি দিন- আমীন!

সুতরাং অন্তরে সংকল্প ও ইচ্ছা করার নামই হল নিয়্যাত। মুখে উচ্চারণ করা নয়।

সালাত কীভাবে শুরু করতে হবে?

সাহাবী আবূ হুমায়দ আস্‌ সা‘ইদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন কিবলার দিকে মুখ করতেন এবং দুই হাত তুলতেন ও ‘আল্লা-হু আকবার’ বলে সালাত শুরু করতেন।[২১৫] এছাড়া বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্‌ ও মুসনাদে আহমাদ বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ হুরায়রাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে আদেশ করতেন যে, পবিত্রতা অর্জন করতঃ কিবলামুখী হয়ে আল্লাহু আকবার বলে সালাত শুরু করবে।[২১৬]

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে শুধু “আল্লাহু আক্‌বার” বলে সালাত শুরু করতেন এবং অনুরূপভাবে শুরু

---

[২১২] ফাতহুল কাদীর- ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃঃ; কাবীরী ২৫২ পৃঃ।

[২১৩] মিরকাত ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃঃ।

[২১৪] মিরকাত ১ম খণ্ড, ৩৬ পৃঃ।

[২১৫] ইবনে মাজাহ হাঃ ৮৬২, মিশকাত ৬৭ পৃঃ সহীহ।

[২১৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৫৭, সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৯৭, আবূ দাঊদ হাঃ ৮৫৬, তিরমিযী হাঃ ৩০৩, ইবনু মাজাহ্‌ হাঃ ১০৬০, বুলূগুল মারাম ৭৮ পৃঃ।

করার আদেশও করতেন। তাকবীরের পূর্বে কিছু বলার কোন প্রমাণ নেই। এই আল্লাহু আকবারকে 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা হয়।

সালাতে কীভাবে দাঁড়াতে হবে?

প্রখ্যাত সাহাবী আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে সালাতে দাঁড়াতাম তখন আমাদের (সাহাবীদের) প্রত্যেকে তাঁর সাথীর কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখতেন।[২১৭] এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যখন তার দু'পা দু'কাঁধ বরাবর জায়গাতে রাখবে তখনই অন্য ব্যক্তির পা ও কাঁধে লাগানো সম্ভব হবে। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি একা বা জামা'আতে যে অবস্থায় হোক না কেন, তাকে আপন দু'কাধ বরাবর দু'পা সোজা কিবলামুখী রেখে দাঁড়াতে হবে।[২১৮] কিন্তু অনেক লোককে দেখা যায়, তারা সালাতে একা বা জামা'আতে দু'পা একত্রে মিলিয়ে দাঁড়ায়– এটা যেমন বদঅভ্যাস, তেমনি দু'পা দু'কাঁধের চেয়ে বেশী ফাঁকা করে দাঁড়ানোও বদঅভ্যাস। অতএব সকলকে হাদীস অনুযায়ী পায়ের সাথে পা এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো উচিত।

হাত কতটা ও কখন তুলবেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও তাকবীর বলার সময়, আবার কখনও তাকবীর বলার পরে, আবার কখনও তাকবীর বলার পূর্বে দু'হাত তুলতেন।[২১৯] তিনি কাঁধ বরারব দু'হাত তুলতেন,[২২০] আবার কখনও কানের লতি বরাবর তুলতেন।[২২১]

আল্লামা 'আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন : তাকবীরে তাহরীমার সময় কানের লতি ছোঁয়ানো সুন্নাত নয়। কারণ এর কোন

---

[২১৭] সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড, ১০০ পৃঃ, বাংলা ই. ফা. হাঃ ৬৮৯।

[২১৮] সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৬ ও ১০০ পৃঃ।

[২১৯] সহীহুল বুখারী, নাসায়ী, আবূ দাউদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮৭ পৃঃ।

[২২০] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৩৫, ৭৩৬, সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৯০।

[২২১] সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৯১।

প্রমাণ নেই।[২২২] রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত তোলার সময় আঙ্গুলগুলো খোলা ও সোজা রাখতেন এবং হাতের তালু ক্বিবলার দিকে করতেন।[২২৩]

হাত কোথায় ও কীভাবে বাঁধবেন?

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহাবী ওয়ায়িল বিন হুজ্‌র (রাঃ) বলেন : আমি নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তিনি তাঁর ডান হাতটি বাম হাতের উপরে রেখে উভয় হাত বুকের উপরে বাঁধেন।[২২৪] ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন : এ ব্যাপারে ওয়ায়িল (রাঃ)-এর হাদীসের চেয়ে কোন বিশুদ্ধ হাদীস নেই।[২২৫] বিংশ শতাব্দীর যুগশ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, হাত দু'টিকে শুধুমাত্র বুকের উপর রাখবে। পুরুষ ও মহিলা এক্ষেত্রে সমান (বিধান)। আর বুকে ছাড়া অন্য স্থানে হস্তদ্বয় স্থাপনের হাদীস দুর্বল অথবা ভিত্তিহীন।[২২৬]

তাউস (রহঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতেন, অতঃপর উভয় হাত বুকের উপর বাঁধতেন।[২২৭] এ ছাড়া এ ব্যাপারে সহীহুল বুখারীতে এসেছে, সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, [রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে] লোকদেরকে ডান হাত বাম যেরার উপর রাখার নির্দেশ দেয়া হতো।[২২৮] আরবী ভাষায় যেরা বলা হয় হাতের "কুনুই হতে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত" অংশকে।[২২৯] সুতরাং এক হাতের যেরা অপর হাতের যেরার উপর রাখতে হলে অবশ্যই হাত বুকে বাঁধতে হবে।

---

[২২২] শারহে বিকায়াহ্‌ ১ম খণ্ড, ১৪৩ পৃঃ, ১১নং টীকা।
[২২৩] যাদুল মা'আদ- ১ম খণ্ড, ২০২ পৃঃ ও সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্‌- ১ম খণ্ড, ৬৪ পৃঃ।
[২২৪] সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্‌- ১ম খণ্ড, ২৪৩ পৃঃ ও বুলূগুল মারাম ৮২ পৃঃ
[২২৫] নায়লুল আওতার ২য় খণ্ড, ১৮৯ পৃঃ।
[২২৬] সিফাতু সালাতুন্নাবী ﷺ ৮৮ পৃঃ
[২২৭] আবূ দাউদ, মারাসীল ৬ পৃঃ
[২২৮] সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড, ১০২ পৃঃ, ই. ফা. হাঃ ৭০৭, মিশকাত ৭৫ পৃঃ
[২২৯] সহীহ মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৩৯ পৃঃ

সালাতরত অবস্থায় দৃষ্টিপাতের স্থান

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তিনি মাথা নত করতেন এবং জমিনের দিকে দৃষ্টি রাখতেন।[২৩০] অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতে, বিশেষ করে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।[২৩১] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন : হে আনাস! যেখানে তুমি সিজদা দিবে সে জায়গাতেই তোমার দৃষ্টি রাখবে।[২৩২] নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বসা অবস্থায় ডান হাতের আঙ্গুলের ইশারার দিকে দৃষ্টি রাখতেন।[২৩৩]

হাত বাঁধার পর কি পড়তে হবে?

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকবীর তাহরীমা বলার পর কিরআতের পূর্বে একটু চুপ থাকতেন। তাই আমি তাঁকে এ চুপ থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : তখন আমি এ দু'আটি পড়ি :

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা- বা-'আদ্তা বাইনাল্ মাশ্রিক্বি ওয়াল্ মাগ্রিব। আল্লা-হুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাতা-ইয়া কামা য়ূনাক্কাস্ সাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ্ দানাস। আল্লা-হুম্মাগ্সিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াস্সালজি ওয়াল বারাদ।[২৩৪]

---

[২৩০] বায়হাক্বী, হাকিম-সহীহ, সিফাতু সালাতিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৮৯ পৃঃ।

[২৩১] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৮৯ পৃঃ।

[২৩২] বায়হাক্বী, মিশকাত ৯১ পৃঃ। সমর্থক হাদীসের আলোকে আমল যোগ্য। দ্রঃ তাহক্বীক্ব মিশকাত- ১/৩১১ পৃঃ টীকা (২)।

[২৩৩] যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড, ২৬৫ পৃঃ।

[২৩৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৪৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৯৮, আবূ দাউদ হাঃ ৭৮১, নাসায়ী হাঃ ৮৯৫, নায়লুল আওত্বার- ২য় খণ্ড, ১৯১ পৃঃ ও মিশকাত ৭৭ পৃঃ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহর মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি কর যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছ। হে আল্লাহ! আমার পাপ ও ভুলত্রুটি হতে আমাকে এমনভাবে পাক পবিত্র কর যেমন ভাবে সাদা বস্ত্র ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার যাবতীয় পাপ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও।

উক্ত দু'আটি নবী ﷺ ফরয সালাতে পড়তেন।[২৩৫] এ দু'আটিকে দু'আয়ে ইস্‌তিফ্‌তা-হ ও সানা বলা হয়। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী তাঁর "সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ" গ্রন্থে এ দু'আটি সর্বপ্রথম, অতঃপর আরো ১১টি দু'আ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে নিম্ন দু'আটিও রয়েছে (তবে তাহাজ্জুদ ও নফল সলাতে পড়তেন) :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবা-রাকাস্‌মুকা ওয়া তা'আ-লা জাদ্দুকা ওয়ালা- ইলা-হা গাইরুকা।[২৩৬]

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম মহিমান্বিত, আপনার সত্তা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত আর আপনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন উপাস্য নেই।

"আ'উযুবিল্লা-হ" ও "বিস্‌মিল্লা-হ" পাঠের নিয়ম

আবূ সা'ঈদ আল্ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (ﷺ) সালাতে দাঁড়িয়ে ইস্‌তিফ্‌তাহ্ (সানা) পড়ার পর পড়তেন :

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهٖ وَنَفْخِهٖ وَنَفْثِهٖ.

---

২৩৫ সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৪৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৯৮, সহীহ সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ ৯১ পৃঃ।
২৩৬ আবূ দাউদ হাঃ ৭৭৫, তিরমিযী হাঃ ২৪২, হাকিম, সহীহ সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ ৯৩ পৃঃ।

উচ্চারণ : আ'উযুবিল্লা-হিস্ সামী'ইল 'আলীম মিনাশ্ শায়ত্বা-নির রাজীম মিন হাম্যিহী ওয়া নাফ্খিহী ওয়া নাফ্সিহী।

অর্থ : সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা আল্লাহর নিকট শয়তানের কুমন্ত্রণা, ফুঁৎকার ও প্ররোচনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন : এ সম্পর্কিত এই হাদীসটি অধিক প্রসিদ্ধ। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন : ইহা কেবল সালাতের প্রথম রাক্'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে বলতে হবে।[২৩৭]

উল্লেখ্য যে, ফরয, সুন্নাত, নফল প্রভৃতি সালাতের শুধু প্রথম রাক্'আতে নবী ﷺ সানা ও আ'উযুবিল্লাহ পড়তেন, আর বাকী রাক্'আতগুলোতে পড়তেন না।[২৩৮] অতঃপর তিনি (ﷺ) বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা প্রতি রাক্'আতে পড়তেন।

সূরা ফাতিহা পাঠের নিয়ম

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূরা ক্বিরাআত সম্পর্কে উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিটি আয়াত পৃথক পৃথক করে পাঠ করতেন। যেমন :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তারপর থামতেন, আবার পড়তেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ তারপর থামতেন, আবার পড়তেন اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তারপর থেমে আবার পড়তেন مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এভাবে থেমে থেমে পাঠ করতেন-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ ○

[২৩৭] আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসায়ী, নায়লুল আওত্বার- ২য় খণ্ড, ১৯৭-১৯৮ পৃঃ।
[২৩৮] সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৯৯, মিশকাত ৭৮ পৃঃ।

উচ্চারণ : (১) বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। (২) আল হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন। (৩) আর্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম। (৪) মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন (৫) ইয়্যা-কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্‌তা'ঈন। (৬) ইহ্‌দিনাস্ সিরা-ত্বাল্ মুস্‌তাকীম। (৭) সিরা-ত্বাল্লাযীনা আন্ 'আম্‌তা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগ্‌যূবি 'আলাইহিম, ওয়ালায্‌য-ল্লীন। (আ-মীন)[২৩৯]

অর্থ : (১) পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি (২) যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, যিনি বিশ্ব জগতের পালনকর্তা। (৩) যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু। (৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৫) আমরা একমাত্র তোমারই 'ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (৬) আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও। (৭) সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নি'আমত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের উপর গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (হে আল্লাহ! কবূল করুন)।

হাদীসে কুদসীতে এসেছে আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বান্দা যখন সালাতে সূরা ফাতিহার আয়াতগুলো পাঠ করে তখন আল্লাহ্ প্রতিটি আয়াতের পিছনে জবাব দেন।[২৪০]

উক্ত হাদীসগুলোতে প্রমাণিত হয় যে, সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পড়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে সূরা ফাতিহা। তাই যারা থেমে থেমে না পড়ে একটানে বা ২/৩ টানে পড়ে শেষ করে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের বিরোধিতা এবং আল্লাহ তা'আলার জওয়াব দেয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে তাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সন্তুষ্টি আশা করা যায় না।

---

[২৩৯] আহমাদ হাঃ ২৬৫৮৩, আবূ দাউদ হাঃ ৪০০১, ইরউয়া হাঃ ৩৪৩,

[২৪০] সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৯৫, মিশকাত ৭৮ পৃঃ।

সূরা ফাতিহা পড়া সম্পর্কিত কতিপয় মাস্‌আলা

ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী সকলের জন্য যে কোন সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ছাড়া কোন সালাতই হবে না

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

সাহাবী 'উবাদাহ্ বিন সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "ঐ ব্যক্তির সালাত নেই (হবে না) যে (সালাতে) সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।"[২৪১]

এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণা অনুযায়ী ইসলামী শরীয়তে অতি গুরুত্বপূর্ণ সালাত নামের 'ইবাদাত– তা ফরয, নফল, ঈদ ও জানাযা যা-ই হোক না কেন, মুক্তাদী, ইমাম বা একাকী যে কোন অবস্থায় সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, কারণ সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সালাতই হবে না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না ঐ সালাত যথেষ্ট বা বৈধ হয় না।[২৪২]

---

[২৪১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৫৬ (ই. ফা. হাঃ ৭২০), সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৯৪, মিশকাত, বাংলা হাঃ (৭৬৫), আবূ আওয়ানাহ্ ২/১২৪,১২৫,১৩৩ পৃঃ, মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বাহ ১/১৪৩ পৃঃ, আবূ দাউদ হাঃ (৮২২), নাসায়ী- ১/১৪৫ পৃঃ, তিরমিযী- ২/২৫ পৃঃ, সুনানে দারিমী- ১/২৮৩ পৃঃ, সুনানে ইবনে মাজাহ হাঃ (৮৩৭), ইবনুল জারূদ হাঃ (৯৮), দারাকুতনী হাঃ (১২২), কিতাবুল উম্ম- ১/৯৩ পৃঃ, তাবারানী সাগীর হাঃ (৪২), বায়হাক্বী- ২/৩৮, ১৬৪, ৩৭৪, ৩৭৫ পৃঃ, মুসনাদে আহমাদ- ৫/৩১৪, ৩২১, ৩২২ পৃঃ ইত্যাদি।

[২৪২] সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্- ১ম খণ্ড, ১৪৬-১৪৮ পৃঃ; দারাকুতনী- সহীহ, নায়লুল আওত্বার ২য় খণ্ড, ৬৬১ পৃঃ; তিরমিযী হাঃ ২৪৭- সহীহ।

সহীহ ইবনু হিব্বান-এর বর্ণনায় এসেছে,

قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِيْمَامِ؟ قَالَ اِقْرَأْ مِنْ نَفْسِكَ.

বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি ইমামের পিছনে থাকি? তিনি বললেন, তবুও তুমি মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়।[২৪৩]

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

সাহাবী 'উবাদাহ্ বিন সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ এর পিছনে ফজরের নামায পড়লাম। নামাযে তাঁর ক্বিরাআত ভারি মনে হল, নামায হতে অবসর হয়ে (তিনি ﷺ) জিজ্ঞেস করলেন : মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে থাকা অবস্থায় কিরআত পাঠ কর? আমরা বললাম : হ্যাঁ পাঠ করি। নবী ﷺ বললেন : তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করো না, কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার নামায হয় না।[২৪৪]

নবী ﷺ যেখানে নিজে ইমাম এবং সাহাবীগণ মুক্তাদী, আর তাঁরা এমন নামায আদায় করলেন যার ক্বিরাআত ছিল স্বরবে; সে অবস্থাকে কেন্দ্র করে বিশ্বনবী ﷺ এর ফায়সালা : সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করতেই হবে, তা ছাড়া নামাযই হবে না। অতএব এখানে কোন অস্পষ্টতা ও দ্বিমতের অবকাশ নেই।

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা 'আবদুল হাই লাক্ষ্নৌভী হানাফী (রহঃ) মুয়াত্তা মুহাম্মাদের টীকায় লিখেছেন : হানাফীরা যে

---

[২৪৩] সহীহ ইবনু হিব্বান হাঃ ২৪০।

[২৪৪] আহমাদ হাঃ ২২৭৪৬, আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ ইবনে হিব্বান ১৭৮৯, (হাসান) বুলূগুল মারাম পৃঃ ৭৩, হাঃ ২৭৯, মিশকাত হাঃ ৮৫৪ (৮১ পৃঃ)।

ইজমার দাবী করে তা প্রত্যাখ্যাত, বাতিল। তিনি আরো বলেছেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন, হানাফীরা এ সম্পর্কে যা কিছু প্রচার করে তার কতগুলো একেবারেই ভিত্তিহীন-বানোয়াট অথবা সনদের দিক দিয়ে আদৌ সহীহ বলে গণ্য নয়।[২৪৫]

সুতরাং গোঁড়ামী বাদ দিয়ে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করে সালাত আদায় করা উচিত। আল্লাহ সকলকে এ সুমতি দান করুন। আমীন!

'আমীন' বলার ফযীলত ও তাৎপর্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করতেন তখন 'আমীন' বলতেন : যদি তাঁর ক্বিরাআত আওয়াজের সাথে হতো তাহলে 'আমীন'ও সেরূপ হতো এবং পিছনে যারা থাকতেন তাঁরাও 'আমীন' বলতেন।[২৪৬]

সাহাবী ওয়ায়িল ইবনে হুজ্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে *"গাইরিল মাগ্‌যূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্‌য-ল্লীন"* পড়ার পর আওয়াজের সাথে 'আমীন' বলতে শুনেছি।[২৪৭]

তিনি (ﷺ) মুক্তাদীদেরকে বলেন : ইমাম যখন 'আমীন' বলবে তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কেননা যার আমীন বলা ফেরেশতাদের 'আমীন'-এর সাথে মিলে যায় তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[২৪৮] সুতরাং 'আমীন' বলার ফযীলাত যে কত বড় তা গভীরভাবে অনুধাবন করা উচিত। কিন্তু সঠিক নিয়ম হল, ইমামের 'আমীন' শুনে

---

[২৪৫] সালাতু রাসূলিল্লাহ ১৪৮ পৃঃ।

[২৪৬] আবূ দাউদ, তিরমিযী, যাদুল মাআদ- ১ম খণ্ড, ২০৭ পৃঃ।

[২৪৭] তিরমিযী হাঃ ২৪৮, সহীহ আবূ দাউদ-হাঃ ৯৩২, দারিমী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮০ পৃঃ সহীহ তাহক্বীক্ব মিশকাত হাঃ ৮৪৫, মুসনাদ আহমাদ হাঃ ১৮৮৪২।

[২৪৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৮০, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪১০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ হাঃ ৫৭০, আবূ দাউদ হাঃ ৯৩৬, তিরমিযী হাঃ ২৫০, নাসায়ী হাঃ ৯২৮, মিশকাত ৭৯ পৃঃ।

মুক্তাদীরা 'আমীন' শুরু করবে, ইমামের আগে নয় এবং পৃথকভাবে পরেও নয়।

সাহাবীদের মধ্যে ইমাম মুক্তাদী সকলেই স্বরব ক্বিরাআতে সজোরে 'আমীন' বলতেন।[২৪৯] তখন থেকে আজ পর্যন্ত আল্লাহর ঘর কা'বা এবং নবী ﷺ-এর মাসজিদ আমীনের আওয়াজে গমগম করছে।

'আমীন' শুনে ইয়াহূদীদের জ্বলন

'আয়িশাহ্ ও ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : তোমাদের সালাম করা ও (সালাতে উঁচু আওয়াজে) 'আমীন' বলাতে ইয়াহূদীদের যত হিংসা হয় আর কোন জিনিসে ওদের অত হিংসা হয় না।[২৫০] সুতরাং ইয়াহূদীর পরিচয় না দিয়ে সহীহ হাদীসের উপর 'আমল করা উচিত।

অন্য ক্বিরাআত বা সূরা পাঠের বিবরণ

সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ, অন্য একটি সূরা বা কুরআনের কিছু আয়াত পড়তেন।[২৫১] যোহর, 'আস্‌র, মাগরিব ও 'ইশার প্রথম দু'রাক্'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়তেন, আর শেষ রাক্'আতসমূহে সূরা ফাতিহার সাথে কখনও অন্য সূরা মিলাতেন আবার কখনও মিলাতেন না।[২৫২] সুতরাং এ দু' নিয়মই তাঁর সুন্নাত। কিন্তু মুক্তাদীগণ ফজর, মাগরিব ও 'ইশার সালাতের জামা'আতে প্রথম দু'রাক্'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করে ইমামের ক্বিরাআত শুনবে।[২৫৩] আর শেষ দু'রাক্'আত তার ইচ্ছাধীন অন্য সূরা মিলাতে পারে, আবার

---

[২৪৯] সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড, ১০৭ পৃঃ, কিতাবুল আযান- ১১১ নং অধ্যায়।

[২৫০] ইবনে মাজাহ হাঃ ৮৫৬ (১ম খণ্ড, ৬২ পৃঃ), সহীহাহ্ হাঃ ৬৯১, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্, সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-১০২ পৃঃ।

[২৫১] কুতুবুস সিত্তাহ।

[২৫২] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ ১১২-১১৩ পৃঃ।

[২৫৩] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪০৪, মিশকাত ৭৯ পৃঃ।

নাও মিলাতে পারে।[২৫৪] আর যোহর ও 'আস্‌রের নামাযে ইমামের পিছনে প্রথম দুই রাক্'আতে সূরা ফাতিহাসহ অন্য একটি সূরা পাঠ করবে।[২৫৫]

যে কোন রাক্'আতে পূর্ণ এক সূরা, সূরার কিছু অংশ বা একাধিক সূরাও একত্রে পড়া যায়। অনুরূপভাবে ক্বিরাআতে সূরার তারতীব ও প্রথম রাক্'আতের চেয়ে দ্বিতীয় রাক্'আতে কম পড়া অপরিহার্য নয় বরং তা ভাল, তবে বেশী পড়লে দোষণীয় নয়।[২৫৬]

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে সুন্নাতী ক্বিরাআত

সূরা ফাতিহা পাঠের পর সালাতে কুরআনের যে কোন জায়গা থেকে ইচ্ছামত যে কোন সূরা বা আয়াত পড়া যেতে পারে। কিন্তু নবী ﷺ কোন কোন সালাতে কিছু বিশেষ বিশেষ সূরা পাঠ করেছেন। যাকে মাসনুন বা সুন্নাতী ক্বিরাআত বলে। রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের মহব্বতে আমরাও যদি ঐ সূরাগুলো পড়ার চেষ্টা করি তাহলে বেশি সাওয়াব পাব, ইন্‌শা-আল্লাহ। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে যে সব মাস্‌নূন ক্বিরাআত পাওয়া যায় নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হল :

ফজরের সালাতে ক্বিরাআত

নবী ﷺ ফজরের সালাতে কখনো সূরা ক্বাফ অথবা অনুরূপ সূরা পড়তেন, কখনো ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾, আবার কখনো সূরা মুনাফিকূন এর কিছু অংশ পড়তেন।[২৫৭] তিনি সফরে সূরা নাস এবং ফালাক্বও পড়েছেন।[২৫৮] তিনি (ﷺ) একবার দু'রাক্'আতেই ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ সূরাটি পড়েন।[২৫৯] আবার ফজরের সুন্নাতের ১ম রাক্'আতে

---

[২৫৪] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, বায়হাক্বী ২য় খণ্ড, ৬২-৬৪ পৃঃ।

[২৫৫] ইবনে মাজাহ্ হাঃ ৮৪৩, সহীহ, ইরওয়া হাঃ ৫০৬।

[২৫৬] সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড, ১০৬-১০৭ পৃঃ

[২৫৭] সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ

[২৫৮] আহমাদ হাঃ ১৭৩৯২, আবূ দাঊদ হাঃ ১৪৬২, নাসায়ী হাঃ ৫৪৩৬, মিশকাত ৮০ পৃঃ- সহীহ।

[২৫৯] আবূ দাঊদ হাঃ ৮১৬, মিশকাত ৮০ পৃঃ সহীহ।

﴾قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا﴿ (সূরা বাক্বারাহ্ আয়াত-১৩৬) আর ২য় রাক্'আতে ﴾قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ﴿ (সূরা আ-লি 'ইমরান আয়াত-৬৪) পড়তেন।[২৬০]

সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : আমি কতবার যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ফজর এবং মাগরিবের সুন্নাতে সূরা কা-ফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়তে শুনেছি তার কোন হিসাব নেই।[২৬১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমু'আর দিন ফজর সালাতের ১ম রাক্'আতে সূরা সাজদাহ ও ২য় রাক্'আতে সূরা দাহার পড়তেন।[২৬২]

যোহর ও 'আস্র সালাতের ক্বিরাআত

সাহাবী জাবির ইবনে সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : নবী (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যোহরের সালাতে সূরা ﴾سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى﴿ এবং কখনো ﴾وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى﴿ পড়তেন। আর 'আস্রের সময় ঐরূপই করতেন।[২৬৩] কখনো সূরা বুরূজ ও সূরা তারিক পড়তেন।[২৬৪] কখনো তিনি সূরা সাজদার মতো লম্বা ক্বিরাআত পড়তেন অথবা ৩০টির মতো আয়াত পড়তেন। তখন 'আস্রের সময় এর অর্ধেক পড়তেন।[২৬৫] আবার যখন যোহরের ক্বিরাআত খুব দীর্ঘ হতো না তখন 'আস্রের ক্বিরাআতও ঐরূপ হতো।[২৬৬]

মাগরিব সালাতের ক্বিরাআত

মাগরিবের সালাতে কখনো তিনি (সাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা তূর, কখনো সূরা মুরসালাত পড়তেন।[২৬৭] আবার কখনো সূরা দুখা-ন পড়তেন।[২৬৮]

---

[২৬০] সহীহ মুসলিম হাঃ ৭২৭, মিশকাত ৮০ পৃঃ।

[২৬১] তিরমিযী হাঃ ৪৩১, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ১১৬৬, মিশকাত ৮১ পৃঃ- সহীহ।

[২৬২] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮৯১, সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৮০, মিশকাত- ২০৮ পৃঃ।

[২৬৩] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৫৯, মিশকাত ৭৯ পৃঃ

[২৬৪] যাদুল মাআদ ১/২১০ পৃঃ আবূ দাঊদ, তিরমিযী-সহীহ।

[২৬৫] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৫২, মিশকাত– ৭৯ পৃঃ।

[২৬৬] যাদুল মাআদ ১ম খণ্ড ২১০ পৃঃ।

[২৬৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩০৫০, ৪৪২৯, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ।

কখনো তিনি (ﷺ) সূরা সা-ফ্‌ফা-ত, কখনো সূরা আ'লা-, কখনো সূরা তীন, কখনো সূরা নাস ও ফালাক্ব এবং কখনো কিসারে মুফাস্‌সাল (শেষ ১৮টি সূরা) থেকে পড়তেন।[২৬৯]

'ইশার সালাতের ক্বিরাআত

সাহাবী বারা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : আমি নবী (ﷺ)-কে 'ইশার সালাতে সূরা তীন পড়তে শুনেছি।[২৭০] তিনি (ﷺ) সূরা আশ্‌ শামস্‌, সূরা ওয়াল্‌ লায়ল, সূরা আ'লা- ও সূরা 'আলাক্ব পড়ার জন্য মু'আয বিন জাবাল (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-কে নির্দেশ দেন।[২৭১]

জুমু'আহ্‌ ও ঈদের সালাতে ক্বিরাআত

তিনি (ﷺ) জুমু'আর সালাতে সূরা জুমু'আহ্‌ ও মুনাফিকূন সূরাদ্বয় পড়তেন এবং সূরা আ'লা- ও গা-শিয়াহ্‌ পড়তেন। ঈদের সালাতে তিনি (ﷺ) সূরা ক্বাফ ও সূরা আম্বিয়া পড়তেন, অথবা সূরা আ'লা- ও গা-শিয়াহ্‌ পড়তেন; আর এ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই তিনি আল্লাহর সাক্ষাত লাভ (মৃতবরণ) করেন।[২৭২] এমনকি একই দিনে ঈদ ও জুমু'আহ্‌ হলেও তিনি (ﷺ) উভয় সালাতে সূরা আ'লা- ও গা-শিয়াহ্‌ পড়তেন।[২৭৩]

বিত্‌র সালাতের ক্বিরাআত

তিনি (ﷺ) বিত্‌র সালাতে প্রথম রাক্‌'আতে সূরা আ'লা, ২য় রাক্‌'আতে সূরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাক্‌'আতে সূরা ইখলাস পড়তেন।[২৭৪]

---

[২৬৮] নাসায়ী, মিশকাত ৭৯-৮২ পৃঃ, হাসান।
[২৬৯] যাদুল মা'আদ ১/ ২১১ পৃঃ
[২৭০] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৫৪৬, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ।
[২৭১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭০৫, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৬৫, মিশকাত ৭৯।
[২৭২] যাদুল মা'আদ ১/ ২১২ পৃঃ।
[২৭৩] সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৭৮, মিশকাত ৮০ পৃঃ।
[২৭৪] নাসায়ী হাঃ ১৬৯৯, তিরমিযী হাঃ ৪৬১, হাকিম, সহীহ-তাহক্বীক্ব মিশকাত-১/৩৯৭ পৃঃ, হাঃ ১২৬৯।

রফউল ইয়াদাঈন বা দু'হাত তোলার বিবরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ক্বিরাআত শেষ করতেন তখন একটু দম নিতেন, তারপর তিনি দু'হাত তুলতেন যেমন তাকবীর তাহ্‌রীমার সময় তুলেছিলেন। তারপর *'আল্লা-হু আক্‌বার'* বলে রুকূ'তে যেতেন।[২৭৫]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا.

'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন, রুকূ'তে যেতেন এবং যখন রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন তখন দু'হাত কাঁধ বরাবর তুলতেন।[২৭৬] সাহাবী আবূ হুমায়দ আস্ সা'ইদী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তৃতীয় রাক্'আতের জন্য দাঁড়াতেন তখনও দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন।[২৭৭] সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত উল্লেখিত মুহূর্তগুলোতে দু'হাত তুলতেন।[২৭৮]

মহানবী ﷺ-এর প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার সাহাবী ছিলেন : তাদের সম্পর্কে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ সহীহুল বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার আল্ আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : একমাত্র 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'উদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ছাড়া সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম দু'হাত তুলতেন।[২৭৯] 'আবদুল্লাহ ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) যখন কাউকে রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুকূ' থেকে মাথা তুলার সময় দু'হাত না তুলতে দেখতেন, তখন তাকে পাথর ছুঁড়ে মারতেন।[২৮০]

---

[২৭৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৫৭, সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৯৭, মিশকাত- বাংলা হাঃ ৭৩৯।
[২৭৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৩৫, সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৯০ (১ম খণ্ড, ১৮৬ পৃঃ)।
[২৭৭] আবূ দাউদ হাঃ ৭৩০, দারিমী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৭৬ পৃঃ, হাঃ ৮০১- সহীহ।
[২৭৮] বায়হাক্বী, তালখীসুল হাবীর ৮১ পৃঃ, নাসবুর রায়াহ- ১/৪১০ পৃঃ; আদ্ দিরায়াহ ৮৫ পৃঃ।
[২৭৯] ফাতহুল বারী- ২/২৫৭ পৃঃ।
[২৮০] ফাতহুল বারী- ২/২৮৫ পৃঃ।

দু'হাত তুলাতে নেকী

আল্লামা আইনী হানাফী (রহঃ) লিখেছেন : 'উকবাহ্ বিন 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– রফউল ইয়াদাইন (দু'হাত তোলা) সালাতের সৌন্দর্যের মধ্যে একটি শোভা, ফলে প্রত্যেকবার উত্তোলনের বদলে দশটি করে নেকী অর্থাৎ প্রত্যেক আঙ্গুলের বদলে একটি করে নেকী আছে।[২৮১]

তাই দু'হাত তুলাতে যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪ রাক্'আতে ৫০, ৮০ ও ১০০টি বাড়তি সওয়াব পাওয়া যায়। এভাবে দিনে ফরয সালাতে ৪৩০টি বাড়তী নেকী পাওয়া সম্ভব। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

দু'হাত না তোলার পক্ষে অবান্তর কথা ও বাতিল হাদীস

কতক ব্যক্তি সহীহ হাদীসের উপর আমল না করার অযুহাতে মিথ্যা ও বানোয়াট কথার আশ্রয় নিয়ে বলে যে, ইসলামের প্রথম যুগে পুতুলপূজারী নও মুসলিমরা সালাতের সময়ও বগলে পুতুল নিয়ে আসতো, কিংবা মুনাফিক্বরা অস্ত্র নিয়ে আসতো; তাই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে রুকূ'তে যাবার ও রুকূ' হতে মাথা তোলার সময় দু'হাত তুলতে বলেছিলেন। এসব কথা কোন হাদীসে তো দূরের কথা এমনকি ইতিহাসেও প্রমাণহীন। বরং মিথ্যাবাদীদের এসব অপলাপ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কি হতে পারে? (নাউযুবিল্লাহ)। সাবধান! এ অপবাদই জাহান্নামী হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেবলমাত্র তাক্বীরে তাহ্রীমার সময় ১ বার দু'হাত তুলতেন।[২৮২] কিন্তু এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) নিজেই বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়।[২৮৩] তেমনি মোল্লা 'আলী কারী হানাফী (রহঃ) বলেন : সালাতে রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুকূ' হতে উঠার সময় দু'হাত না তুলা সম্পর্কে

---

[২৮১] ওমদাতুল কারী- ৫/২৭২ পৃঃ ও সিফাতু সালাতিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পৃঃ ১২৮ টীকা (৬)।

[২৮২] আবূ দাউদ, মিশকাত ৭৭ পৃঃ।

[২৮৩] মিশকাত ৭৭ পৃঃ।

যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই বাতিল। তন্মধ্যে একটিও সহীহ নয়– যেমন ইবনে মাস্‌'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস।[২৮৪]

লক্ষণীয় যে, হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা আইনী হানাফী (রহঃ) রুকূ'তে যাওয়ার আগে দু'হাত তুলার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে লিখেছেন : ইমাম আবূ হানীফা হতে বর্ণিত যে, তা (রফউল ইয়াদাইন) ত্যাগ করলে গুনাহ হবে।[২৮৫] অতএব প্রতিটি মুসলিমের উচিত, অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখে গোঁড়ামী ও মিথ্যার আশ্রয় বাদ দিয়ে সহীহ হাদীসের উপর আমল করা। আল্লাহ তাওফীক দিন। আমীন।

রুকূ' কীভাবে করতে হবে

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন রুকূ' করতেন তখন দু' হাত দিয়ে হাঁটুদ্বয় মযবুত করে ধরতেন, পিঠ সোজা রাখতেন।[২৮৬] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পিঠ এতো সোজা রাখতেন যে, তাতে পানি রাখা হলে তা স্থির থাকতো।[২৮৭] মাথা উঁচু করতেন না এবং নীচুও করতেন না বরং কোমর ও পিঠ বরাবর রাখতেন।[২৮৮] হাত দু'টো পাঁজর থেকে ধনুকের রশির মতো সোজা করে রাখতেন।[২৮৯] এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁকা করে রাখতেন।[২৯০]

রুকূ'র দু'আসমূহের বিবরণ

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাঁর "সিফাতু সালাতুন্নাবী" নামক কিতাবে বলেন : রুকূ'র দু'আ সম্পর্কিত

---

[২৮৪] মাউযূ'আতে কাবীর ১১০ পৃঃ, আইনী তুহফা ১/১৩১ পৃঃ।
[২৮৫] ওমদাতুল কারী- দারুল ফিকর ছাপা, ৫/২৭২ পৃঃ ও আইনী তুহফা- ১/১৩১ পৃঃ।
[২৮৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮২৮, সহীহ মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃঃ, হাঃ ৭৯২।
[২৮৭] ত্বাবারানী কাবীর, আবূ ইয়ালা, মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ- ২/১২৩ পৃঃ।
[২৮৮] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৯৮, মিশকাত ৭৫ পৃঃ।
[২৮৯] আবূ দাউদ হাঃ ৭৩৪, মিশকাত ৭৬ পৃঃ, হাঃ ৩০০। (সহীহ)
[২৯০] হাকিম হাঃ ৮১৪, বুলূগুল মারাম ৭৯ পৃঃ। (সহীহ)

হাদীসগুলো একত্র করলে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ'তে প্রায় ৭ ধরনের তাসবীহ/দু'আ পড়েছেন। তন্মধ্যে ৩টি প্রসিদ্ধ তাসবীহ/দু'আ উল্লেখ করা হল :

১। সাহাবী হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ'তে পড়তেন :

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ : সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল 'আযীম

অর্থ : আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[২৯১]

২। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন : কুরআনের (সূরা আন্ নাস্‌র এর) নির্দেশ অনুসারে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ' ও সিজদায় এ দু'আটি খুব বেশী করে পড়তেন :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- ওয়াবি হাম্‌দিকা আল্লা-হুম্মাগ্‌ ফিরলী।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, অতএব হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর।[২৯২]

৩। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ' ও সিজদায় পড়তেন–

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

উচ্চারণ : সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-য়িকাতি ওয়ার্‌রূহ।

অর্থ : আমাদের এবং সমস্ত ফেরেশতা ও জিবরীলের প্রতিপালক অত্যন্ত পুত-পবিত্র।[২৯৩]

---

[২৯১] তিরমিযী হাঃ ২৬২, আবূ দাউদ হাঃ ৮৭৪, নাসায়ী হাঃ ১০৬৯, মিশকাত- ৮২ পৃঃ। (সহীহ)
[২৯২] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৯৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৮৪, মিশকাত ৮২ পৃঃ।
[২৯৩] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৮৭, মিশকাত ৮২ পৃঃ।

উক্ত তাসবীহসমূহের ঊর্ধ্বতম কোন সীমা নির্ধারিত নেই এবং বেজোড় হওয়াও শর্ত নয়। তবে সর্বনিম্ন ৩ বার পড়লে রুকূ' ও সিজদাহ এর তাসবীহ পূর্ণ হয়ে যাবে। এর কমে হবে না।[২৯৪]

রুকূ' সিজদায় চুরি ও তার শাস্তি

সাহাবী আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, মানুষের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট চোর সে ব্যক্তি, যে তার সালাতে চুরি করে। সাহাবীরা (আশ্চর্য হয়ে) জিজ্ঞেস করলেন, সে কীভাবে সালাতে চুরি করে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : সে সালাতের রুকূ' ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করে না।[২৯৫]

শাক্বীক্ব (রহঃ) বলেন : একদা সাহাবী হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একজনকে রুকূ', সিজদা পূর্ণভাবে না করতে দেখে সালাত শেষে তাকে ডাকলেন, অতঃপর বললেন : তুমিতো সালাত আদায় করনি। আমার মনে হয়, তুমি যদি এ অবস্থায় মারা যাও তাহলে তুমি ঐ ধর্মের উপর মরবে না, যে ধর্মে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রয়েছেন।[২৯৬] তাই রুকূ' সিজদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া দরকার। কাকের মতো ঠোকর দেয়া, রুকূ'-সিজদা না করারই সমান। বরং এটা মুনাফিক্বদের নামায।

রুকূ' হতে দাঁড়ানো বা কাওমার দু'আ

ধীরস্থিরভাবে রুকূ'র তাসবীহ পড়া হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ" (**অর্থ** : যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনে জবাব দেন।) বলে রুকূ' থেকে মাথা তুলতেন এবং দু'হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঠাতেন।[২৯৭]

---

[২৯৪] তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্, মিশকাত ৮৩ পৃঃ, সিফাতু সালাতিন্নাবী-১৩২ পৃঃ।

[২৯৫] আহমাদ হাঃ ১১৫৩২, মিশকাত ৮৩ পৃঃ (সহীহ)।

[২৯৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৮৯, মিশকাত ৮৩ পৃঃ।

[২৯৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৩৫, সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৯০, মিশকাত ৭৫ পৃঃ।

অতএব ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী নামায আদায়কারী সকলে অনুরূপভাবে রুকূ' থেকে উঠবে এবং *"সামি'আল্লা-হ...."* ও *"রাব্বানা লাকাল....."* উভয়টাই পাঠ করবে। কারণ নবী ﷺ বলেন : তোমরা সে ভাবে সালাত সম্পাদন কর, যে ভাবে আমাকে সালাত সম্পাদন করতে দেখেছ।"[২৯৮] নবী ﷺ ইমাম ও একাকী সর্বাবস্থায় উভয়টাই পাঠ করতেন, তাই আমরাও উভয়টাই পাঠ করব।[২৯৯]

কাওমা (সোজা হওয়া) অবস্থায় দু'আ সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ১০টি দু'আ উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে ২টি উল্লেখ করা হল :

১। *"সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ"* বলার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- লাকাল্ হাম্‌দু মিল্‌আস্ সামা-ওয়া-তি ওয়া মিল্‌আল আরযি ওয়া মিল্‌আ মা- শি'তা মিন্ শাইয়িম বা'আদ।

অর্থ : হে আমাদের প্রভু আল্লাহ! আসমানসমূহ ও জমিন ভর্তি এবং এরপরে তুমি যা চাও তা ভর্তি একমাত্র তোমারই প্রশংসা।[৩০০] এ দু'আ সকলেই পড়তে পারে, বিশেষভাবে ইমামদের পড়া উচিত।

২। সাহাবী রাফি' (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে কোন সাহাবী এ দু'আ পড়লে :

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ.

উচ্চারণ : রাব্বানা- লাকাল্ হাম্‌দ হাম্‌দান্ কাসীরান ত্বাইয়্যিবান মুবারাকান্ ফীহ্।

---

[২৯৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩১ ও সহীহ মুসলিম, মিশকাত-৬৬ পৃঃ।
[২৯৯] সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ- ১৩৫ পৃঃ, সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ- ১/৩৩৪।
[৩০০] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৭১, মিশকাত ৭৫ পৃঃ।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই জন্য অধিক অধিক পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা।

সালাত শেষে নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন : ঐ সুন্দর কথাগুলো কে বলল? তিনবার জিজ্ঞেস করার পর সাহাবী বললেন : আমি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি ত্রিশের অধিক ফেরেশ্‌তাকে ছুটাছুটি করতে দেখলাম যে, ঐ কথাগুলো (নেকির খাতায়) কে আগে লিখবে।[৩০১]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : নবী ﷺ রুকূ'র পরে দাঁড়িয়ে এত বেশী সময় দু'আ পড়তেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি যেন ভুলে গেছেন।[৩০২] দুঃখের বিষয় আমাদের অনেককে দেখা যায়, রুকূ' থেকে সোজা না হয়ে অমনি সিজদায় চলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সেই লোকের সালাত যথেষ্ট হয় না, যে ব্যক্তি রুকূ' ও সিজদা হতে পিঠ সোজা করে না।[৩০৩]

কীভাবে সিজদায় যাবেন?

কাওমার দু'আ পড়া শেষ হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আল্লা-হু আক্‌বার' বলে সিজদায় যেতেন। সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দু'হাত তারপর দু'হাঁটু মাটিতে রাখতেন।[৩০৪]

সাহাবী আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেছেন : যখন তোমাদের কেউ সিজদায় যাবে– সে যেন উটের মতো না বসে, বরং দু'হাঁটু রাখার পূর্বেই যেন দু'হাত রাখে।[৩০৫]

হাফিয ইবনে হাজার আল্ আসক্বালানী (রহঃ) বলেন : অন্য হাদীসের বিপরীতে প্রথমে দু'হাত রাখার হাদীসটি বেশী সহীহ। কারণ হাদীসের সমর্থনে ইবনে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসটি পাওয়া যায়। যাকে

---

[৩০১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৯৯, সহীহ মুসলিম হাঃ ৬০০, মিশকাত ৮২ পৃঃ।
[৩০২] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৭৩, মিশকাত ৮২ পৃঃ।
[৩০৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৫৭, মুসলিম হাঃ ৩৯৬।
[৩০৪] সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ হাঃ ৬২৭, দারাকুতনী, হাকিম, সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ ১৪০ পৃঃ, ইরওয়া ২/৭৭ পৃঃ।
[৩০৫] আবূ দাউদ হাঃ ৮৪০, নাসায়ী, তিরমিযী, বুলূগুল মারাম ৮১ পৃঃ (সহীহ), তাহক্বীক্ব মিশকাত ২৮২ পৃঃ, সহীহাহ্ ৬/৪৭৮ পৃঃ।

ইবনে খুযায়মাহ্ (রহঃ) সহীহ বলেছেন এবং ইমাম বুখারীও এটাকে তাঁর হাদীস হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৩০৬] সুতরাং এর উপর 'আমলই সুন্নাতের অধিকতর নিকটবর্তী।

সিজদার বিবরণ

হাত অতঃপর হাঁটু রাখার পর তিনি (ﷺ) দু'হাতের তালু মাটিতে বিছিয়ে রাখতেন।[৩০৭] আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে কিবলামুখী করে রাখতেন।[৩০৮] এবং কখনও হাত দু'টি কাঁধ বরাবর, আবার কখনও কান বরাবর রাখতেন। নাক ও কপাল মাটিতে রাখতেন।[৩০৯] অনেকে নাক তুলে রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি তার নাক মাটিতে রাখে না, যেমনভাবে কপাল রাখে– তার সালাতই হয় না।[৩১০] তিনি (ﷺ) হাঁটু ও দু'পায়ের অগ্রভাগ ভালভাবে মাটিতে রাখতেন।[৩১১] আর পায়ের আঙ্গুলগুলো ভাঁজ করে নরমভাবে কিবলামুখী করে রাখতেন।[৩১২] দু'পায়ের গোড়ালি একত্রে ভালভাবে মিলিয়ে রাখতেন।[৩১৩] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি কপাল (নাকসহ), দু'হাতের তালু, দু'হাঁটু, দু'পায়ের অগ্রভাগের উপর সিজদা করতে এবং কাপড় ও চুল জড়িয়ে না রাখতে আদিষ্ট হয়েছি।[৩১৪] তাই উক্ত অঙ্গগুলো সিজদা অবস্থায় অবশ্যই মাটিতে রাখতে হবে– নতুবা সিজদা পূর্ণ হবে না।

তিনি (ﷺ) হাত দু'টি (কব্জি হতে কনুই পর্যন্ত) বিছিয়ে রাখতেন না। বরং জমিন থেকে উপরে উঠিয়ে এবং দু'পার্শ্ব উরু হতে পৃথক করে রাখতেন, ফলে বগলের সাদা অংশ দেখা যেত এবং জমিন থেকে এতটা

---

[৩০৬] বুলূগুল মারাম হাঃ ৩১২ (৮১ পৃঃ)।

[৩০৭] আবূ দাউদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-১৪০।

[৩০৮] আবূ দাউদ, ইবনে খুযায়মাহ্, বায়হাক্বী-(সহীহ) সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-১৪১ পৃঃ।

[৩০৯] আবূ দাউদ হাঃ ৭৩৪, তিরমিযী হাঃ ২৭০, নাসায়ী- সহীহ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-১৪১ পৃঃ

[৩১০] দারাকুতনী, ত্বাবারানী সহীহ, সিফাতুস সালাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-১৪২ পৃঃ।

[৩১১] বায়হাক্বী, সহীহ সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-১৪২ পৃঃ।

[৩১২] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮২৮, আবূ দাউদ হাঃ ৭৩২, তিরমিযী, সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-১৪২ পৃঃ।

[৩১৩] তাহাবী, ইবনে খুযায়মাহ্ হাঃ ৬৫৪, সহীহ সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-১৪২ পৃঃ।

[৩১৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮১২, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৯০, সহীহ সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-১৪৩ পৃঃ।

দূরে থাকতো যে, কোন বকরীর বাচ্চা ইচ্ছা করলে পেটের নিচ দিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারত।[৩১৫]

সিজদার দু'আসমূহের বিবরণ

সাহাবী আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : বান্দা তার রবের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয় সিজদা করার সময়, তাই সিজদাহ অবস্থায় বেশী বেশী দু'আ কর।[৩১৬]

সিজদার দু'আ সম্পর্কিত হাদীসগুলো একত্রিত করলে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিজদাতে প্রায় ১৩ ধরনের দু'আ পড়তেন। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ দু'আ উল্লেখ করা হল :

১। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল আ'লা-)

অর্থ : আমি আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।[৩১৭]

২ ও ৩। রুকূ'র ২ ও ৩ নং দু'আ দ্রষ্টব্য।

৪। আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিজদায় এ দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهٗ وَدِقَّهٗ وَجِلَّهٗ وَأَوَّلَهٗ وَآخِرَهٗ وَعَلَانِيَتَهٗ وَسِرَّهٗ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যাম্‌বী কুল্লাহূ ওয়া দিক্কাহূ ওয়া জিল্লাহূ ওয়া আও্‌ওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ ওয়া 'আলা- নিয়াতাহূ ওয়া সির্‌রাহ্।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করে দাও– ছোট, বড়, আগের, পরের, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহসমূহ।[৩১৮]

উল্লেখিত দু'আসমূহের যে কোন দু'আ সিজদাতে সর্বনিম্ন ৩ বার আর উর্ধ্বে সম্ভব অনুযায়ী পড়তে পারেন।

---

[৩১৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮০৭, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৯৫, ইবনে মাজাহ– সিফাতু সালাতিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১৪৪ পৃঃ।

[৩১৬] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৮২, মিশকাত-৮৩ পৃঃ

[৩১৭] তিরমিযী হাঃ ২৬২, আবূ দাউদ হাঃ ৮৭১, নাসায়ী হাঃ ১০০৮, মিশকাত ৮৩ পৃঃ। (সহীহ)

[৩১৮] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৮৩, মিশকাত ৮৪ পৃঃ।

রুকূ' ও সিজদায় কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ

'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : সাবধান! আমাকে রুকূ' ও সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকূ'তে তোমরা প্রভুর মহত্ব বর্ণনা কর। আর সিজদায় বেশী বেশী দু'আ কর– যাতে তোমাদের দু'আ কবূল করা হবে।[৩১৯] 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে রুকূ' সিজদা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন।[৩২০]

দু'সিজদার মাঝখানে বসা

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সিজদার দু'আ পড়া শেষ হলে 'আল্লা-হু আক্‌বার' বলে প্রথমে মাথা তুলে তারপর দু'হাত তুলতেন।[৩২১] এবং সোজা হয়ে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসতেন।[৩২২] আর ডান পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলামুখী করে পা খাড়া রাখতেন।[৩২৩]

দু'সিজদার মাঝখানে বসার গুরুত্ব ও দু'আ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'সিজদার মাঝখানে সিজদা সমপরিমাণ বসে থাকতেন।[৩২৪] সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমাদের মাঝে সালাত পড়াতে দেখেছি, তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন দু'সিজদার মাঝে বসতেন তখন মানুষ মনে করত যে, (তিনি দ্বিতীয় সিজদার কথা) ভুলে গেছেন,[৩২৫] কিন্তু আমাদের ইমামগণ ও আমরা যেন বসার কথাই ভুলে যাই, যা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

---

[৩১৯] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৭৯, ১ম খণ্ড, ১৯১ পৃঃ।
[৩২০] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৮০, ১ম খণ্ড, ১৯১ পৃঃ।
[৩২১] আবূ দাউদ, হাকিম (সহীহ), সিফাতু সালাতিন্নাবী-১৫১ পৃঃ।
[৩২২] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, সিফাতু সালাতিন্নাবী-১৫১ পৃঃ।
[৩২৩] সহীহুল বুখারী, নাসায়ী, সিফাতু সালাতিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পৃঃ ১৫১।
[৩২৪] সহীহুল বুখারী, সিফাতু সালাতিন্নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১৫২ পৃঃ।
[৩২৫] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৭৩, আহমাদ, নায়লুল আওত্বার- ১/২৬২ পৃঃ।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'সিজদার মাঝে বসে এই দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির্‌লী, ওয়ার্‌ হাম্‌নী, ওয়াহ্‌দিনী, ওয়া'আ-ফিনী, ওয়ার্‌ যুক্বনী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর, আমাকে হেদায়াত দাও, আমাকে সুস্থ রাখ এবং আমাকে রুযী দাও।[৩২৬]

সাহাবী হুযায়ফাহ্‌ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'সিজদার মাঝখানে বলতেন : رَبِّ اغْفِرْ لِيْ (রাব্বিগ্‌ ফির্‌লী)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।[৩২৭]

দ্বিতীয় সিজদার বিবরণ

ধীরস্থিরে দু'আ পড়ার পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আল্লা-হু আক্‌বার' বলে প্রথম সিজদার নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় সিজদায় যেতেন এবং ধীরস্থিরভাবে সিজদার তাসবীহ/দু'আ পড়ে 'আল্লা-হু আক্‌বার' বলে মাথা তুলতেন, অতঃপর দু'সিজদার মাঝে বসার ন্যায় সোজা হয়ে বসতেন।[৩২৮]

জালসায়ে ইস্তিরা-হাহ্‌ বা আরামের বৈঠক

সাহাবী মালিক বিন হুওয়াইরিস্‌ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সালাত আদায় করতে দেখেছেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সালাতের বিজোড় রাক্‌'আত (অর্থাৎ ১ম ও ৩য় রাক্‌'আত) শেষ করতেন, তখন (২য় ও ৪র্থ রাক্‌'আতের জন্য) ততক্ষণ উঠতেন না, যতক্ষণ না সোজা হয়ে বসতেন।[৩২৯]

---

[৩২৬] তিরমিযী হাঃ ২৮৪, আবূ দাউদ হাঃ ৮৫০, মিশকাত ৮৪ পৃঃ (সহীহ)।

[৩২৭] আবূ দাউদ হাঃ ৮৭৪, নাসায়ী হাঃ ১১৪৫, দারিমী, মিশকাত ৮৪ পৃঃ (সহীহ)।

[৩২৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৫৭, সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৯৭, আবূ দাউদ হাঃ ৮৫৬, মিশকাত ৭৫-৭৬ পৃঃ।

[৩২৯] সহীহুল বুখারী- ১/১১৩ পৃঃ, হাঃ ৮২৩, ই.ফা. হাঃ৭৮৫, মিশকাত ৭৫ পৃঃ, হাঃ ৭৯৬।

এছাড়াও বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হাদীসের গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ১ম ও ৩য় রাক্'আতের ২য় সিজদার পর ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে সোজা হয়ে বসতেন, যাতে প্রতিটি হাড় স্বস্থানে স্থাপিত হয়, অতঃপর পরবর্তী রাক্'আতের জন্য উঠতেন।[৩৩০] আল্লামা ইমাম যায়লা'ঈ হানাফী (রহঃ) বলেন : না বসার পক্ষে সব হাদীসই য'ঈফ (দুর্বল)।[৩৩১] তাই বসাই হল সুন্নাত।

বালিশ ও টেবিলের উপর সিজদা চলবে না

সাহাবী জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক রুগীর পরিচর্যায় গিয়ে তাকে বালিশের উপর সিজদা করতে দেখে বালিশ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তাকে বললেন : যদি তুমি পার তাহলে জমিনের উপর সিজদা কর, অন্যথায় ইশারায় সালাত আদায় কর এবং রুকূ'র চেয়ে সিজদায় একটু বেশী মাথা নিচু কর।[৩৩২]

দ্বিতীয় রাক্'আতের বিবরণ

জালসায়ে ইস্তিরাহার (আরামের বৈঠকের) পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'হাত মাটিতে ভর দিয়ে উঠতেন।[৩৩৩] আবূ ইসহাক্ব, বায়হাক্বী (রহঃ) ও আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন : হাতের উপর ভর দিয়ে উঠার বিপরীতে তীরের মত দাঁড়িয়ে যাওয়ার হাদীসটি জাল (বানোয়াট)। আর অনুরূপ যত হাদীস পাওয়া যায় সবই য'ঈফ (দুর্বল), সহীহ নয়।[৩৩৪] ফাতাওয়া আলমগিরীতে দ্বিতীয় সিজদাহ্ হতে উঠার সময় দু'হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে উঠার নিয়ম সর্বমহলের বক্তব্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৩৫]

---

[৩৩০] মিশকাত ৭৫-৭৬ পৃঃ, নায়লুল আওত্বার- ২/২৬৯ পৃঃ; সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ-১/৩৪৬ পৃঃ।

[৩৩১] নাসবুর রায়াহ ১ম খণ্ড, ৩৮৯ পৃঃ।

[৩৩২] বায়হাক্বী হাঃ ৪৩৫৯- সহীহ, বুলূগুল মারাম ১১৪ পৃঃ।

[৩৩৩] সহীহুল বুখারী ১/১১৪ পৃঃ, হাঃ ৮২৪, ই.ফা. হাঃ ৭৮৬।

[৩৩৪] সিফাতু সালাতিন্নাবী (সাঃ) ১৫৫ পৃঃ, টীকা (২) তামামুল মিন্নাহ-২১০ পৃঃ।

[৩৩৫] সালাতু রাসূলিল্লাহ ১৭৫ পৃঃ।

অতঃপর সাধারণভাবে দাঁড়িয়ে বুকে হাত বেঁধে (সানা ও আ'উযুবিল্লাহ না পড়ে) শুধু বিসমিল্লাহসহ সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়তঃ প্রথম রাক্'আতের মত বাকী সব কিছু আদায় করতে হবে। তবে প্রথম রাক্'আতের চেয়ে দ্বিতীয় রাক্'আতের ক্বিরাআত ছোট হবে।[৩৩৬]

আত্তাহিয়্যাতু বা তাশাহ্হুদ

'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক দু'রাক্'আতে বসে আত্তাহিয়্যাতু বা তাশাহ্হুদ পড়তেন।[৩৩৭] আত্তাহিয়্যাতু এর সময় বসার নিয়ম হল দু'সিজদার মাঝে যেরূপ বসা হয় সে নিয়মে বসা। তবে ৩ ও ৪ রাক্'আত বিশিষ্ট সালাতে প্রথম ২ রাক্'আত পড়ে ঐভাবে বসবে এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়বে।[৩৩৮] প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু শেষে দরূদ পাঠ করবে।[৩৩৯] ৩য় ও ৪র্থ রাক্'আতের সালামের বৈঠককে শেষ বৈঠক বা শেষ তাশাহহুদ বলে।

শাহাদাতে আঙ্গুল তুলার গুরুত্ব ও নিয়ম

শাহাদাত পাঠ যেমন আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের মৌখিক স্বীকৃতি, তেমনি শাহাদাত আঙ্গুল তুলাটাও তাঁর একত্ববাদের বাস্তব স্বীকৃতি। আঙ্গুল তোলার গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শাহাদাত আঙ্গুলটি শয়তানের উপর লৌহের (বর্মের) চেয়েও বেশী কষ্টদায়ক।[৩৪০]

উল্লেখ্য যে, আঙ্গুল তোলা সম্পর্কে কেউ বলেন : *"আশ্হাদু"* বলার সময়, কেউ বলেন, *"ইল্লাল্লা-হ"* বলার সময় আঙ্গুল তুলতে হবে। আর সে অনুসারে তারা আঙ্গুল তুলে আবার টুপ করে নামিয়ে নেয়। মূলতঃ এ

---

[৩৩৬] সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৯৯, মিশকাত ৭৮ পৃঃ, যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড, ২৪২ পৃঃ।

[৩৩৭] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৯৮, মিশকাত ৭৫ পৃঃ।

[৩৩৮] সহীহুল বুখারী ও আবূ দাউদ-সিফাতু সালাতন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-১৫৬ পৃঃ।

[৩৩৯] সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৪৬, আবূ আওয়ানাহ্, তামামুল মিন্নাহ ২২৪ পৃঃ, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ-১/৩৩৯ পৃঃ।

[৩৪০] মুসনাদে আহমাদ হাঃ ৬০০০, মিশকাত ৮৫ পৃঃ, (হাসান) তাহক্বীক্ব মিশকাত হাঃ ৯৭১ পৃঃ।

Contents

সমস্ত কথা তাদের মনগড়া, যার মূলে কোন দলীল নেই।[৩৪১] বরং হাদীসে পাওয়া যায় যে, তিনি (ﷺ) শাহাদাত আঙ্গুল তুলে ইশারা করতেন।[৩৪২] কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আঙ্গুলের ইশারাতে দু'আ করতেন, কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি আঙ্গুল নড়াচড়া করতেন।[৩৪৩] তাই বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে খুযায়মাহ্ ও ইবনে হিব্বান-এর সহীহ হাদীস হতে প্রমাণ করে বলেন যে, তাশাহ্হুদের প্রথম ও শেষ উভয় বৈঠকে শুরু থেকে বৈঠকের শেষ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল তুলে ইশারা ও নড়াচড়া চলতে থাকবে। ইহাই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত সুন্নাত। আর আঙ্গুল ফেলে রাখা ও তুলে নামিয়ে নেয়া প্রমাণহীন এবং সুন্নাত বিরোধী।[৩৪৪] এ সময় নামাযীর দৃষ্টি থাকবে আঙ্গুলের ইশারার দিকে।[৩৪৫]

তাশাহ্হুদের দু'আর বিবরণ

তাশাহ্হুদের হাদীসসমূহ একত্র করলে এ সম্পর্কিত ছয় ধরনের দু'আ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত দু'আটি উত্তম। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আমরা এভাবে তাশাহ্হুদের দু'আ পাঠ করতাম–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণ : আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্ সালাওয়া-তু ওয়াত্ তাইয়্যিবা-ত, আস্সালা-মু 'আলান্নাবিয়্যি ওয়া রাহ্মাতুল্লা-হি ওয়া

---

[৩৪১] সালাতু রাসূলিল্লাহ ১৭৯ পৃঃ।
[৩৪২] সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৭৯, মিশকাত ৮৫ পৃঃ।
[৩৪৩] যাদুল মাআদ ১/১৩৮ পৃঃ।
[৩৪৪] সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ ১৫৮-১৫৯ পৃঃ।
[৩৪৫] সহীহ মুসলিম, নাসায়ী হাঃ ১২৭৫, আবূ আওয়ানাহ- সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ ১৫৮ পৃঃ।

বারাকা-তুহ। আস্‌সালা-মু 'আলাইনা- ওয়া'আলা- 'ইবাদিল্লা-হিস্ স-লিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্‌দুহূ ওয়া রাসূলুহ।[৩৪৬]

অর্থ : মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিকভাবে যাবতীয় দাসত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য খাসভাবে নিবেদিত, নবীর উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক এবং আমাদের ও আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার আর কোন মা'বূদ নেই এবং এ কথাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।

বিঃ দ্রঃ তাশাহ্হুদের দু'আতে রেখা চিহ্নিত অংশ এর পরিবর্তে- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيّ- *"আস্‌সালা-মু 'আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যি"* (হে নবী! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বললেও শুদ্ধ হবে। তবে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় সম্বোধন করা হয়েছিল, আর তা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে। কবর পূজারীরা তাঁকে জীবিত বিশ্বাস করে ইয়ানবী (হে নবী!) বলে ডাকে, এটি এক ভ্রান্ত ও শির্‌কী বিশ্বাস। এ রূপ বিশ্বাস পোষণ করা হারাম। বরং যে সম্বোধনসূচক শব্দগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত, তাই মৌখিকভাবে পড়া যাবে। তবে ভুল ধারণা যাতে না আসে সে জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর اَلسَّلَامُ عَلَي النَّبِيِّ (নবীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) পড়াই উত্তম, যেমন সাহাবীগণ পড়তেন।[৩৪৭] 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা-ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর اَلسَّلَامُ عَلَي النَّبِيِّ পড়ার শিক্ষা দিতেন।[৩৪৮]

---

[৩৪৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬২৬৫, ২/৯২৬ পৃঃ ও ফাতহুল বারী ২/৪০২ পৃঃ।

[৩৪৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬২৬৫, ২/৯২৬ পৃঃ।

[৩৪৮] ইবনে আবী শায়বাহ্- ১/২৯৩ পৃঃ; বায়হাক্বী- ২/১৪৪ পৃঃ; সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ ১৬৪ পৃঃ।

তৃতীয় রাক্‘আতের বিবরণ

৩ ও ৪ রাক্‘আত বিশিষ্ট সালাতে নবী ﷺ ২য় রাক্‘আতের পর তাশাহ্হুদের বৈঠক শেষ করে দু'হাত মাটিতে ভর দিয়ে আল্লাহু আক্‌বার বলে ৩য় রাক্‘আতের জন্য দাঁড়াতেন।[৩৪৯] আর দু'হাত (তাকবীরে তাহরীমার ন্যায়) কাঁধ বা কান পর্যন্ত তুলে তারপর বুকে বাঁধতেন এবং শুধু বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়তেন। তারপর বেশীর ভাগই অন্য ক্বিরাআত না পড়ে (কখনো কখনো অন্য ক্বিরাআত পড়ে) ১ম ও ২য় রাক্‘আতের মত রুকূ‘, সিজদা, জালসাহ প্রভৃতি কাজগুলো সম্পাদন করতেন।[৩৫০]

চতুর্থ রাক্‘আতের বিবরণ

চার রাক্‘আত বিশিষ্ট সালাতে তিনি (ﷺ) তৃতীয় রাক্‘আতের পর সোজা হয়ে বসতেন, অতঃপর দু'হাত মাটিতে ভর দিয়ে *‘আল্লা-হু আক্‌বার’* বলে উঠে দাঁড়াতেন।[৩৫১] তারপর দু'হাত কখনও তুলে, কখনও না তুলে সাধারণভাবে বুকে হাত বেঁধে *বিস্‌মিল্লা-হ* সহ সূরা ফাতিহা পড়তেন। সাথে অন্য ক্বিরাআত কখনো পড়তেন, কখনো পড়তেন না, অতঃপর পূর্বের মত বাকী কার্যসমূহ সম্পাদন করে শেষ তাশাহ্হুদে বসতেন।[৩৫২]

শেষ তাশাহ্হুদে বসার বিশেষ নিয়ম

রাসূলুল্লাহ ﷺ ৩ ও ৪ রাক্‘আত বিশিষ্ট সালাতে শেষ তাশাহ্হুদে যে ভাবে বসতেন তা নিম্নরূপ :

১। বাম পা ডান পায়ের পিণ্ডলীর নিচ দিয়ে ডান দিকে বের করে দিতেন এবং বাম নিতম্বের উপর বসতেন।[৩৫৩] ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে খাড়া রাখতেন।[৩৫৪]

---

[৩৪৯] সহীহুল বুখারী- ১/১১৪ পৃঃ ও সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্- ১/৩৫০ পৃঃ।

[৩৫০] আহমাদ, সহীহ মুসলিম, সিফাতু সালাতিন্নবী ﷺ পৃঃ ১১৩ ও ১৭৮।

[৩৫১] সহীহুল বুখারী– ১/১১৪ পৃঃ, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্– ১/৩৪২ পৃঃ।

[৩৫২] যাদুল মা'আদ– ১/২৪৬ পৃঃ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ ১৭৮ পৃঃ।

[৩৫৩] আবূ দাঊদ হাঃ ৭৩০, দারিমী, তিরমিযী, মিশকাত– ৭৬ পৃঃ। (সহীহ) তাহক্বীক্ব মিশকাত হাঃ ৮০১।

২। কখনো তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'টো পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের উপর বসতেন।[৩৫৫]

৩। আবার কখনো বাম পাকে ডান উরু ও পিণ্ডলীর মাঝখানে রাখতেন এবং ডান পা বিছিয়ে রেখে নিতম্বের উপর বসতেন।[৩৫৬] এই তিন রকমের বসাকে 'তাওয়ার্রুক' বলে।

শেষ বৈঠকে এ তিন নিয়মে বসাই সুন্নাত। তবে প্রথম নিয়মটি বেশী প্রমাণিত ও বলিষ্ঠ।[৩৫৭] এভাবে বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে তারপর দরূদ পড়তে হবে।

সুন্নাতী দরূদের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন তুমি সালাত আদায় শেষ করবে, তখন প্রথমে আল্লাহর যথাযোগ্য তারিফ করবে (অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পড়বে) তারপর আমার ওপর দরূদ পাঠ করবে এবং (শেষে) নিজের জন্য দু'আ করবে।[৩৫৮]

সাহাবী কা'ব ইবনে 'উমারাহ্ বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর আমরা কিভাবে দরূদ পড়ব, তিনি বললেন– বল :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

---

[৩৫৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮২৮, মিশকাত– ৭৫ পৃঃ।
[৩৫৫] আবূ দাঊদ হাঃ ৭৩০, মিশকাত– ৭৬ পৃঃ, (সহীহ) তাহক্বীক্ব মিশকাত হাঃ ৮০১ পৃঃ।
[৩৫৬] সহীহ মুসলিম, হাঃ ১৩০৭।
[৩৫৭] যাদুল মা'আদ- ১/২৪৫-২৪৬ পৃঃ।
[৩৫৮] সহীহ তিরমিযী হাঃ ৩৭২৪, আবূ দাঊদ, নাসায়ী হাঃ ১২৮৪, মিশকাত- ৮৬ পৃঃ। (সহীহ)

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- সল্লাইতা 'আলা- ইব্‌রা-হীমা ওয়া'আলা- আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা- বারাক্‌তা 'আলা- ইব্‌রাহীমা ওয়া'আলা- আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।[৩৫৯]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ('আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর বংশধরের ওপর বরকত নাযিল কর যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম ('আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী।

উল্লেখিত দরূদটি সহীহ হাদীসে প্রমাণিত। অনুরূপ তাঁর (ﷺ) মুখনিঃসৃত দরূদ হল সুন্নাতি দরূদ। এ দরূদ সম্পর্কে তিনি (ﷺ) বলেন : যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন।[৩৬০]

বিদ্'আতী দরূদের বিবরণ

বিদ্'আত ও শির্‌কী 'আক্বীদাহ্ পোষণকারী লোকেরা কতিপয় বিদ'আতী ও শির্‌কী দরূদ তৈরি করেছেন, যেমন– দরূদে তাজ, দরূদে হাযারী, দরূদেলাখী, দু'আয়ে গাঞ্জুল 'আর্‌শ, মি'রাজনামা, দালায়েলুল খায়রাত প্রভৃতি। এগুলো সব মনগড়া বানাওয়াটি দরূদ ও দু'আ। এর মধ্যে অনেক শির্‌কী শব্দ রয়েছে। যা পড়লে পাঠক বিদ'আতী ও মুশরিকে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং বিদ্'আতী দরূদ হতে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে। আল্লাহ বিদ্'আতীদের হিদায়াত দিন, আর আমাদের সকলকে তাঁর রাসূলের সুন্নাত মোতাবেক চলার তাওফীক দিন– আমীন!

---

[৩৫৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩৫৭, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪০৬, মিশকাত- ৮৬ পৃঃ।

[৩৬০] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪০৮, মিশকাত- ৮৬ পৃঃ।

দু'আয়ে মাসুরাহ্ এর বিবরণ

সালাতে আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদ পাঠের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে কতগুলো দু'আ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়– সেগুলোকে দু'আয়ে মাসুরাহ্ বলা হয়। সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিম্নের দু'আটি সাহাবীদেরকে কুরআনের সূরার মত শিক্ষা দিতেন।[৩৬১] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও সালাতে এ দু'আটি পড়তেন।[৩৬২]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন্ 'আযা-বি জাহান্নামা ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাব্‌রি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল্ মাসীহিদ্ দাজ্জা-লি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিত্‌নাতিল্ মাহ্‌ইয়া-য়ি ওয়া ফিত্‌নাতিল্ মামা-ত। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল্ মা'সামি ওয়াল্ মাগরাম।[৩৬৩]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো দাজ্জালের ফিত্‌না থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আরো আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার জীবনের ফিতনা ও বিপর্যয় এবং মৃত্যুর যাতনা হতে। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত গুনাহ ও সব রকমের ঋণের দায় হতে।

আবূ বাক্‌র সিদ্দীক্ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমাকে এমন কোন দু'আ শিক্ষা দিন, যা আমি সালাতে পড়ব, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বলো :

---

[৩৬১] আবূ দাউদ, আহমাদ সহীহ- সিফাতু সালাতিন্নাবী- ১৮৩ পৃঃ।

[৩৬২] সহীহ মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ সিফাতু সালাতিন্নাবী- ১৮৩ পৃঃ।

[৩৬৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮৩২, সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৮৯, মিশকাত- ৮৭ পৃঃ।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালাম্‌তু নাফ্‌সী যুল্‌মান কাসীরাওঁ ওয়ালা- ইয়াগ্‌ ফিরুয্‌যুনূবা ইল্লা- আন্‌তা ফাগ্‌ফির্‌লী মাগ্‌ফিরাতাম মিন্‌ 'ইন্‌দিকা ওয়ার্‌হাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল্‌ গাফূরুর্‌ রাহীম।[৩৬৪]

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউ (ঐ) পাপসমূহ ক্ষমাকারী নেই। অতএব তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

সালাম ফিরানোর নিয়ম

'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : সালাতে কতিপয় জিনিসকে (যেমন কথাবার্তা বলা, এদিক ওদিক চাওয়া ইত্যাদি) হারাম করে দেয় তাকবীরে তাহরীমাহ এবং ঐ হারাম জিনিসগুলোকে আবার হালাল করে দেয় সালাম।[৩৬৫]

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্‌'ঊদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) (আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ, দু'আ মাসূরাহ্‌ পড়ার পর) ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় বলতেন- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ (*আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লা-হ*) অর্থ- (হে মুক্তাদী ও ফেরেশ্‌তাগণ) তোমাদের ওপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। ডানে ও বামে মুখ ফিরানোর সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গালের সাদা অংশ দেখা যেত।[৩৬৬]

তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো ডান দিকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ এর সাথে وَبَرَكَاتُهُ (*ওয়াবারাকা-তুহ্‌*) শব্দটি বেশী করে বলতেন।[৩৬৭]

---

[৩৬৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮৩৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ২৭০৫, মিশকাত- ৮৭ পৃঃ।
[৩৬৫] আবূ দাউদ হাঃ ৬১, তিরমিযী, দারিমী ইবনে মাজাহ, মিশকাত- ৪০ পৃঃ (সহীহ)।
[৩৬৬] আবূ দাউদ হাঃ ৯৯৬, নাসায়ী হাঃ ১৩১৪, ইবনু মাজাহ্‌ হাঃ ৯১৪, মিশকাত- ৮৮ পৃঃ (সহীহ)।
[৩৬৭] আবূ দাউদ হাঃ ৯৯৭, বুলূগুল মারাম- ৮৪ পৃঃ (সহীহ)।

সুতরাং উভয় নিয়মে বলাতে কোন দোষ নেই। সাহাবী আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, 'সালাম' সংক্ষেপে বলা সুন্নাত; এর ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাবি'ঈ 'আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক (রহঃ) বলেন যে, খুব বেশী টান না দিয়ে সংক্ষেপে পড়া সুন্নাত।[৩৬৮]

সালামের পর আল্লাহর যিক্‌র ও দু'আ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামগণ ফরয সালাতের সালামের পর যা পাঠ করতেন তা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের আলোকে নিম্নে আলোচনা করা হল :

১। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাতে সালাম ফিরিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ *(আল্লা-হু আক্‌বার)* উচ্চ আওয়াজে বলতেন। সাহাবী ইবনে 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমি ঐ তাকবীর শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত শেষ হওয়া বুঝতে পারতাম।[৩৬৯] এক তাকবীর ইমাম সাহেব উচ্চ আওয়াজে পড়বেন, আর মুক্তাদী সাধারণ আওয়াজে পড়বে।

২। তারপর তিনবার বলতেন : اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ *(আস্তাগ্‌ফিরুল্লা-হ)* অর্থ : (সালাতের সব ভুল ত্রুটি হতে) আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।[৩৭০]

৩। তারপর এই দু'আ একবার পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আন্‌তাস্ সালা-মু ও মিন্‌কাস্ সালা-মু তাবা-রাক্‌তা ইয়া- যাল্ জালা-লি ওয়াল্ ইক্‌রা-ম।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি উৎসারিত হয়। তুমি বরকতময়! হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী।[৩৭১]

---

[৩৬৮] তিরমিযী- ১/৬৬ পৃঃ।
[৩৬৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮৪২, সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৮৩, মিশকাত- ৮৮ পৃঃ।
[৩৭০] সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৯১, মিশকাত- ৮৮ পৃঃ।

নবী ﷺ উক্ত তিনটি দু'আ কিবলামুখী হয়ে পড়তেন, তারপর ডান বা বাম পাশ হয়ে মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন।[৩৭২] বিশেষ করে কিছু বলার ইচ্ছা করেন। আবার কখনও ডান দিক মুখ করে বসতেন।[৩৭৩]

৪। 'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের সালামের পর নিম্ন দু'আটি পাঠ করতেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর, লা- হাওলা ওয়ালা- কূওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, ওয়ালা- না'বুদু ইল্লা- ইয়্যাহু, লাহুন্ নি'মাতু ওয়ালাহুল্ ফায্লু, ওয়ালাহুস্ সানা-উল হাসান, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখ্লিসীনা লাহুদ্ দীন্, ওয়ালাও কারিহাল্ কা-ফিরূন।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল। কোন অন্যায় ও অনিষ্ট হতে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় নেই এবং কোন সৎ কাজ করারও ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত করি, যাবতীয় নি'আমত/অবদান ও অনুগ্রহ একমাত্র তাঁরই পক্ষ থেকে এবং উত্তম প্রশংসাও তাঁর। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। আমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তাঁর জন্য একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফিরদের নিকট তা অপ্রীতিকর।[৩৭৪]

---

[৩৭১] সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৯১, মিশকাত- ৮৮ পৃঃ।
[৩৭২] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮৪৭, ৮৫২, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪২৬, ৭০৮, তাহক্বীক্ব মিশকাত হাঃ ৯৪৪, ৯৪৬।
[৩৭৩] সহীহ মুসলিম হাঃ ৭০৯, তাহক্বীক্ব মিশকাত হাঃ ৯৪৭।
[৩৭৪] সহীহ মুসলিম হাঃ ১৩৪২।

৫। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মু'আয রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেন, তুমি এ দু'আটি সালাতের পর পড়তে কখনো ছেড়ে দিও না :

رَبِّ أَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

উচ্চারণ : রাব্বি আ'ইন্নী 'আলা- যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি 'ইবা-দাতিক।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার স্মরণ করার, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার এবং তোমার উৎকৃষ্ট 'ইবাদত করার কাজে মদদ কর।[৩৭৫]

৬। মুগীরাহ্ ইবনে শু'বাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরয সালাতের পর এই দু'আ পড়তেন :

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। আল্লা-হুম্মা লা- মা-নি'আ লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা- মু'ত্বিয়া লিমা- মানা'তা ওয়ালা- ইয়ান্‌ফা'উ যাল্‌জাদ্দি মিন্‌কাল্ জাদ্দু।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই। আর তিনি সব কিছুর উপর শক্তিশালী। হে আল্লাহ! তুমি যা দিয়েছ তা রোধ করার কেউ নেই, আর তুমি যা রোধ করেছ তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানদের ধন তোমার আযাবের মুকাবিলায় কোন উপকার করতে পারে না।[৩৭৬]

---

[৩৭৫] আবূ দাউদ হাঃ ১৫০৮, নাসায়ী, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৪১, বুলূগুল মারাম- ৮৫ পৃঃ।

[৩৭৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮৪৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৭১, মিশকাত- ৮৮ পৃঃ।

৭। নবী ﷺ নিম্ন দু'আ পাঠের মাধ্যমে প্রত্যেক সালাতের শেষে আল্লাহর নিকট পানাহ চাইতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ জুব্নি ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল বুখ্লী ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ আর্ যালিল 'উমুরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিত্নাতিদ্ দুন্ইয়া- ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বিল্ ক্বাব্র।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কাপুরুষতা এবং কৃপণতা হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আরো বার্ধক্যের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুনিয়ার ফিতনা ফাসাদ এবং কবরের আযাব হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৭৭]

আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

৮। নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কোন জিনিসই জান্নাতে পৌঁছতে বাধা দিতে পারবে না।[৩৭৮]

﴿اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ﴾

উচ্চারণ : আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম, লা-তা'খুযুহূ সিনাতূ ওয়ালা- নাওম, লাহূ মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা-

---

[৩৭৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩৭০, মিশকাত- ৮৮ পৃঃ।

[৩৭৮] নাসায়ী আমালুল ইয়াউম হাঃ ১০০, ইবনু হিব্বান, সহীহ- বুলূগুল মারাম- ৮৬ পৃঃ, সহীহাহ্ হাঃ ৯৭২।

ফিল আর্‌যি, মান যাল্লাযী- ইয়াশ্‌ফা'উ 'ইন্‌দাহু ইল্লা- বিইয্‌নিহী, ই'য়ালামু মা- বাইনা আইদীহিম ওয়ামা- খাল্‌ফাহুম ওয়ালা- ইউহীতূনা বিশাইয়িম্‌ মিন্‌ 'ইল্‌মিহী ইল্লা- বিমা- শা-আ ওয়াসি'আ কুর্‌সীইউহুস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্‌ আর্‌যা ওয়ালা- ইয়াউদুহু হিফ্‌যুহুমা- ওয়া হুওয়াল 'আলীউল্‌ 'আযী-ম ।[৩৭৯]

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই । যিনি চিরঞ্জীব ও সক্রিয় সংরক্ষক, তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না । আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর জন্য । কে আছে যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? তিনি অগ্র পশ্চাতের সমস্ত কিছু অবগত আছেন । আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তাঁর ইল্‌মের কিঞ্চিতাংশও কেউ আয়ত্ত্ব করতে পারে না । তাঁর কুরসী সমস্ত নভোমণ্ডল ও পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্ত । এ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল-এর রক্ষণাবেক্ষণে তাঁর মোটেই বেগ পেতে হয় না । তিনি বহু উন্নত ও মহান ।

৯ । 'উকবাহ্‌ বিন 'আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে প্রতি সালাতের পর মুয়াব্বিযাত (সূরা ফালাক্ব ও নাস) পাঠ করার নির্দেশ দেন ।[৩৮০]

তিন তাসবীহের ফযীলত

১০ । নবী (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর 'সুব্‌হা-নাল্লা-হ' ৩৩ বার, 'আল্‌ হাম্‌দুলিল্লা-হ' ৩৩ বার, এবং 'আল্লা-হু আক্‌বার' ৩৩ বার, অতঃপর নিম্নের দু'আটি–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর ।

---

[৩৭৯] সূরা আল বাক্বারাহ্‌ ২ : ২৫৫ আয়াত ।

[৩৮০] আহমাদ হাঃ ১৭৪১৭, আবূ দাউদ, নাসায়ী- সহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হাঃ ৯৬৯ ।

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য ও সকল প্রকারের প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

১ বার পাঠ করে সর্বমোট ১০০ বার পূর্ণ করবে, তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়।[৩৮১] তাসবীহ আঙ্গুলে গুণে পড়া সুন্নাত।[৩৮২] এ ছাড়াও আরো অনেক যিক্‌র ও দু'আ রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাতের পর পড়তেন। এটাই হল সুন্নাত। আর না পড়া সুন্নাতের খেলাপ। অতএব ইমাম, মুক্তাদী সকলকে ঐসব যিক্‌র ও দু'আগুলো শিক্ষা করে পাঠ করার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত বিরোধী প্রচলিত সমষ্টিগত মুনাজাত বর্জন করা উচিত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন॥

নারী-পুরুষের সালাতের ভিন্নতা প্রসঙ্গে

নারী-পুরুষ প্রতিটি মুসলিম সালাতের উপযুক্ত হলে সকলেরই সালাত আদায় করা ফরয, ফরযের ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ অবস্থা ছাড়া সাধারণ অবস্থায় পুরুষের মতই যথানিয়মে সালাত আদায় করতে হবে। তবে সালাতের আনুসঙ্গিক কিছু বিষয়ে নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু সালাতের মূল বিষয়গুলোতে কোন পার্থক্য নেই।

নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্যের উল্যেখযোগ্য বিষয়সমূহ :

১। জামা'আতের নির্দেশ : পুরুষদের জন্য জামা'আতে সালাত আদায় করা একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ, পক্ষান্তরে নারীদের ওপর নির্দেশ নয়, তবে জামা'আতে অংশগ্রহণের অনুমতি রয়েছে এবং বাধা দেয়া নিষেধ।[৩৮৩]

[৩৮১] সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৯৭, মিশকাত তাহক্বীক্ব- হাঃ ৯৬৭।
[৩৮২] আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ ইবনু হিব্বান হাঃ ৮৪২, মিশকাত ২০২ পৃঃ, হাসান-তাহক্বীক্ব হাঃ ২৩১৬।
[৩৮৩] সহীহ আবূ দাউদ হাঃ নাঃ ৫৭৬, আল্‌মুহাল্লা-২/১৭০।

২। সতর ঢাকা ও নির্জনতা : পুরুষের সালাতে সতর ঢাকার বিধান নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত এবং দু'কাঁধ, আর ফরয সালাত প্রকাশ্যে মাসজিদে আদায় করবে। পক্ষান্তরে নারীদের সতর সমস্ত শরীর এবং যত নির্জনে ও আড়ালে সালাত আদায় করবে তত ভালো।[৩৮৪]

৩। স্ব-রবে বা আওয়াজের সাথে সূরা ক্বিরাআত ও অন্যান্য পাঠ করা : কিছু সালাত রয়েছে যেগুলোর ক্বিরাআত পুরুষদের স্ব-রবে পাঠ করতে হয় যেমন- মাগরিব, 'ইশা, ফজর ইত্যাদি। কিন্তু নারীদের স্ব-রবে পাঠ করার কোন নির্দেশ নেই।

৪। আযান ও ইক্বামাত : পুরুষদের জামা'আতের উদ্দেশে আযান ও ইক্বামাত দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। পক্ষান্তরে নারীদের আযান ও ইক্বামাতের কোন নির্দেশ নেই। অবশ্য ইক্বামাত দেয়ার অনুমতি রয়েছে।[৩৮৫]

৫। ইমামের স্থান : পুরুষদের জামা'আতে প্রথম কাতারের সামনে মাঝ বরাবর ইমামের একাকী দাঁড়ানোর নিয়ম। পক্ষান্তরে ইমাম নারী হলে নারীদের জামা'আতে প্রথম কাতারের মাঝখানে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে, পুরুষের মতো একাকী নয়।[৩৮৬]

৬। কাতারে একাকী দাঁড়ানো : জামা'আতে পুরুষ মুক্তাদী একাকী দাঁড়ানো নিষেধ, কিন্তু নারীদের জন্য তা বৈধ।[৩৮৭] ইত্যাদি নারী-পুরুষের সালাতে পার্থক্যের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ।

সালাতের মূল বিষয়ে নারী-পুরুষের মাঝে সহীহ হাদীসে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না। অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ "তোমরা আমাকে যে ভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে তোমরাও সালাত আদায় কর।"[৩৮৮] এটা নারী-পুরুষ সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। পুরুষেরা যেমন নাবী ﷺ-এর মতো

---

[৩৮৪] আবূ দাউদ হাঃ ৫৭০- সহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত, ১/৩৩৪, হাঃ ১০৬৩।

[৩৮৫] আল-মুহাল্লা- ২/১৬৯ পৃঃ।

[৩৮৬] আল মুহাল্লা- ২/১৬৮ পৃঃ আওনল মা'বূদ-২/২১২ পৃঃ।

[৩৮৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭২৭।

[৩৮৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩১।

হাত বাঁধবে, রুকূ', সিজদা ও বৈঠক করবে, নারীরাও নাবী ﷺ-এর মতো হাত বাঁধবে, রুকূ', সিজদা ও বৈঠক করবে।[৩৮৯] ইমাম ইব্‌রাহীম আন্ নাখ'ঈ (রহঃ) বলেন : تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل

পুরুষ ব্যক্তি যেভাবে সালাত সম্পাদন করবে, নারীও সেভাবেই সালাত সম্পাদন করবে।[৩৯০]

নারীদের রুকূ' ও সাজদার সময় হাত, পা ও পেট একত্রে জড়িয়ে রাখার হাদীস দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য, কোন ভাবেই সহীহ নয়।[৩৯১] এবং সাজদায় মাটিতে জড়িয়ে বসার হাদীসও অগ্রহণযোগ্য।[৩৯২]

অনুরূপ নারীরা বুকে হাত বাঁধবে আর পুরুষেরা নাভীর নীচে হাত বাঁধবে– কোন সহীহ হাদীসে এরূপ পরিলক্ষিত হয়নি। বরং সহীহ হাদীস অনুযায়ী রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের আলোকে নারী পুরুষ সকলেই বুকের উপর হাত বাঁধবে। আল্লাহ আমাদের নারী-পুরুষ সকলকে সহীহ হাদীসের আলোকে প্রতিটি 'ইবাদাত সম্পাদন করার তাওফীক দান করুন। আমীন॥

জামা'আতের বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾

অর্থাৎ- "তোমরা সকলে সালাত কায়েম কর।"

অন্যত্র বলেন : ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

"তোমরা সকলে রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর।"[৩৯৩] এতে বুঝা যায় যে, ফরয সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা অপরিহার্য।

সাহাবী ইবনে 'আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে অথচ জামা'আতে আসে না– তার সালাতই হয় না।

---

৩৮৯ সহীহুল বুখারী অধ্যায় নাঃ ১৪৫, আযান পর্ব, সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ -১৮৯ পৃঃ।

৩৯০ ইবনু আবি শায়বাহ সহীহ, সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-১৮৯ পৃঃ।

৩৯১ সিলসিলা য'ঈফাহ্ হাঃ ২৬৫২ পৃঃ।

৩৯২ সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-১৮৯ পৃঃ।

৩৯৩ সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ৪৩ আয়াত।

অবশ্য (ভয় ও অসুখের) ওযর ছাড়া।[৩৯৪] অতএব ওযর ছাড়া জামা'আত ত্যাগ করলে অবশ্যই গুনাহগার হবে। তিনি (ﷺ) বলেন : জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করলে একাকী সালাত পড়ার তুলনায় ২৭ গুণ বেশী সাওয়াব হয়।[৩৯৫] অপর পক্ষে জামা'আত ত্যাগকারীদের সম্পর্কে রাসূল ﷺ কঠোরভাবে সতর্ক করে বলেন : জামা'আত ত্যাগকারীদের ঘরে যদি শিশু ও মহিলারা না থাকত, তাহলে তাদেরসহ তাদের ঘর-বাড়ী আগুনে জ্বালিয়ে দেয়ার হুকুম দিতাম।[৩৯৬] তিনি (ﷺ) বলেন : দুই বা তার চেয়ে বেশী লোক হলে জামা'আত হবে। জামা'আতে মুসল্লীর সংখ্যা যতবেশী হবে আল্লাহর কাছে (সে দৃশ্য) তত বেশী প্রিয় হবে।[৩৯৭] এখন জানা দরকার জামা'আতে ইমাম কে হবেন?

ইমাম কে হতে পারেন?

ইমাম শব্দের অর্থ নেতা। মুসলমানদের সালাতে নেতা কে হবেন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জামা'আতের ইমাম সে হবে যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুরআন পড়তে পারে। যদি কুরআন পড়ায় সকলে সমান হয়, তাহলে যে হাদীসে বেশী জ্ঞানী সে ইমাম হবে। যদি হাদীসের জ্ঞানে সকলে সমান হয়, তাহলে প্রথম হিজরতকারী ইমাম হবে। এতে সকলে সমান হলে, যে বয়সে বড় সে ইমাম হবে। আর কোন ব্যক্তি যেন অন্য ব্যক্তির শাসিত এলাকায় গিয়ে (অনুমতি ছাড়া) ইমামতি না করে এবং কেউ যেন অন্যের গদীতে অনুমতি ছাড়া না বসে।[৩৯৮] অন্ধ এবং নাবালেগ ৬/৭ বছরের ছেলেও কুরআন তিলাওয়াতে (পারদর্শী) এবং আদর্শবান হলে ইমামতি করতে পারে।[৩৯৯]

---

[৩৯৪] ইবনে মাজাহ হাঃ ৭৯৩, দারাকুত্বনী, ইবনে হিব্বান হাঃ ২৬৪, হাকিম (সহীহ), বুলূগুল মারাম- ১০৪ পৃঃ, মিশকাত- ৯৬ পৃঃ।

[৩৯৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৪৫, সহীহ মুসলিম হাঃ ৬৫০, মিশকাত- ৯৬ পৃঃ।

[৩৯৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৪৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ৬৫১, মিশকাত- ৯৫ পৃঃ।

[৩৯৭] ইবনে মাজাহ হাঃ ৮৪৩, আবূ দাঊদ হাঃ ৫৫৪, নাসায়ী হাঃ ৭৯০- হাসান, তাহক্বীক্ব মিশকাত হাঃ ১০৬৬, ৯৬ পৃঃ।

[৩৯৮] সহীহ মুসলিম হাঃ ৬৭৩, মিশকাত- ১০০ পৃঃ- বাংলা হাঃ ১০৪৯।

[৩৯৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৬৭, ৪৩০২, আবূ দাঊদ হাঃ ৫৯৫, মিশকাত- ১০০ পৃঃ।

আহলে হাদীসের ইমামতিতে হানাফীর সালাত

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ হিদায়ার অনুবাদে আছে যে, আহলে হাদীসরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং হকের উপরে আছে। তাই তাদের পিছনে হানাফীদের সালাত আদায় জায়িয। এ ব্যাপারে ইজ্‌মা (ঐকমত্য) আছে।[৪০০] মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন : গাইরি মুকাল্লিদ তথা আহলে হাদীসদের পিছে (সালাতে) ইকতিদা করা জায়িয।[৪০১]

ইমামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

আবূ মাস্'ঊদ আল্ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জামা'আতে দাঁড়াবার সময় আমাদের কাঁধে হাত রাখতেন এবং বলতেনঃ সোজা হয়ে দাঁড়াও, ছিন্ন-ভিন্ন হয়ো না; অন্যথায় তোমাদের অন্তরের সম্পর্ক ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে।[৪০২] আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : যখন ইক্বামত দেয়া হতো তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন অতঃপর বলতেন, তোমাদের কাতার সোজা করো, সীসাঢালা প্রাচীরের মতো হয়ে যাও, কেননা আমি তোমাদেরকে আমার পিছন দিক থেকে দেখতে পাই।[৪০৩] নু'মান বিন বাশির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : আমরা যখন সালাতের জামা'আতে দাঁড়াতাম তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের কাতার এমনভাবে সোজা করে দিতেন যে, আমাদের কাঁধের সাথে কাঁধ, হাঁটুর সাথে হাঁটু এবং পায়ের সাথে পা মিলে যেতো, তারপর তিনি সালাত শুরু করতেন।[৪০৪] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জামা'আতে বৃদ্ধ, অসুস্থ ও বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যক্তি এবং সন্তানকে রেখে আসা নামাযী মহিলাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন।[৪০৫] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালাম ফিরানোর পর কখনো ডান দিকে,

---

[৪০০] হিদায়ার উর্দূ অনুবাদ আইনুল হিদায়া- ৫২৫ পৃঃ, নওলকিশোর ছাপা, আইনী তুহফা- ২/৪২ পৃঃ।

[৪০১] ফাতাওয়া ইমদাদীয়াহ- ১/৯৩ পৃঃ।

[৪০২] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৩২, মিশকাত- ৯৮ পৃঃ, বাংলা মিশকাত হাঃ ১০২০।

[৪০৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭১৯, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ৯৮ পৃঃ, বাংলা মিশকাত হাঃ ১০১৮।

[৪০৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭২৫, বাংলা ই.ফা. হাঃ ৬৮৯ আনাস হতে, আবূ দাউদ (সহীহ) ১/১৯৬ পৃঃ।

[৪০৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭০৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৬৭, মিশকাত- ১০০ পৃঃ।

আবার কখনো মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসতেন।[৪০৬] উক্ত দায়িত্বসমূহ ইমামের পালন করা একান্ত কর্তব্য।[৪০৭]

মুক্তাদীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : তোমরা ইমামের আগে কোন কাজ করো না বরং ইমাম যখন *'আল্লা-হু আক্‌বার'* বলবে অতঃপর তোমরা *'আল্লা-হু আক্‌বার'* বলো এবং যখন সে *'ওয়ালায্‌যল্লীন'* বলে, অতঃপর তোমরা (তার *'আ-মীন'* শুনে) *'আ-মীন'* বল (তার মত স্বরবে), এমনিভাবে প্রতিটি কাজই ইমামের পরে মুক্তাদীরা করবে। ইচ্ছাকৃতভাবে আগে করলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে।[৪০৮]

সাহাবী ও তাবি'ঈদের ব্যাপারে ইমাম বায়হাক্বী লিখেছেন যে, তাঁরা সালাতে নিজেদের দৃষ্টি সিজদার জায়গায় রাখতেন, এদিক ওদিক ফিরাতেন না।[৪০৯] মুক্তাদী সাহাবীদের দৃষ্টি নবী ﷺ-অর্থাৎ ইমাম এর প্রতিও থাকত।[৪১০]

জামা'আতে কাতার সোজা করার গুরুত্ব

প্রত্যেক ইমামের উচিত তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে মুক্তাদীদের দিকে ফিরে কাতার সোজা ও উভয়ের মাঝে ফাঁকা পূরণ করার নির্দেশ দেয়া।[৪১১] রাসূল ﷺ বলেন : কাতার সোজা কর, কেননা কাতার সোজা করা সালাত পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করার অংশ।[৪১২] আরো বলেন : তোমরা কাতার সোজা কর, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে দিবেন।[৪১৩] তিনি (ﷺ) বলেন, তোমরা শয়তানের জন্য খালি জায়গা ছেড়ে রেখ না, যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে নেয় আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক

---

[৪০৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮৪৭, ৮৫২, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪২৬, ৭০৮, মিশকাত- ৮৭ পৃঃ।
[৪০৭] নায়লুল আওত্বার– ২/৩১৪ পৃঃ।
[৪০৮] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪১৫, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ হাঃ ১৫৭৬, সহীহাহ্ হাঃ ৩৪৭৬।
[৪০৯] বায়হাক্বী- ৩/২৮৩-২৮৪ পৃঃ, সিফতু সালাতিন্নাবী ﷺ- ৮৯।
[৪১০] ফাতহুল বারী- ২/২৭১ পৃঃ।
[৪১১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭১৭, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৩৬, মিশকাত- ৯৮-৯৯ পৃঃ।
[৪১২] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭২৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৩৩, মিশকাত- ৯৮-৯৯ পৃঃ।
[৪১৩] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৩৬, মিশকাত- ৯৮-৯৯ পৃঃ।

মিলিয়ে নেন, আর যে (ফাঁকা রাখায়) কাতার ছিন্ন করে আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন।[৪১৪] তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : তোমরা সীসাঢালা প্রাচীরের মতো তোমাদের কাতারগুলো মিলিয়ে নাও এবং পরস্পর কাঁধ মিলিয়ে নিকটবর্তী হও। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমি দেখছি যে, শয়তান ছোট বকরীর বাচ্চার মতো কাতারের ফাঁকাগুলোর মধ্যে প্রবেশ করছে।[৪১৫] নুমান বিন বাশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের কাতার সোজা করে দিতেন তখন আমি সাহাবীদেরকে দেখেছি যে, তারা তাদের সাথীদের কাঁধের সাথে কাঁধ, তাদের হাঁটুর সাথে হাঁটু এবং তাদের পায়ের গিরার সাথে গিরা একত্রে মিলিয়ে রাখতেন।[৪১৬] প্রসিদ্ধ সাহাবী আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আমাদের (সাহাবীদের) প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর সাথীর কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখতেন।[৪১৭] এতে প্রমাণিত হয় যে, জামা'আতে প্রতিটি ব্যক্তি তার দু'কাঁধ বরাবর দু'পা রাখলে সকলের পা ও কাঁধ মিলে যাবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের মত সালাতের সুন্নাতী কাতার হতে হবে। অন্যথায় তা সুন্নাতের বিপরীত বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ আমাদের বদঅভ্যাস ত্যাগ করে সহীহ হাদীসের উপর আমলের সুমতি দান করুন। আমীন!

মাসবুক বা জামা'আতে পিছে পড়ে যাওয়া মুক্তাদীর সালাত

জামা'আতের কিছু অংশ হয়ে যাওয়ার পর যে মুক্তাদী জামা'আতে শরীক হয় তাকে মাসবুক বা জামা'আতে পিছে পড়ে যাওয়া মুক্তাদী বলে। এ মাসবুক মুক্তাদী সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা যখন ইকামাত শুনতে পাবে তখন ধীরস্থির ও শান্তভাব সালাতের দিকে ধাবিত হবে এবং তড়িঘড়ি করবে না। অতঃপর ইমামের সাথে যতটুকু সালাত পাবে ততটুকু পড়ে নিবে এবং যা ছুটে যাবে তা জামা'আতের শেষে পূর্ণ করে নিবে।[৪১৮]

---

[৪১৪] আবূ দাউদ হাঃ ৬৬৬, ইবনে খুযায়মাহ্, হাকিম সহীহ, ফাতহুল বারী- ২/২৭৩ পৃঃ।
[৪১৫] আবূ দাউদ হাঃ ৬৬৭, মিশকাত- ৯৮ সহীহ, সহীহাহ্ হাঃ ৬৭৩ পৃঃ।
[৪১৬] আবূ দাউদ- সহীহ হাঃ ৬৬২, পৃঃ ১/১৯৬, ১/৯৫ পৃঃ।
[৪১৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭২৫, ১০০ পৃঃ ই,ফা, বাংলা হাঃ ৬৮৯।
[৪১৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩৬, ফাতহুল বারী- ২/১৫৩।

এখন প্রশ্ন হল, জামা'আতে পাওয়া সালাত মুক্তাদীর সালাতের প্রথম না শেষ অংশ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : "ইমামের সাথে যা পেয়েছ তা তোমার সালাতের প্রথমাংশ, আর (জামা'আত শেষে) তোমার আগে হয়ে যাওয়া সালাত আদায় করে নাও।"[৪১৯] তাই হাদীস অনুযায়ী জামা'আতে পাওয়া সালাত প্রথমাংশ, আর ছুটে যাওয়া সালাত (ইমামের সালামের পর) শেষাংশ সালাত হিসেবে আদায় করে নিতে হবে। জামা'আত চলাকালীন আগত ব্যক্তি তাক্‌বীরে তাহরীমা বলে (সালাত শুরু করবে), অতঃপর ইমামকে যে অবস্থায় পাবে তা করবে।[৪২০]

সিজদায়ে সাহ্উ বা ভুল সংশোধনের সিজদা

মানুষের ভুল ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক, তাই সালাতেও ভুল হয়ে থাকে। এমনকি রাসূল ﷺ ও সাহাবীদেরও এ ধরনের ভুল ঘটেছে। রাসূল ﷺ বলেন : ".....আমি একজন মানুষমাত্র, আমিও ভুলে যাই যেমন তোমরা ভুলে যাও। অতএব আমি যদি ভুলে যাই তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।[৪২১] ইমাম দাউদ (রহঃ) বলেন : নাবী ﷺ-এর জীবনে মোট পাঁচবার এরূপ ভুল ঘটেছে।[৪২২] সালাতে ভুলের কারণ ও সংশোধনের বিধান নিম্নে বর্ণনা করা হল।

সাহ্উ বা ভুলের কারণ ও সংশোধনের বিধান

সালাতে ভুলের কারণসমূহ সাধারণতঃ তিন ধরনের হয়–

(১) সালাত অতিরিক্ত বা বেশি হয়ে যাওয়া।

(২) সালাতে ঘাটতি বা কমতি হয়ে যাওয়া।

(৩) রাক্'আতের সংখ্যায় সন্দিহান হওয়া।

---

[৪১৯] ফাতহুল বারী- ২/১৫৬ পৃঃ।

[৪২০] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৫৬০।

[৪২১] সহীহুল বুখারী- হাঃ ১২২৬; সহীহ মুসলিম- হাঃ ৫৭২।

[৪২২] বাযলুল মানফাআহ- ৩৪ পৃঃ।

(১) সালাতে রাক্'আত, রুকূ', সিজদাহ্ ইত্যাদি ভুলবশতঃ নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী হলে সালাম ফিরানোর পর অবগত হলে সাথে সাথে দু'টি সাহ্উ সিজদাহ্ দিবে। অতঃপর পুনরায় সালাম ফিরাবে।[৪২৩]

(২) সালাতে ঘাটতি বা কম হওয়া দু' ধরনের হতে পারে :

(ক) রাক্'আত যেমন চার-এর স্থলে দু' বা তিন রাক্'আত হওয়া অথবা রুকন যেমন- রুকূ', সিজদাহ্ ইত্যাদি নির্ধারিত পরিমাণের কম হওয়া– এক্ষেত্রে অবশ্যই তা পূর্ণ করতে হবে শুধু সাহ্উ সিজদাহ্ দিলে যথেষ্ট হবে না।

চার বা তিন রাক্'আতের সালাতে দু' রাক্'আত অথবা চার রাক্'আতের সালাতে তিন রাক্'আত পড়ে সালাম ফিরালে স্মরণ হওয়ামাত্র সাথে সাথে দাঁড়িয়ে কম হওয়া রাক্'আত পূর্ণ করে তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরিয়ে সাহ্উ সিজদাহ্ দিবে, সম্পূর্ণ সালাত নতুন করে পড়তে হবে না।[৪২৪] অনুরূপ রুকূ', সাজদাহ্ বা কোন রুকন ছুটে গেলে সালাতে থাকা অবস্থায় তা পূর্ণ করা সম্ভব হলে কোন সাহ্উ সিজদাহ্ দিতে হবে না। যদি পূর্ণ করা সম্ভব না হয় তাহলে রুকূ', সিজদা বা রুকন ছুটে যাওয়া রাক্'আতকে গণনা না করে অতিরিক্ত আরো এক রাক্'আত পড়ে শেষে সাহ্উ সিজদাহ্ দিতে হবে।[৪২৫]

(খ) সালাতে যদি কোন ওয়াজিব ছুটে যায় যেমন- তাশাহ্হুদের প্রথম বৈঠক, রুকূ'-সাজদার তাসবীহ, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ইত্যাদি, তাহলে শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ইত্যাদি পড়ার পর 'আল্লা-হু আক্বার' বলে দু'টি সাহ্উ সিজদাহ্ দিবে অতঃপর সালাম ফিরাবে।[৪২৬]

(৩) সালাতে রাক্'আত সংখ্যায় সন্দিহান হলে সন্দেহ দূর করে অন্তরের ইয়াকিনকে প্রাধান্য দিয়ে সেই অনুসারে সালাত পূর্ণ করবে, অতঃপর

---

[৪২৩] সহীহুল বুখারী- হাঃ ১২২৬; সহীহ মুসলিম- হাঃ ৫৭২।
[৪২৪] সহীহুল বুখারী- হাঃ ১২২৯; সহীহ মুসলিম- হাঃ ৫৭৩, ৫৭৪।
[৪২৫] আল মাজমু- ৪/১১৬ পৃঃ; আল মুগনী- ২/৬ পৃঃ; সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৬১ পৃঃ।
[৪২৬] সহীহুল বুখারী- হাঃ ১২২৪; সহীহ মুসলিম- হাঃ ৫৭০।

সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সাহ্উ সিজদাহ্ দিবে। এক্ষেত্রে যদি এক রাক্'আত বেশী হয় তাহলে সাহ্উ সিজদাহ্ বেজোড়ের জায়গায় জোড় হয়ে নফলে পরিণত হবে। আর যদি রাক্'আত ঠিক পরিমাণে হয়, বেশি না হয়। সেক্ষেত্রে সাহ্উ সিজদাহ্ শায়ত্বানের জন্য প্রতিরোধক হবে।[৪২৭]

সাহ্উ সিজদাহ্ কখন ও কীভাবে দিতে হবে

উপরে বর্ণিত সাহ্উ সিজদার কারণ ও বিধান হতে আমরা জানলাম যে, সাহ্উ সিজদাহ্ সালামের আগে এবং পরে উভয়ভাবে দেয়ার নিয়ম রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে প্রমাণিত। এ মর্মে বর্ণিত হাদীসসমূহ লক্ষ্য করলে রাসূল ﷺ-এর 'আমল হতে প্রমাণিত হয় যে, ভুল যদি সালাম ফিরানোর পর স্মরণ হয় তাহলে সাহ্উ সিজদাহ্ সালাম ফিরানোর পরই দিতে হবে। আর ভুল যদি সালাম ফিরানোর পূর্বেই স্মরণ হয় তাহলে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহ্উ সিজদাহ্ দিবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে।

ইমাম যুহ্‌রী (রহঃ) বলেন : রাসূল ﷺ-এর সর্বশেষ 'আমল ছিল সালামের পূর্বে সাহ্উ সিজদাহ্ দেয়া।[৪২৮] সালাম ফিরানোর পর সাহ্উ সিজদাহ্ দিলে পুনরায় তাশাহ্‌হুদ পড়তে হবে না, বরং সিজদার পরই সালাম ফিরাবে। কারণ তাশাহ্‌হুদ পড়ার স্বপক্ষে হাদীসটি সহীহ প্রমাণিত নয় (সহীহ হাদীসের পরিপন্থী)।[৪২৯] সাহ্উ সিজদার বিশেষ কোন নিয়ম নেই, সাধারণ সিজদার ন্যায় তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবে এবং তাকবীর বলে মাথা তুলবে, আর সিজদার তাসবীহ পড়বে।[৪৩০]

ইমাম ও মুক্তাদীর ভুল হলে কি করবে?

শুধু ইমামের ভুলের কারণে ইমাম সাহ্উ সিজদা দিলে মুক্তাদীও সাহ্উ সিজদা দিবে, কারণ ইমামের অনুসরণ অপরিহার্য।[৪৩১] আর ইমামের

---

[৪২৭] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৫৭১; আবূ দাঊদ- হাঃ ১০২৪।

[৪২৮] কিতাবুল ফিকহ আল মুয়াসসার- ৭১ পৃঃ।

[৪২৯] মাজমু ফাতাওয়া- ২৩/৪৮ পৃঃ; ইরওয়া- হাঃ ৪০৩; সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৭২ পৃঃ।

[৪৩০] সহীহুল বুখারী- হাঃ ১২২৯; সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৭৩।

[৪৩১] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৬৮ পৃঃ।

পিছনে শুধু মুক্তাদীর ভুল হলে কোন সাহ্উ সিজদা দিতে হবে না।[৪৩২] তবে মুক্তাদীর কোন রাক্'আতে ফরয কাজ ছুটে গেলে সে রাক্'আতটি দোহরায় বা পুনরায় আদায় করে নিবে।

একই সালাতে একাধিক ভুলের জন্য একবার সাহ্উ সিজদাই যথেষ্ট।[৪৩৩]

লোকমা দেয়া বা ইমামের ভুল ধরে দেয়ার বিবরণ

নবী ﷺ বলেন : সালাত পড়া অবস্থায় যদি কোন পুরুষ মুসল্লী (নামাযী) ইমামের ভুলের জন্য কিছু বলার প্রয়োজন মনে করে তাহলে সে *'সুব্হা-নাল্লা-হ'* বলবে, আর মহিলারা হাতে তালি দিবে।[৪৩৪] পুরুষদের *'আল্লা-হু আকবার'* বলার কোন সহীহ হাদীস নেই। মেয়েরা ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠে মেরে আওয়াজ করবে।[৪৩৫]

ক্বাযা সালাতের বিবরণ

নবী ﷺ বলেন : যদি কেউ সালাত পড়তে ভুলে যায়, অথবা ঘুমিয়ে থাকার ফলে সালাতের সময় চলে যায় তাহলে যখনই তার সালাতের কথা মনে হবে কিংবা ঘুম হতে জাগ্রত হবে তখনই সে সালাত পড়ে নিবে।[৪৩৬] সূর্য ডোবা ও উঠার সময় সালাত আদায় নিষিদ্ধ, কিন্তু এ জাতীয় বিশেষ ওযরে ৫/৬ মিনিট আগে সুযোগ হলে তৎক্ষণাৎ পড়ে নিতে হবে, এমনকি সূর্য ডোবা বা উঠার আগে এক রাক্'আত পড়া সম্ভব হলেও সালাত শুরু করে বাকী সালাত শেষ করতে হবে।[৪৩৭] ক্বাযা সালাতের জন্য ওয়াক্তের অপেক্ষা করতে হবে না, বরং যখন সুযোগ হবে তখনই পড়ে নিবে। ফরয সালাতের কাযা পড়ার সময় আযান, ইক্বামাত ইত্যাদি নিয়ম

---

[৪৩২] ইরওয়া- ২/১৩২।
[৪৩৩] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ্- ১/৪৬৭।
[৪৩৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ১২০৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ৪২২, মিশকাত- ৯১ পৃঃ।
[৪৩৫] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৬৮।
[৪৩৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৯৭, সহীহ মুসলিম হাঃ ৬৮৪, মিশকাত- ৬১ পৃঃ।
[৪৩৭] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ৬১ পৃঃ।

অনুসরণ করে আদায় করবে।[৪৩৮] সুন্নাতের ক্বাযা পড়া যায়,[৪৩৯] তবে না পড়লে কোন অসুবিধা নেই। ক্বাযায়ে উমরী বলতে কুরআন ও সহীহ হাদীসে কোন সালাত নেই, এটা মনগড়া ফাত্ওয়া, বরং অতীতে ছুটে যাওয়া সালাতের জন্য তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার করতে হবে।[৪৪০]

সালাতরত অবস্থায় যে সব কথা ও কাজ বৈধ

সহীহ্ হাদীসের আলোকে সালাতরত অবস্থায় নিম্নরূপ কথা ও কাজে কোন অসুবিধা নেই :

নাবী ﷺ সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় উমামাহ্ বিনতে যায়নাবকে কোলে রাখতেন আর রুকূ' ও সিজদার সময় নিচে নামিয়ে রাখতেন।[৪৪১]

তিনি (ﷺ) নফল সালাতে বিশেষ প্রয়োজনে কিবলা সম্মুখ দরজা খুলে দিয়ে আবার পিছে এসে মুসাল্লায় দাঁড়াতেন।[৪৪২] নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে হাত দিয়ে বাধা প্রদান করা।[৪৪৩] জুতা পরে নামায শুরু করে, অতঃপর প্রয়োজনে নামাযের মধ্যে জুতা খুলে ফেলা।[৪৪৪] কাপড় বা রুমালে থুথু ফেলা।[৪৪৫] পরিধেয় কাপড়ের সমস্যা হলে ঠিক করে নেয়া।[৪৪৬] পুরুষ নামাযীর *সুব্হানাল্লা-হ* বলে এবং মহিলা নামাযীর বিশেষ পদ্ধতিতে হাতের তালি মেরে লোকমা দেয়া।[৪৪৭] বিশেষ প্রয়োজনে চেহারা না ঘুরিয়ে ডানে বামে দৃষ্টি দেয়া।[৪৪৮] এবং হাত বা মাথার ইশারায় কোন কিছুর জবাব দেয়া।[৪৪৯] মুখে কিছু না বলে শুধু হাতের ইশারায়

---

[৪৩৮] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/২৬৪।
[৪৩৯] সহীহ ফিকসুহ সুন্নাহ- ১/৩৭৫।
[৪৪০] আইনী তুহফা– ১/২২৪-২২৫ পৃঃ।
[৪৪১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫১৬, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৫৪৩।
[৪৪২] তিরমিযী হাঃ ৫৯৮, আবূ দাউদ হাঃ ৯১০ (হাসান)।
[৪৪৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ৪৮৭, সহীহ মুসলিম হাঃ ৫০৫।
[৪৪৪] নাসায়ী হাঃ ১০০৭, সহীহ।
[৪৪৫] সহীহ মুসলিম হাঃ ৩০০৮।
[৪৪৬] ইবনু আবি শায়বাহ ১/৩৯১।
[৪৪৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ১২০১।
[৪৪৮] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪১৩।
[৪৪৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫০৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৩৪।

সালামের জবাব দেয়া।[৪৫০] সালাতরত অবস্থায় সাপ, বিচ্ছু মারা।[৪৫১] নফল সালাতে একই আয়াতের ভাবার্থ চিন্তা করে বার বার পাঠ করা।[৪৫২] আল্লাহর ভয় এবং জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনায় ক্রন্দন করা।[৪৫৩] হাঁচি দেয়ার পর মনে মনে *আল্‌হাম্‌দুলিল্লা-হ* বলা।[৪৫৪] এসব কথা ও কাজ নামাযের মধ্যে জায়েয।[৪৫৫]

সালাতরত অবস্থায় যে সব কথা ও কাজ নিষিদ্ধ

সহীহ্ হাদীসের আলোকে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সালাতরত অবস্থায় নিষিদ্ধ।

সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখা।[৪৫৬] আকাশের দিকে দৃষ্টি দেয়া।[৪৫৭] কোন কিছুর ছবি বা চিত্র যা মন কেড়ে নেয় এমন কিছুর প্রতি দৃষ্টি দেয়া।[৪৫৮] নামাযের মধ্যে এক হাতের আঙ্গুল আরেক হাতের আঙ্গুলে ঢুকিয়ে জাল বানানো।[৪৫৯] আঙ্গুল মটকানো বা ফুটানো।[৪৬০] অপ্রয়োজনে ডানে-বামে দৃষ্টি দেয়া।[৪৬১] নামাযে হাই তোলা।[৪৬২] কিবলা ও ডান পাশে থুথু, কফ ইত্যাদি ফেলা।[৪৬৩] চক্ষু বন্ধ করে রাখা।[৪৬৪] রুকু অবস্থায় দুই হাঁটুর মাঝে দুই হাত একত্রে জড়িয়ে রাখা।[৪৬৫] রুকূ' ও সিজদায় কুরআন

---

[৪৫০] আবূ দাঊদ হাঃ ৯১৫, (সহীহ্)।
[৪৫১] আবূ দাঊদ হাঃ ৯২১, নাসায়ী হাঃ ১২০২, (সহীহ্)।
[৪৫২] নাসায়ী হাঃ ১০১০, আহমাদ হাঃ ২০৮৩১, মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বাহ্- ২/৪৭৭।
[৪৫৩] নাসায়ী হাঃ ১২১৪, ইবনু খুযায়মাহ্-২/৫৩, (সহীহ্)।
[৪৫৪] তিরমিযী হাঃ ৪০৪, (সহীহ্)।
[৪৫৫] বিস্তারিত দ্রঃ সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৪৮-৩৫৬ পৃঃ।
[৪৫৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৮৪।
[৪৫৭] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪২৯।
[৪৫৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৫২।
[৪৫৯] সহীহ আল-জামি' হাঃ ৪৪৫।
[৪৬০] আহমাদ, দারাকুতনী, বায়হাক্বী, ইবনু আবি শায়বাহ সনদ হাসান- দ্রঃ ইরওয়া- ২/৯৯।
[৪৬১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৫১।
[৪৬২] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩২৮৯।
[৪৬৩] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩০০৮।
[৪৬৪] যাদুল মাআদ-১/২৯৪।
[৪৬৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮২৩।

তিলাওয়াত করা।[৪৬৬] সিজদার সময় দুই হাত কনুই পর্যন্ত মাটিতে বিছিয়ে রাখা।[৪৬৭] সিজদার সময় জামা কাপড় গুটিয়ে ধরে রাখা।[৪৬৮] অনুরূপভাবে নামাযে জামার হাতা গুটিয়ে রাখা। দুই পা খাড়া করে রেখে এবং দুইহাত মাটিতে রেখে নিতম্বের উপর বসা।[৪৬৯] কোন ওজর ছাড়াই হাতে ঠেস দিয়ে নামাযের মধ্যে বসা।[৪৭০] অসুস্থ নামাযীর কোন উঁচু বস্তুতে সিজদা দেয়া।[৪৭১] নামাযরত অবস্থায় সিজদার জায়গা হতে কঙ্কর, বালি ইত্যাদি সরানো।[৪৭২] তবে নিতান্ত প্রয়োজন হলে একবার সরাতে পারবে।[৪৭৩] রুকূ' হতে সিজদার সময় হাতের পূর্বে হাটু রাখা।[৪৭৪] ইমামের পূর্বে কোন কিছু করা।[৪৭৫] খাদ্য উপস্থিত রেখে এবং পেসাব-পায়খানার চাপ রেখে নামায পড়া।[৪৭৬] এসবই নিষিদ্ধ।[৪৭৭]

যে সমস্ত কারণে সালাত বাতিল হয়ে যায়

সহীহ হাদীসের আলোকে নিম্নলিখিত কারণে সালাত একেবারেই বাতিল হয়ে যায়।

নিশ্চিতভাবে অযূ ভঙ্গের কারণ ঘটলে।[৪৭৮] সালাতের কোন শর্ত বা রোকন ছুটে গেলে।[৪৭৯] সালাতে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে।[৪৮০]

---

[৪৬৬] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪৭৯।
[৪৬৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮২৩।
[৪৬৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮০৯।
[৪৬৯] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৪৯৮।
[৪৭০] আবূ দাউদ ১/২৬০, আহমাদ- ২/১১৬।
[৪৭১] তাবারানী, বায়হাক্বী,সহীহাহ- হাঃ ৩২৩।
[৪৭২] সহীহুল বুখারী হাঃ ১২০৭।
[৪৭৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ১২০৭।
[৪৭৪] আবূ দাউদ, নাসায়ী, সহীহ- ইরওয়া- ২/৭৮।
[৪৭৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৯১।
[৪৭৬] সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৬০।
[৪৭৭] বিস্তারিত দ্রঃ সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ-১/৩৫৬-৩৬২।
[৪৭৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৩৭, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩৬১।
[৪৭৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ৭৯৩, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩৯৭।
[৪৮০] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৬২।

ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বললে।[৪৮১] উচ্চৈঃস্বরে হাসলে।[৪৮২] সাধারণত সালাতে এ সমস্ত কারণ ঘটলে সালাত বাতিল হয়ে যায়।[৪৮৩]

জুমু'আর সালাতের বিবরণ

আল্লাহু তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন জুমু'আর সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক্‌রের (সালাতের) জন্য ছুটে এসো এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও। এটা (সালাতে আসা) তোমাদের জন্য খুবই লাভজনক, যদি তোমরা (এর রহস্য) জানতে।"[৪৮৪] এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জুমু'আর সালাত ফরয।

জুমু'আর সালাতের গুরুত্ব

নবী ﷺ মিম্বারে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন যে, মানুষের জুমু'আহ্ তরক করা হতে বিরত থাকা উচিত, নচেৎ আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন, ফলে তারা ('ইবাদাতে) গাফেল হয়ে যাবে।[৪৮৫] সাহাবীগণ দু' থেকে ছয় মাইল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে জুমু'আ পড়তেন।[৪৮৬]

---

[৪৮১] সহীহ মুসলিম- হাঃ ৫৩৭।
[৪৮২] ইবনু আবি শায়বাহ-১/৩৮৭, আঃ রায্‌যাক- ২/৩৭৮, (হাসান)।
[৪৮৩] বিস্তারিত দ্রঃ সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৬২-৩৬৩।
[৪৮৪] সূরা আল জুমু'আহ্ ৬২ : ৯ আয়াত।
[৪৮৫] সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৬৫, হাঃ ১৩৭০, মিশকাত- ১২০ পৃঃ।
[৪৮৬] সহীহুল বুখারী- ১/১২৩ পৃঃ।

জুমু'আর দিনে করণীয়

নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে সাধ্য অনুযায়ী পাক-পবিত্র হয়, অতঃপর তৈল অথবা সুগন্ধি জাতীয় কিছু ব্যবহার করে, তারপর মসজিদের দিকে বের হয় এবং দুজনের মাঝে ফেড়ে সামনে না গিয়ে সাধ্য অনুযায়ী সালাত আদায় করে, তারপর ইমামের খুত্‌বাহ্ মনোযোগ সহকারে শুনে এবং চুপ থাকে তাহলে আল্লাহ তার গত জুমু'আহ্ হতে এ জুমু'আহ্ পর্যন্ত সংঘটিত (সাগীরাহ্) গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন।[৪৮৭] জুমু'আর দিনে গোসল করা, পাকসাফ হওয়া, পরিষ্কার ও সুন্দর কাপড় পরিধান করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার ও মিসওয়াক করা সুন্নাত।[৪৮৮] তবে নারীদের জন্য- সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ।[৪৮৯] তিনি (ﷺ) বলেন : তোমরা জুমু'আর দিন আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পড়।[৪৯০] খুত্‌বাহ্ চলাকালীন মুসল্লীর কোন কাজ করা, কিছু কথা বলা এবং পরে এসে দু'জনের মাঝে ফেড়ে সামনে গিয়ে বসা নিষেধ; এমনকি এতে জুমু'আর ফযিলত নষ্ট হয়ে যায়।[৪৯১] কেউ জুমু'আর সালাত না পেলে চার রাক্'আত যোহরের সালাত পড়ে নিবে।

খুত্‌বাহ্ চলাকালীন সালাতের বিবরণ

নবী ﷺ খুত্‌বাহ্ দেয়া অবস্থায় বলেন :

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَاوَزْ فِيهِمَا.

---

[৪৮৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮৮৩, মিশকাত- ১২০ পৃঃ।

[৪৮৮] সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ- ১/৫৭৫-৫৭৬।

[৪৮৯] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৫৭৬।

[৪৯০] আবূ দাউদ হাঃ ১০৪৭, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১০৮৫, সহীহ তাহক্বীক্ব মিশকাত- ১/৪২৯।

[৪৯১] সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৫৭, তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত- ১২২-১২৪ পৃঃ।

যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর দিন এমন অবস্থায় আসে যে, ইমাম জুমু'আর খুত্বাহ্ দিচ্ছেন তখন সে যেন হালকা করে দু'রাক্'আত সালাত পড়ে নেয়।[৪৯২]

অন্য বর্ণনায় আছে যে, সাহাবী সুলায়ক গাত্ফানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) খুত্বাহ্ চলাকালীন সময়ে এসে নামায না পড়ে বসে যান, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে উঠে দু'রাক্'আত সালাত পড়ার আদেশ করেন, তারপর তিনি উপরোক্ত হাদীসটি বলেন।[৪৯৩]

এতে প্রমাণিত হয় যে, খুত্বাহ্ চলাকালীন সালাত না পড়ে বসা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত ও তাঁর আদেশের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন, আল্লাহ আমাদেরকে হাদীস মানার সুমতি দান করুন। আমীন॥

খতীবের দায়িত্ব ও কর্তব্য

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জুমু'আর দিন খুত্বার আগে মসজিদে প্রবেশের সময় সকলকে সালাম দিতেন, তারপর মিম্বারে উঠে লোকদের দিকে মুখ করে সালাম করতেন।[৪৯৪] তারপর বসতেন এবং আযানের পর লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।[৪৯৫] অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করতঃ সূরা ক্বাফ পড়তেন।[৪৯৬] এরপর কিছু নসীহত করতেন। অতঃপর সামান্য বসে পুনরায় উঠতেন ও দ্বিতীয় খুত্বাহ্ দিতেন। খুত্বাহ্ শেষ হলে বিলাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইকামাত দিতেন। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ার এবং কাতার সোজা করার ও চুপ থাকার জন্য নির্দেশ দিতেন।[৪৯৭]

খুত্বাহ্ দেয়ার সময় তাঁর চোখ দু'টি লাল হয়ে যেত, স্বর উচ্চ হতো এবং তাঁর রাগভাব খুব বেড়ে যেত। মনে হতো, যেন তিনি কোন সৈন্য

[৪৯২] সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৭৫, মিশকাত- ১২৩ পৃঃ, বাংলা মিশকাত হাঃ-১৩২৭।
[৪৯৩] সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৭৪, ৮৭৫, ১/২৮৭ পৃঃ।
[৪৯৪] ইবনে মাজাহ, ত্বাবারানী, যাদুল মা'আদ- ১/৪১৪।
[৪৯৫] সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ১০৯৬, ইবনে খুযায়মাহ্ হাঃ ১৪৫২ (সহীহ)।
[৪৯৬] সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৭৩, মিশকাত- ১২৩ পৃঃ।
[৪৯৭] যাদুল মা'আদ- ১/৪১৬ পৃঃ

বাহিনীকে সকাল-সন্ধ্যায় হামলার ভয় দেখাচ্ছেন। কথা বলার সময় তিনি (ﷺ) শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[৪৯৮] তিনি (ﷺ) সাহাবীদেরকে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধানসমূহ শিক্ষা দিতেন এবং সমসাময়িক চাহিদা অনুযায়ী বক্তব্য রাখতেন ও আদেশ-নিষেধ করতেন।[৪৯৯] কেউ ভুল করলে নিষেধ করতেন।[৫০০] প্রশ্নের সম্মুখীন হলে উত্তর দিতেন। প্রয়োজনে কখনো মিম্বার থেকেও নেমে প্রয়োজন সেরে পুনরায় মিম্বারে উঠে খুত্‌বাহ্‌ সমাপ্ত করতেন।[৫০১] প্রয়োজনে কাউকে ডাকতেন, কিছু আদেশ করতেন।[৫০২] তিনি (ﷺ) শ্রোতাদের বুঝার মতো ভাষায় খুত্‌বাহ্‌ দিতেন। জুমু'আর খুত্‌বাহ্‌ দেয়া ও শুনা ফরয, তাই এটা শ্রোতাদের ভাষায় হওয়া ওয়াজিব। শ্রোতা বুঝবে না এমন ভাষায় খুতবা দেয়া গোঁড়ামী বৈ কিছুই নয়।[৫০৩]

জুমু'আর পূর্বে ও পরে সুন্নাত

জুমু'আর পূর্বে ও পরে সুন্নাত সালাতের আলোচনা "সুন্নাত সালাতের বিবরণে" দেখুন।

জুমু'আতে মেয়েদের অংশগ্রহণ

জুমু'আতে মেয়েদের অংশগ্রহণ করা যেমন ফরয নয়, তেমনি নিষেধও নয়। বরং দীনী শিক্ষা লাভের জন্য পর্দার সাথে মাসজিদে গিয়ে জুমু'আর খুত্‌বাহ্‌ শুনা একান্ত প্রয়োজন। যেমন হাসান বাস্‌রী (রহঃ) বলেন : মেয়েরা নবী ﷺ-এর সাথে জুমু'আয় শরীক হতেন এবং তাদেরকে বলা হতো যে, তোমরা পর্দাবিহীন বের হয়ো না এবং সুগন্ধি

---

[৪৯৮] সহীহ্‌ মুসলিম হাঃ ৮৬৭।
[৪৯৯] ফিকহুস সুন্নাহ-১/৩৯৭।
[৫০০] সহীহুল বুখারী হাঃ ৯৩১।
[৫০১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৫৮৪।
[৫০২] সহীহুল বুখারী হাঃ ৩৫৮৪।
[৫০৩] আইনী তুহফা-২/৯৮ পৃঃ।

ব্যবহার করে মাসজিদে এসো না। হাসান বাস্‌রী (রহঃ) থেকে আরো বর্ণিত যে, মুহাজিরদের মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুমু'আর সালাত পড়তেন।[৫০৪] ঠিক তেমনিভাবে আজও মক্কা শরীফে এবং নবী ﷺ-এর মাসজিদে জুমু'আয় মহিলারা পর্দার সাথে সালাত আদায় করেন ও খুতবা শুনেন।

সফরে কসর সালাতের বিবরণ

কস্‌র অর্থ কম করা। সফরে বের হলে সফরকালীন অবস্থায় কতিপয় সালাত কম করে পড়া যায় বলে তাকে কস্‌রের সালাত বলা হয়। সফরে কেবল চার রাক্‌'আতের জায়গায় দু' রাক্‌'আত পড়তে হবে। সফরে কস্‌র পড়াই উত্তম। কারণ নবী ﷺ সর্বদাই কসর পড়তেন।।[৫০৫] সফরে সুন্নাত সালাত অসুবিধা হলে না পড়াই ভালো, সুবিধা হলে পড়তে পারে। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সুন্নাত ও বিত্‌র সর্বদায় পড়তেন।[৫০৬] কতদূর গেলে সফর বলে গণ্য হবে এবং কসরের সালাত বৈধ হবে এরূপ কোন সীমা নাবী ﷺ নির্ধারণ করে দেননি। বরং কুরআন ও সহীহ হাদীসে শুধু সফর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই মানুষের কাছে সফর বলে মনে হয়- এমন দূরত্বে গেলেই কসরের সালাত পড়তে হবে।[৫০৭] নাবী ﷺ ও সাহাবীদের যুগে তিন মাইল, পাঁচ মাইল, দশ মাইল ইত্যাদি দূরত্বে নাবী ﷺ নিজে এবং প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ কসর সালাত আদায় করতেন।[৫০৮] কারণ ঐ দূরত্ব সে সময় তাদের কাছে সফর বলে গণ্য হত। কতদিনের সফরে গেলে কসর সালাত পড়বে এ বিষয়েও নাবী ﷺ কোন সময়সীমা নির্ধারণ করে দেননি, ফলে এ বিষয়ে বিভিন্ন দলীলের আকার ইঙ্গিতে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে আমার মনে হয়, যেহেতু ইসলামে (কুরআন ও সহীহ হাদীসে) স্পষ্টভাবে

[৫০৪] মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ- ২/১১০ পৃঃ, আইনী তুহফা- ২/১০০ পৃঃ।
[৫০৫] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪৭৮ পৃঃ।
[৫০৬] যাদুল মাআদ- ১/৪৭৩-৭৫ পৃঃ।
[৫০৭] যাদুল মায়াদ-১/৪৬৩ পৃঃ, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৮১ পৃঃ।
[৫০৮] ইরওয়াউল গালীল -৩/১৫-১৮ পৃঃ।

কোন সময়-সীমার বর্ণনা দেয়া হয়নি, সেহেতু কোন ব্যক্তি কোথাও স্থায়ী বসবাস বা দীর্ঘদিনের অবস্থানের উদ্দেশ্য ছাড়া যতদিনের জন্যই সফর করুক না কেন তার জন্য মুসাফির এর হুকুম প্রযোজ্য হবে এবং সে কসর সালাত আদায় করবে,[৫০৯] আল্লাহই ভাল জনেন। মুসাফির ব্যক্তি ইমাম হলে কসর সালাত আদায় করবে। কিন্তু মুকিম ব্যক্তির পিছনে মুসাফির ইকতেদা করলে মুকিম ইমামের মতই পূর্ণ সালাত আদায় করবে। এমন কি কিছু রাক'আত শেষ হওয়ার পর জামা'আতে যোগ দিলেও তাকে পূর্ণ সালাত আদায় করতে হবে– এটিই নাবী ﷺ-এর সুন্নাত।[৫১০]

তাহাজ্জুদ সালাতের ফযীলত ও নিয়মাবলী

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ফরয সালাতের পর সর্বত্তম সালাত হল রাতের সালাত।[৫১১] তিনি (ﷺ) বলেন : মহান আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাত্রের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে নিকটতম আসমানে অবতরণ করেন এবং এ বলে ঘোষণা দেন যে, আমাকে যে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব, আমার নিকট যে সওয়াল করে, আমি তাকে দিব। আমার নিকট যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আমি তাকে ক্ষমা করব।[৫১২] এতে প্রমাণিত হয় যে, রাতকে তিন ভাগ করে ২ ভাগ অতিবাহিত হওয়া থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উত্তম সময়। অবশ্য তাহাজ্জুদ সালাতের সময় 'ইশার সালাতের পর হতে ফজর হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, 'ইশার সালাত আদায়ের পর প্রথম রাতে বা মধ্য অথবা শেষ রাতে যে কোন সময়ে তাহাজ্জুদ পড়া যাবে।[৫১৩] তাহাজ্জুদ পড়লে নিয়মিত পড়া উচিত। কেননা আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক পছন্দনীয় 'স্থায়ী আমল', যদিও তা কম হয়।[৫১৪]

---

[৫০৯] ইরওয়াউল গালীল -৩/২৮ পৃঃ, সহীহ্ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৮৭পৃঃ।

[৫১০] সহীহ্ আবূ আওয়ানাহ, ইরওয়াউল গালীল- ৩/২১ পৃঃ।

[৫১১] সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১১৬৩, বুলূগুল মারাম- ১০৬ পৃঃ।

[৫১২] সহীহুল বুখারী হাঃ ১১৪৫, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৭৫৮, মিশকাত- ১০৯ পৃঃ।

[৫১৩] সহীহুল বুখারী হাঃ (১০৯০), সহীহ্ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪০০পৃঃ

[৫১৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৪৬৪, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৭৮৩, মিশকাত- ১১০ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন, তারপর অযূ করে সূরা আ-লি 'ইমরানের ১৯০ নং আয়াত হতে শেষপর্যন্ত পাঠ করে সালাত শুরু করতেন।[৫১৫]

তাহাজ্জুদের রাক্'আত সম্পর্কে 'আয়িশাহ্ বলেন : নবী 'ইশার পর হতে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে বিত্রসহ মাত্র ১১ রাক্'আত সালাত পড়তেন। প্রতি দু'রাক্'আতে সালাম ফিরাতেন এবং ১ বা ৩ রাক্'আত বিতর পড়তেন। তাহাজ্জুদে তাঁর সিজদাগুলো ৫০টি আয়াত তিলাওয়াতের সমপরিমাণ দীর্ঘ হতো। অতঃপর ফজরের আযান শুনে হালকা করে দুই রাক্'আত সুন্নাত পড়ে ডান কাতে শুতেন, এরপর যখন মুয়ায্যিন আসত তখন তিনি মাসজিদের দিকে বের হতেন।[৫১৬] 'আয়িশাহ্ বলেন : তিনি ( ) রামযান ও রামযান ছাড়া কখনো রাতে ১১ রাক্'আতের বেশী সালাত পড়তেন না।[৫১৭] এ ১১ রাক্'আত পড়া উত্তম, অবশ্য বিত্রসহ ৯ বা ৭ রাক্'আতও পড়া যায়।[৫১৮] শেষ রাতে জাগ্রত হওয়া নিশ্চিত হলে তাহাজ্জুদের পর বিত্র পড়বে, আর অনিশ্চিত হলে বিত্র পড়ে ঘুমাবে এরপর জাগ্রত হলে তাহাজ্জুদ পড়বে, এক্ষেত্রে পুনরায় বিত্র পড়তে হবে না।[৫১৯]

তাহাজ্জুদ ছুটে গেলে তার কাযা

'আয়িশাহ্ বলেন : অসুখে অথবা অন্য কারণে রাসূলুল্লাহ -এর রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) ছুটে গেলে তিনি দিনে ১১ রাক্'আতের পরিবর্তে ১২ রাক্'আত সালাত আদায় করতেন।[৫২০] দিনে, অর্থাৎ- দুপুর হওয়ার পূর্বেই।[৫২১]

---

[৫১৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৮৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৬৩, মিশকাত- ১০৬ পৃঃ।

[৫১৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৯৯৪, সহীহ মুসলিম, মিশকাত-১০৭ পৃঃ।

[৫১৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ১১৪৭, সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৩৮, যাদুল মা'আদ- ১/৩২৫ পৃঃ, বাংলা সহীহুল বুখারী ই.ফা. (হাঃ ১০৮১)।

[৫১৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ১১৩৯।

[৫১৯] সহীহ মুসলিম হাঃ- ৭৫৫, দ্রঃ সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৩৮৬ পৃঃ।

[৫২০] সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৯২,৭৪৬।

[৫২১] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪১৬ পৃঃ।

তারাবীহ্ সালাতের বিবরণ

রামাযান মাস ছাড়া বাকী এগারো মাসে 'ইশার সালাতের পর যে সালাত পড়া হয় তাকে হাদীসের পরিভাষায় 'সালাতুল লাইল', 'কিয়ামুল লাইল' এবং তাহাজ্জুদ বলা হয়। আর রামাযান মাসে রাত্রে যে সালাত পড়া হয় হাদীসে তাকে 'কিয়াম রামাযান' বলা হয়। সুতরাং কিয়াম রামাযান, কিয়ামুল লাইল, সালাতুল লাইল ও তাহাজ্জুদ একই সালাতের বিভিন্ন নাম। রামাযানের রাত্রে এ সালাতের ক্বিরাআত দীর্ঘ হওয়ার কারণে চার রাক্'আত পর পর একটু আরাম গ্রহণ করা হয়, এ আরামকে আরবী ভাষায় ترويحة তার্বীহাতুন, বহুবচনে تراويح তারা-বীহ বলা হয়। তাই রামাযানের রাত্রির সালাতকে আলেম সমাজ তারাবীহ নামে আখ্যায়িত করেছেন।

তারাবীহ্র গুরুত্ব সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন– যে ব্যক্তি ঈমান অবস্থায় নেকীর আশায় কিয়ামে রামাযান (তারাবীহ) আদায় করে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।[৫২২] সাহাবী আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে সারা রামাযানে মাত্র ২৩, ২৫ ও ২৭ রাতে জামাআতের সাথে কিয়ামে রামাযান (তারাবীহ) পড়িয়েছেন। এমনকি শেষ রাত্রিতে তাঁর পরিজনকেও ডেকে জামা'আতে শামীল করান।[৫২৩] 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তারাবীহর জামা'আতে লোক সমাগম প্রচুর হয়ে যাওয়ায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আর এ সালাত পড়াননি। বরং তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : আমার ভয় হচ্ছে যে, এটা তোমাদের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে, তাই আমি আর পড়াচ্ছি না।[৫২৪] সাহাবী জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযানে তাদেরকে ৮ রাক্'আত (তারাবীহ) ও ৩ রাক্'আত বিতর পড়ান। 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে

---

[৫২২] সহীহুল বুখারী হাঃ ২০০৯, সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৫৯, মিশকাত- ১৭৩ পৃঃ।

[৫২৩] আবূ দাউদ হাঃ ১৩৭৫, নাসায়ী হাঃ ১১০৫, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১৩২৭, তিরমিযী হাঃ ৮০৬, সহীহ-নায়লুল আওত্বার– ৩/৬৬ পৃঃ, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্– ৩/৩৩৭ পৃঃ, হাঃ ২২৫৬।

[৫২৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ১১২৯, সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৬১, আহমাদ, নায়লুল আওত্বার– ৩/৬৭ পৃঃ।

জিজ্ঞেস করা হল, রামাযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত কেমন ছিল? তিনি বলেন : রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসেও তাঁর (ﷺ) রাতের সালাত ১১ রাক্'আতের বেশী ছিল না, ৮ রাক্'আত (তাহাজ্জুদ/তারাবীহ) ও ৩ রাক্'আত বিত্র।[৫২৫]

আল্লামা আইনী হানাফী (রহঃ) বলেন : তারাবীর রাক্'আত সংখ্যায় আলিমদের কয়েক প্রকার অভিমত পাওয়া যায়। যেমন– ৪১ রাক্'আত বিতরসহ। ৩৯ রাক্'আত, ৪৭ রাক্'আত (৭ রাক্'আত বিত্র)। ৩৫ রাক্'আত (বিত্র ৩ রাক্'আত), ২৮ রাক্'আত, ২৪ রাক্'আত, ২০ রাক্'আত ও ১১ রাক্'আত।[৫২৬] এ সমস্ত বর্ণনা সম্পর্কে তিরমিযী শরীফের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার আল্লামা 'আবদুর রহমান মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন : কেবলমাত্র ১১ রাক্'আতের বর্ণনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে সহীহ সনদে (বিশুদ্ধ সূত্রে) পাওয়া যায়, আর 'উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু– তিনিও ১১ রাক্'আতের হুকুম দিয়েছিলেন। আর বাকী অতিরিক্ত সংখ্যার কোন একটির বর্ণনাও রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন রাযিয়াল্লাহু আনহুম হতে সহীহ সনদে পাওয়া যায় না।[৫২৭]

দেওবন্দের সবচেয়ে কৃতি ছাত্র ও উস্তায আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন : ২০ রাক্'আত সম্পর্কে যতগুলো হাদীস আছে সবগুলোর সনদই য'ঈফ (দুর্বল)। এগুলোর য'ঈফ হওয়া সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত। তাই এ কথা না মানার কোন উপায় নেই যে, নবী ﷺ-এর তারাবীহ ৮ রাক্'আত ছিল।[৫২৮] তারাবীহ সালাতের বিশেষ কোন দু'আ সহীহ হাদীসে প্রমাণিত নেই।[৫২৯]

---

[৫২৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ১১৪৭, ১/১৫৪ পৃঃ, সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৩৮, আহমাদ হাঃ ২৪০৭৩, সহীহ ইবনু হিব্বান হাঃ ২৬১৩, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ হাঃ ৭৯, আবূ দাউদ হাঃ ১৩৪১, তিরমিযী হাঃ ৪৩৯, নাসায়ী হাঃ ১৬৯৭।

[৫২৬] উমদাতুল কারী– ১১/১২৬ পৃঃ।

[৫২৭] তুহফাতুল আহ্ওয়াযী-৩/৬০৮ পৃঃ।

[৫২৮] আল-আরফুশ্শাযী– ৩০৯ পৃঃ।

[৫২৯] আইনী তুহফা– ২/১৬০ পৃঃ।

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদে যত বেশী কুরআন পড়া যায় তত ভাল। কিন্তু কুরআন খতম করতে হবে এমন কোন নিয়ম বা সুন্নাত নেই। বরং খতমের জন্য দ্রুততার সাথে মন্ত্রের মত কুরআন পড়া বড় অন্যায় এবং কুরআনের প্রতি অসুলভ আচরণ।

জানাযার সালাতের ফযীলত ও নিয়মাবলী

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর প্রত্যাশায় কোন মুসলিমের জানাযায় গিয়ে জানাযার সালাত পড়ে অতঃপর তার দাফনে শরীক হয়, সে যেন দু'কীরাত নেকী নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে; প্রতি কীরাত উহুদ পর্বতের সমান, আর যে শুধু জানাযা পড়ে দাফনের পূর্বে চলে আসে তার জন্য এক কীরাত নেকী।[৫৩০] তাই এখন আমাদের জানা প্রয়োজন জানাযার সুন্নাতী নিয়ম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে লাশকে গোসল ও কাফন পরিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আনা হতো, তখন তিনি তার ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন।[৫৩১] পরিশোধ করা হলে তিনি মহিলা লাশের মাঝ বরাবর[৫৩২] এবং পুরুষ লাশের মাথা বরাবর দাঁড়াতেন।[৫৩৩] নবী ﷺ হতে জানাযায় সানা পড়ার কোন সহীহ প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৫৩৪] নবী ﷺ জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়তেন।[৫৩৫] সাহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়া[৫৩৬] ও অন্য একটি সূরা পড়া সুন্নাত। আর এটা মানুষকে জানানোর জন্য তিনি উচ্চৈঃস্বরে পড়তেন।[৫৩৭] এটা শুধু মানুষকে জানানোর জন্য, মূলতঃ নিরবে পড়াই নবী ﷺ এর সুন্নাহ।[৫৩৮]

---

[৫৩০] সহীহুল বুখারী হাঃ ৪৭, সহীহ মুসলিম হাঃ ৯৪৫, মিশকাত- ১৪৪ পৃঃ।
[৫৩১] সহীহুল বুখারী হাঃ ২২৯৮, সহীহ মুসলিম হাঃ ১৬১৯, যাদুল মা'আদ- ১/৫০৪ পৃঃ।
[৫৩২] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম হাঃ ৯৬৪, আহকামুল জানায়েয- ১৪০ পৃঃ।
[৫৩৩] আবূ দাউদ হাঃ ৩১৯৪, তিরমিযী, যাদুল মা'আদ- ১/৫১২ পৃঃ, আহকামুল জানায়েয- ১৩৯ পৃঃ।
[৫৩৪] আহকামুল জানায়েয- ১৫১ পৃঃ।
[৫৩৫] তিরমিযী হাঃ ১০২৭, আবূ দাউদ হাঃ ৩১৯৬, মিশকাত- ১৪৬ পৃঃ।
[৫৩৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৭৩৭, সহীহ ইবনু হিব্বান হাঃ ৩০৭২, মিশকাত- ১৪৫ পৃঃ।
[৫৩৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৭৩৭, আবূ দাউদ হাঃ ৩১৯৬, তিরমিযী হাঃ ১০২৭, নাসায়ী হাঃ ১৯৮৬, দারাকুত্বনী, হাকিম, আহকামুর জানায়েয- ১৫১ পৃঃ, সহীহ নায়লুল আওত্বার- ৪/৬০ পৃঃ।
[৫৩৮] নাসায়ী হাঃ ১৯৮৯, সহীহ- আহকামুল জানায়েয- ১৫৪ পৃঃ।

অতঃপর দ্বিতীয় তাক্‌বীর দিয়ে সালাতে যে দরূদ পড়া হয়, অর্থাৎ দরূদে ইবরাহীম পড়তে হবে।[৫৩৯]

তারপর তৃতীয় তাক্‌বীর দিয়ে নিম্নের দু'আ পড়বে। মুহাদ্দিসকুল সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন : জানাযার দু'আর ব্যাপারে 'আওফ ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীসটি সবচেয়ে বিশুদ্ধ।[৫৪০]

'আওফ ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিম্নের দু'আটি জানাযায় পড়তে শুনেছি।[৫৪১]

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লাহূ ওয়ার্‌ হাম্‌হু, ওয়া 'আ-ফিহী ওয়া'ফু 'আন্‌হু, ওয়া আক্‌রিম নুযুলাহূ ওয়া ওয়াস্‌সি' মুদ্‌খালাহূ। ওয়াগ্‌সিল্‌হু বিল্‌মা-য়ি ওয়াস্‌ সাল্‌জি ওয়াল্‌ বারাদি। ওয়া নাক্‌কিহী মিনাল খাতা-য়া কামা- নাক্‌কাইতাস্‌ সাওবাল আব্‌ ইয়াযা মিনাদ্‌ দানাস। ওয়া আব্‌দিলহু দা-রান খাইরাম্‌ মিন দা-রিহী ওয়া আহ্‌লান খাইরাম্‌ মিন আহ্‌লিহী ওয়া যাওজান খাইরাম্‌ মিন যাওজিহী, ওয়া আদ্‌খিল্‌হুল জান্নাতা ওয়াআ 'ইয্‌হু মিন 'আযা-বিল ক্বাব্‌রি ওয়া মিন 'আযা-বিন্‌ না-র।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাকে মাফ কর, তার উপর রহম কর, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখ, তাকে মাফ কর, মর্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা কর। তার বাসস্থানটা প্রশস্ত করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও পানি,

---

[৫৩৯] কিতাবুল উম্ম, বায়হাক্বী, যাদুল মা'আদ- ১/৫০৫ পৃঃ।

[৫৪০] তালখীসুর হাবীর- ১৬১ পৃঃ।

[৫৪১] সহীহ মুসলিম হাঃ ৯৬৩, আহমাদ হাঃ ২৩৯৭৫, মিশকাত- ১৪৫ পৃঃ।

বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ্ হতে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেমন তুমি সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার কর। আর এর পার্থিব ঘরের বদলে তুমি তাকে একটি উত্তম ঘর দান কর এবং তার পরিবারের বদলে এক উত্তম পরিবার এবং জুড়ির বদলে এক উত্তম জুড়ি দান কর। আর তাকে তুমি জান্নাতে দাখিল কর এবং কবরের 'আযাব ও জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে তাকে মুক্তি দাও।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন জানাযার সালাত পড়াতেন তখন এই দু'আ পড়তেন।[৫৪২]

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ اللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্ ফির্লী হাইয়্যিনা- ওয়া মাইয়্যিতিনা- ওয়া শা-হিদিনা- ওয়া গা-য়িবিনা- ওয়াসাগীরিনা- ওয়াকাবীরিনা- ওয়াযাকারিনা- ওয়া উন্সা-না-। আল্লা-হুম্মা মান্ আহ্ইয়াইতাহূ মিন্না- ফাআহ্য়িহী 'আলাল্ ইস্লা-ম। ওয়ামান তাওয়াফ্ফাইতাহূ মিন্না- ফাতাওয়াফ্ফাহূ 'আলাল ঈমা-ন আল্লা-হুম্মা লা- তাহ্রিম্না- আজ্রাহূ ওয়ালা- তাফতিন্না- বা'দাহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত এবং (এই জানাযায়) উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আর আমাদের ছোট ও বড় এবং আমাদের নর ও নারী সবাইকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে তুমি যাকে বাঁচিয়ে রাখবে তাকে ইসলামের উপরে বাঁচিয়ে রাখ এবং তুমি যার মৃত্যু চাও তাকে তুমি ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও। আল্লাহ এ লাশের প্রতিদান থেকে তুমি আমাদের বঞ্চিত করো না এবং এর পরে আমাদেরকে ফেতনায়ও ফেল না।

---

[৫৪২] আহমাদ হাঃ ৩০৭০, আবূ দাউদ হাঃ ৩২০১, তিরমিযী হাঃ ১০২৪, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ১৪৯৮, নাসায়ী হাঃ ১৯৮৬, মিশকাত- ১৪৬ পৃঃ (সহীহ)।

দু'আ পাঠের পর নবী ﷺ তাক্‌বীর দিয়ে ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন।[৫৪৩] শুধু ডান দিকে এক সালামে জানাযার সালাত সম্পন্ন করাও নবী ﷺ হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত।[৫৪৪]তিনি (ﷺ) প্রতি তাক্‌বীর বলার সময় দু'হাত তুলতেন, এ হাদীস য'ঈফ (দুর্বল), কিন্তু তাঁর একনিষ্ঠ সাহাবী ও হুবহু অনুসারী আনাস এবং ইবনে 'উমার রাঃ যখনই তাকবীর দিতেন তখনই দু'হাত তুলতেন।[৫৪৫] তাই হাত তুলাও বৈধ হবে। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন : দু'আর মধ্যে যে সর্বনামসমূহ রয়েছে তা মহিলা ব্যক্তি হলেও আলাদা করে বলতে হবে না, কেননা সর্বনামের প্রত্যাবর্তন স্থল হল মাইয়্যেত বা লাশ যা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।[৫৪৬] জানাযায় কমপক্ষে তিনটি কাতার হওয়া উত্তম।[৫৪৭]

জানাযার কতিপয় মাস্‌আলাহ্

১। স্বামী আপন মৃত স্ত্রীকে এবং স্ত্রী আপন মৃত স্বামীকে গোসল দিবে– এটাই (অন্যের চেয়ে) উত্তম।[৫৪৮]

২। মানুষের শিক্ষার উদ্দেশে জানাযার সূরা ও দু'আ স্বরবে পড়া যায়।[৫৪৯]

৩। সন্তান ভূমিষ্ট হলে তার জানাযা পড়তে হবে যদিও মৃত হয় এবং তার পিতা-মাতার জন্য দু'আ করতে হবে।[৫৫০]

৪। মেয়েরা আলাদা জামা'আত করে অথবা পর্দার সাথে পুরুষদের জামা'আতে জানাযা পড়তে পারে।[৫৫১]

---

[৫৪৩] যাদুল মা'আদ- ১/৪৯২ পৃঃ, আহ্‌কামুল জানায়েয- ১৬২ পৃঃ।
[৫৪৪] দারাকুতনী হাঃ ১৯১, হাকিম- সহীহ, আহ্‌কামুল জানায়েয- ১৬৩পৃঃ।
[৫৪৫] বাইহাকী সহীহ, যাদুল মা'আদ- ১/৪৯২ পৃঃ।
[৫৪৬] নায়লুল আওত্বার- ৪/৬৫ পৃঃ।
[৫৪৭] আবূ দাউদ হাঃ ৩১৫০, তিরমিযী হাঃ ১০৩৩, সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ্- ১/৬৪১ পৃঃ।
[৫৪৮] আহমাদ হাঃ ২৫৯০৮, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ১৪৬৫, আবূ দাউদ, নায়লুল আওত্বার- ৪/৪৫৯ পৃঃ, মিশকাত- হাসান, হাঃ ৫৯৭১, ইরওয়া হাঃ ৭০০।
[৫৪৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৭৩৭, আবূ দাউদ হাঃ ৩১৯৬, তিরমিযী, নাসায়ী, নায়লুল আওত্বার– ৪/৬০ পৃঃ।
[৫৫০] আহমাদ হাঃ ১৮১৭৪, আবূ দাউদ হাঃ ৩১৮০, তিরমিযী সহীহ, নায়লুল আওত্বার- ৪/৪৫ পৃঃ, মিশকাত হাঃ ১৬৬৭।

৫। জানাযা লাশসহ মাসজিদের ভিতরে পড়া যায়।[৫৫২]

৬। বিশেষ ব্যক্তিদের গায়েবী জানাযা পড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে প্রমাণিত, ইমাম যায়লা'ঈ হানাফী (রহঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বাদশাহ নাজাশীহ ছাড়াও অন্য গায়েবী জানাযা পড়েছেন।[৫৫৩]

৭। আত্মহত্যাকারী, বেনামাযী ও চোর, ডাকাতের (গুণাহগার মুসলমানের) জানাযা ইমাম ও পরহেজগার আলেমগণ পড়াবেন না। কেবল সাধারণ মানুষ পড়বে। যাতে অন্য লোকেরা সাবধান হয়ে যায় ও শিক্ষা গ্রহণ করে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জানাযা পড়েননি। কিন্তু অন্যদেরকে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন।[৫৫৪]

মৃতব্যক্তির গোসল ও কাফন পরানোর নিয়ম

মৃতব্যক্তিকে গোসল দেয়া জীবিতদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। নিম্ন পদ্ধতিতে গোসল দেয়া সুন্নাত। গোসলের পানিতে বরই পাতা বা সাবান জাতীয় কিছু মিশ্রিত করে *বিসমিল্লা-হ* বলে মৃত ব্যক্তির ডান পার্শ্ব হতে অযূর অঙ্গসমূহ ধৌত করার মাধ্যমে শরীরে পানি দেয়া এবং হাতে কাপড় নিয়ে অতি নম্রতার সাথে শরীরে হাত বুলিয়ে পরিষ্কার করা, এরপর বাম পার্শ্ব একই নিয়মে পরিষ্কার করা। অবশ্য গোসল শুরু করার পূর্বে মৃত ব্যক্তিকে আড়ালে ও শরীরের উপর কাপড় রেখে পরিধেয় বস্ত্র সরিয়ে নিতে হবে এবং লজ্জাস্থান ভালভাবে আবৃত করে নিতে হবে। গোসলের পানি সর্বনিম্ন তিনবার দিবে, প্রয়োজনে ততোধিক দিবে তবে যেন বেজোড় সংখ্যা হয় এবং শেষ বারের পানিতে কর্পূর বা সুগন্ধি মিশানো হয়। (অবশ্য মুহরিম ব্যক্তির জন্য কর্পূর বা সুগন্ধি নিষিদ্ধ।) গোসলের সময়

---

[৫৫১] সহীহ মুসলিম হাঃ ৯৭৩, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৬৪২ পৃঃ।

[৫৫২] সহীহ মুসলিম হাঃ ৯৭৩, আবূ দাউদ হাঃ ৩১৭৩, যাদুল মাআদ- ১/৫০০ পৃঃ।

[৫৫৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৩২০, সহীহ মুসলিম হাঃ ৯৫১, মিশকাত- ১৪৪ পৃঃ, নাসবুর রায়াহ- ২/২৮৪ পৃঃ, ফাতাওয়া ও মাসায়েল- ৮২ পৃঃ।

[৫৫৪] আহমাদ, সহীহ মুসলিম হাঃ ১১৬, ৯৭৮, সুনানে আরবা'আ, নায়লুল আওত্বার– ৪/৪৮৩ পৃঃ, যাদুল মা'আদ- ১/৫১৫-৫১৭ পৃঃ।

মেয়েদের মাথার চুলের খোপা বা বেনী ভালভাবে খুলে দিতে হবে এবং গোসল শেষে চিরুনী করে চুলগুলো পিছন দিকে দিতে হবে।[৫৫৫] যুদ্ধ নিহত শহীদের কোন গোসল দিতে হবে না।[৫৫৬]

কাফনের পদ্ধতি

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর কাফন পরানো ওয়াজিব।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) বলেন : নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে তিন খানা সাদা ইয়ামেনী সুতী কাপড়ে কাফন পরানো হয়, যাতে কোন জামা ও পাগড়ী ছিল না।[৫৫৭] এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয়, পুরুষের কাফন তিনটি কাপড় দিয়ে হবে। নারীদের জন্য সহীহ্ হাদীসে পৃথক কোন নিয়ম পাওয়া যায় না, আর পাঁচ কাপড়ের হাদীসটি দুর্বল।[৫৫৮] মোটকথা, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই তিনটি করে কাপড় দিতে হবে।

কবর বাঁধাই করার বিধান

কবরকে উঁচু করে তার উপর ঘর তৈরি করা, পাথর, ইট ইত্যাদি দিয়ে তাঁবুর মতো তৈরি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও বিদ্'আত। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু 'আনহু)-কে গম্বুজবিশিষ্ট কবর ভেঙ্গে সমান করে দিতে এবং চুনা করা, ঘর তৈরি করা ও নাম ঠিকানা লিখে রাখাকে নিষিদ্ধ করার জন্য ইয়ামেনে প্রেরণ করেন।[৫৫৯] আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরকে মাসজিদ হিসেবে গ্রহণ করতে, (অর্থাৎ কবরকে নামাযের বা সাজ্দার স্থান বানাতে) এবং কবরকে উৎসবস্থল বানাতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন ও তাদের প্রতি

---

[৫৫৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ১২৬০, সহীহ্ মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী- আহ্কামুল জানায়েয- ৬৪-৭৪ পৃঃ।

[৫৫৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৩৪৬, আহ্কামুল জানায়েয- ৭২ পৃঃ।

[৫৫৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ১২৬৪, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৯৪১।

[৫৫৮] সহীহ্ ফিকহুস্ সুন্নাহ্- ১/৬৩৩ পৃঃ।

[৫৫৯] সহীহ্ মুসলিম হাঃ ৯৬৯, আবূ দাউদ হাঃ ৩২১৮, নাসায়ী হাঃ ২০৩১, যাদুল মা'আদ- ১/৫২৪ পৃঃ।

অভিসম্পাত করেছেন।[৫৬০] তাই এ সমস্ত গুনাহের কাজ হতে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা উচিত।

অসুস্থ ব্যক্তির সালাতের বিবরণ

নবী ﷺ বলেন : অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে, না পারলে বসে পড়বে আর রুকূ' সিজদা করতে না পারলে মাথার ইশারায় রুকূ' সিজদা করবে, সিজদার জন্য মাথা একটু বেশী ঝুঁকাবে। এতেও না পারলে ডান কাতে কিবলামুখী হয়ে শুয়ে ইশারায় সালাত পড়বে।[৫৬১]

অনেক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখা যায়, তারা বালিশ বা টেবিলের উপর মাথা দিয়ে সিজদা দেয়, যা ঠিক নয় বরং নিষিদ্ধ। বিস্তারিত 'সিজদার আলোচনায়' দ্রষ্টব্য।[৫৬২]

ইশ্‌রাকের সালাতের বিবরণ

আরবী ভাষায় ইশ্‌রাক শব্দের অর্থ আলোকিত হওয়া। সূর্য উদয়ের পর আলোকিত হলে যে সালাত পড়া হয় আলিম সমাজের পরিভাষায় তাকে ইশ্‌রাকের সালাত বলা হয়। জাবির ইবনে সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন : সূর্য ভালভাবে উঠার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত সালাত পড়তেন।[৫৬৩] আর এ সালাত ২ রাক্'আতের বেশী বলে হাদীসে প্রমাণ নেই।[৫৬৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের সালাত আদায় করতঃ সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিক্‌র আয্‌কারে রত থাকবে, অতঃপর (ভালভাবে সূর্য উদয় হলে) দু'রাক্'আত সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাকে একটি পরিপূর্ণ হাজ্জ ও 'উমরার সাওয়াব দান করবেন।[৫৬৫]

---

[৫৬০] সহীহ মুসলিম হাঃ ৫৩১, আবূ দাউদ হাঃ ৩২২৭, যাদুল মা'আদ- ১/৫২৬ পৃঃ।

[৫৬১] সহীহুল বুখারী হাঃ ১১১৭, আবূ দাউদ হাঃ ৯৫২, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ১২২৩, নায়লুল আওত্বার- ৩/১৯৮ পৃঃ।

[৫৬২] এ গ্রন্থের 'বালিশ ও টেবিলের উপর সিজদাহ চলবে না' শিরোনাম দ্রঃ।

[৫৬৩] আবূ দাউদ- ১/১৮৩ পৃঃ।

[৫৬৪] আইনী তুহফা- ২/১৬৩ পৃঃ।

[৫৬৫] তিরমিযী হাঃ ৫৮৬, সহীহ আল জামে সগীর- ২/১০৯৬, সহীহ আত্ তারগীব হাঃ ৪৬৪।

চাশ্ত বা আউয়াবীনের সালাত

বিভিন্ন হাদীসে যে সালাতকে সালাতুয্ যুহা বলা হয়েছে ফারসী ভাষায় তাকে চাশ্তের নামায বলা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : উটের বাচ্চা যখন বালু গরম হওয়ার কারণে মায়ের কোল ছেড়ে দৌড়ে পালায় (উত্তাপের কারণে), তখন সালাতুল আওয়াবীন-এর সময় হয়।[৫৬৬] এতে প্রমাণিত হয় যে, সালাতুয্ যুহা বা চাশ্ত নামাযের অপর নাম সালাতুল আওয়াবীন, যা সূর্যের তাপে জমিন উত্তপ্ত হওয়ার পর পড়তে হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের সময় প্রায় ৯টা হতে মধ্যাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা চলে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া আছে, তার কর্তব্য হল প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করে সাদকাহ করা। সাহাবীরা বললেন : হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কার শক্তি আছে এ কাজ করার? তিনি (ﷺ) বলেন : মসজিদে থুথু পড়ে থাকলে তা মুছে দেয়া এবং পথ হতে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া, যদি এটা না পারো তাহলে চাশ্তের দু'রাক্'আত সালাত আদায় করা সাদকার জন্য যথেষ্ট।[৫৬৭] তিনি (ﷺ) চাশ্তের সালাত– ২, ৪, ৬, ৮, ১০ ও ১২ রাক্'আত পর্যন্ত পড়েছেন।[৫৬৮] তাই যে কোন সংখ্যা পড়া যায়। ৮ রাক্'আত পড়লে প্রতি দু'রাক্'আতে সালাম ফিরাতেন। কখনো তিনি (ﷺ) চাশ্তের জামা'আত করেছেন।[৫৬৯]

নোট : মাগরিবের পরে ৬ রাক্'আত সালাতকে সালাতুল আওয়াবীন বলা হয়। এটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং মানুষের বানানো। মূলতঃ সালাতুল আওয়াবীন হল সালাতুয্ যুহা বা চাশ্তের সালাতের বিকল্প নাম।

---

[৫৬৬] সহীহ মুসলিম হাঃ ৭৪৮, মিশকাত হাঃ ১৩১২, ১১৬ পৃঃ।
[৫৬৭] আবূ দাউদ হাঃ ৫২৪২, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ হাঃ ১২২৬, মিশকাত হাঃ ১৩১৫, ১১৬ পৃঃ।
[৫৬৮] যাদুল মা'আদ- ১/৩৫১ পৃঃ।
[৫৬৯] সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্- ২/২৩২-২৩৪ পৃঃ, যাদুল মা'আদ- ১/৩৫৫ পৃঃ।

ইস্তিস্কা বা পানি চাওয়ার সালাত

ইস্তিস্কা শব্দের অর্থ হল পানি প্রার্থনা করা। হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন : এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সালাত ও দু'আর ৬টি নিয়ম প্রমাণিত।[৫৭০] নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল :

১। জুমু'আর খুত্বার মধ্য সময়ে জনৈক সাহাবী বৃষ্টির আবেদন করলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে অবস্থায় ইস্তিস্কার জন্য দু'হাত লম্বা করে উত্তোলন করে নিম্নের দু'আ পাঠ করেন, সাথে সাথেই বৃষ্টি শুরু হয় যা সপ্তাহব্যাপী ছিল।[৫৭১]

اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আগিস্না-, আল্লা-হুম্মা আগিস্না-, আল্লা-হুম্মা আগিস্না-, আল্লা-হুম্মাস্ক্বিনা-, আল্লা-হুম্মাস্ক্বিনা-, আল্লা-হুম্মাস্ক্বিনা- ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন। (৩ বার)

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পানি পান করান। (৩ বার)

ইস্তিস্কার দু'আতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাহাবীরাও হাত তুলতেন ও 'আমীন' বলতেন।[৫৭২]

২। 'আয়িশাহ্ রাযিয়াল্লা-হু আন্হা বলেন : একদা লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দিন নির্দিষ্ট করে সূর্যোদয়ের পরে মিম্বার সহকারে ইদগাহে গেলেন এবং মিম্বারে বসলেন, তারপর তিনি তাকবীর দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে বললেন : তোমরা তোমাদের এলাকার দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করেছ, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাঁর কাছে দু'আ করতে বলেন এবং তিনি তোমাদের দু'আ কবূল করার ওয়াদা করেছেন।

---

[৫৭০] যাদুল মা'আদ- ১/৪৫৬ পৃঃ।

[৫৭১] সহীহুল বুখারী হাঃ ১০১৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৯৭, নাসায়ী হাঃ ১৫১৮, যাদুল মা'আদ- ১/৪৫৬ পৃঃ।

[৫৭২] সহীহুল বুখারী হাঃ ১০২৯, নায়লুল আওত্বার- ৪/৯ পৃঃ।

তারপর তিনি (ﷺ) এ দু'আ পড়েন :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلٰى حِيْنٍ.

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন, আর্ রাহ্‌মা-নির্ রাহীম, মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন, লা- ইলা-হা ইল্লা-ল্লা-হু, ইয়াফ্'আলু মা-ইউরীদ, আল্লা-হুম্মা আন্‌তাল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তাল গানীয়্যু ওয়া নাহ্‌নুল্ ফুক্বারাউ, আন্‌যিল 'আলায়নাল গায়সা ওয়াজ্'আল মা-আন্‌যাল্‌তা লানা- কূয়াতাওঁ ওয়া বালা-গান্ ইলা- হীন।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক। যিনি অতীব দয়ালু ও দাতা, বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন উপাস্য নেই। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করেন, হে আল্লাহ! আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আপনি পরমুখাপেক্ষীহীন আর আমরা ফকীর-মিসকীন, আপনি আমাদের ওপর বৃষ্টি নাযিল করুন এবং যা নাযিল করবেন তাতে আমাদের জন্য এক যুগ পর্যন্ত শক্তির উৎস ও উপকারী বানিয়ে দিন।

দু'আ পড়ার পর দু'হাত এতটা তুলতেন যে, তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখা যেতে লাগল। তারপর তিনি লোকদের দিকে পিঠ ফিরালেন এবং কিবলামুখী হয়ে ডান-বামে, বাম-ডানে ও উপর নিচ করে নিজের চাদর উল্টালেন, তখনো তিনি দু'হাত উঠানো অবস্থায় ছিলেন। তারপর তিনি আবার লোকদের দিকে মুখ করলেন এবং মিম্বর হতে নেমে তাদেরকে নিয়ে দু'রাক্'আত সালাত পড়ালেন, ফলে প্রচুর বৃষ্টি হল। বৃষ্টির কারণে লোকদের ছুটাছুটি দেখে তিনি (ﷺ) এত হাসলেন যে, তাঁর সামনের দাঁত বেরিয়ে পড়ল।[৫৭৩] এ সালাতের জন্য কোন আযান ইক্বামাত ছিল

[৫৭৩] আবূ দাঊদ হাঃ ১১৭৩, মিশকাত- ১৩২ পৃঃ। সহীহ, তাহক্বীক মিশকাত (হাঃ ১৫০৮)।

না। প্রথম রাক্'আতে সূরা আ'লা- ও ২য় রাক্'আতে সূরা গা-শিয়াহ্ পড়েন, আর ক্বিরাআত স্বরবে পড়েছিলেন।[৫৭৪]

ইস্তিস্ক্বার খুত্বার বিবরণ

নবী ﷺ কখনো সালাতের পূর্বে খুত্বাহ্ দিতেন ও দু'আ করতেন, আবার কখনো সালাতের পর খুত্বাহ্ দিতেন ও দু'আ করতেন।[৫৭৫] তাই ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন : খুত্বাহ্ সালাতের আগে-পরে উভয়ই জায়িয, একটা অপরটার চেয়ে উত্তম নয়।[৫৭৬]

ইস্তিস্ক্বার কতিপয় মাস্আলা

নবী ﷺ ইস্তিস্ক্বার জন্য পুরনো কাপড় পরে বিনয় নম্রতা সহকারে জড়-সড় হয়ে কাঁদ-কাঁদভাবে মাঠের দিকে রওয়ানা হতেন এবং খুব বিনয়-নম্রতার সাথে সালাত পড়তেন।[৫৭৭] তিনি (ﷺ) ঈদের মাঠে ইস্তিস্ক্বার সালাত পড়তেন।[৫৭৮] দু'আর জন্য হাতের পিঠ আসমানের দিকে করে দু'হাত মুখ বরাবর তুলতেন।[৫৭৯]

ইস্তিস্ক্বার কতিপয় দু'আ

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাস্ক্বি 'ইবা-দাকা ওয়া বাহীমাতাকা ওয়ান্শুর রাহ্মাতাকা ওয়া আহ্য়ি বালাদাকাল মাইয়্যিত।

---

[৫৭৪] আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ, যাদুল মা'আদ- ১/৪৫৬ পৃঃ।

[৫৭৫] আহমাদ হাঃ ১৬৪৬৬, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, নায়লুল আওত্বার- ৪/৩-৫ পৃঃ, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৪০ পৃঃ।

[৫৭৬] নায়লুল আওত্বার- ৪/৩-৫ পৃঃ।

[৫৭৭] আবূ দাউদ হাঃ ১১৬৫, তিরমিযী হাঃ ৫৫৮, নাসায়ী হাঃ ১৫০৮, মিশকাত- ১৩১ পৃঃ, সহীহ-ইরওয়া হাঃ ৬৬৯।

[৫৭৮] আবূ দাউদ হাঃ ১১৬৫, তিরমিযী হাঃ ৫৫৮, মিশকাত- ১৩১ পৃঃ, সহীহ- ইরওয়া হাঃ ৬৬৫।

[৫৭৯] সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৯৬, মিশকাত- ১৩১ পৃঃ।

Contents

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাদেরকে এবং জন্তুদেরকে পানি পান করাও এবং তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও আর তোমার মৃত শহরকে (বৃষ্টির দ্বারা) জীবিত করে দাও ।[৫৮০]

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাস্‌ক্বিনা- গাইসাম্ মুগীসান, মারীআন মারী'আ, না-ফি'আন গায়রা যা-র্‌রিন 'আ-জিলান গায়রা আ-জিলিন ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি পান করাও যা ফরিয়াদ দূরকারী, পিপাসা নিবারণকারী, স্বাচ্ছন্দ্য দানকারী ও শস্য উৎপাদনকারী, উপকারী, অপকারী নয়, শীঘ্রই আগমনকারী, বিলম্বকারী নয় ।[৫৮১]

এছাড়াও ইস্তিস্‌ক্বার সালাতের পদ্ধতি আলোচনায় বর্ণিত দু'আ দু'টিও ইস্তিস্‌ক্বার অন্যতম দু'আ ।

অতি বৃষ্টি বন্ধের দু'আ

সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর নিকট অতি বৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি ﷺ এ দু'আ করতেন :

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না- ওয়ালা- 'আলায়না আল্লা-হুম্মা 'আলাল্ আকা-মি ওয়ায্ যিরা-বি ওয়া বুতূনিল আও্‌দিয়াতি ওয়া মানা-বিতিশ্ শাজার ।

---

[৫৮০] মুয়াত্তা মালিক, আবূ দাউদ হাঃ ১১৭৬, মিশকাত- ১৩২ পৃঃ- হাসান, তাহাকীক মিশকাত হাঃ ১৫০৬ ।

[৫৮১] আবূ দাউদ হাঃ ১১৬৯, মিশকাত- ১৩২ পৃঃ, সহীহ তাহক্বীক মিশকাত হাঃ ১৫০৭ ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে পানি বর্ষাও, আমাদের উপর বর্ষণ করো না। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, নদী-নালা, খাল-বিল, বন-জঙ্গল, বৃক্ষ উৎপাদনের জায়গায় পানি বর্ষণ কর।[৫৮২]

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সালাত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে দু'টি বিশেষ নিদর্শন। কার মৃত্যু ও জন্মের কারণে এরা গ্রহণগ্রস্ত হয় না। যখন তোমরা ঐ গ্রহণ দেখবে তখন তা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নিকট দু'আ প্রার্থনা কর, তাকবীর বলো, দান-সাদকা কর এবং সালাত পড়তে থাক।[৫৮৩] চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সালাত জামা'আতে পড়ার জন্য মানুষদেরকে ঘোষণা দিতে হবে।[৫৮৪] জামা'আত মাসজিদ ও ঈদগাহ উভয় স্থানে পড়া যায়।[৫৮৫]

সালাত আদায়ের নিয়ম হল :

সালাত শুরু করে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর দীর্ঘ ক্বিরাআত পড়তঃ রুকূ' করতে হবে, রুকূ' থেকে দাঁড়িয়ে আবার সূরা ফাতিহাসহ ক্বিরাআত, অতঃপর ২য় রুকূ'। ২য় রুকূ' থেকে উঠে যথাযথ নিয়মে সিজদার কাজ সমাধা করতঃ পুনরায় প্রথম রাক্'আতের ন্যায় দু'রুকূ' বিশিষ্ট (পূর্ব নিয়মে) ২য় রাক্'আত সমাপ্ত করে সালাম ফিরাতে হবে। প্রথম রাক্'আতের তুলনায় ২য় রাক্'আত হালকা হবে।[৫৮৬] নবী ﷺ এ সালাতের পরে খুত্বাহ্ দিতেন।[৫৮৭] তিনি (ﷺ) প্রথম রাক্'আতে সূরা

---

[৫৮২] সহীহুল বুখারী হাঃ ১০১৪, ১/১৩৭ পৃঃ।
[৫৮৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ১০৪৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ৯০১, আহমাদ, নায়লুল আওত্বার- ৩/৩৩৪ পৃঃ।
[৫৮৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ১০৪৫, সহীহ মুসলিম, আহমাদ, নায়লুল আওত্বার- ৩/৩২৫ পৃঃ।
[৫৮৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ১০৫৬, আহমাদ, নায়লুল আওত্বার- ৩/৩৩২ পৃঃ।
[৫৮৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ১০৪৬, সহীহ মুসলিম হাঃ ৯০১, মিশকাত- ১২৯ পৃঃ, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৩৮ পৃঃ।
[৫৮৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ১০৪৫।

'আনকাবূত এবং ২য় রাক্'আতে সূরা রূম কিংবা লুক্বমান পড়তেন।[৫৮৮] ক্বিরাআত স্বরবে পড়তেন।[৫৮৯]

ইস্তিখারার সালাতের বিবরণ

ইস্তিখারা অর্থ কোন বিষয়ে আল্লাহর কাছে ভাল সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করা। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাওয়ার আগে সে জন্য ইস্তিখারা করা উচিত। ইস্তিখারার নিয়ম সম্পর্কে সাহাবী জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে ইস্তিখারা করার শিক্ষা ঐভাবে দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– যখন তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করবে, তখন সে যেন ফরয সালাত ছাড়া দু' রাক্'আত (নফল) সালাত পড়ে, তারপর নিম্নের দু'আটি পড়ে।[৫৯০]

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ.

---

[৫৮৮] দারাকুতনী, বায়হাক্বী, তালখীসুল হাবীর- ১৪৮ পৃঃ, আইনী তুহফা- ২/২১১ পৃঃ।
[৫৮৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ১০৬৫, আহমাদ, তিরমিযী সহীহ, নায়লুল আওত্বার- ৩/৩৩২ পৃঃ।
[৫৯০] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩৮২, আবূ দাউদ হাঃ ১৫৩৮, মিশকাত- ১১৬ পৃঃ।

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌তাখীরুকা বি'ইল্‌মিকা ওয়া আস্‌তাক্বদিরুকা বিকুদ্‌রাতিকা ওয়া আস্‌আলুকা মিন ফায্‌লিকাল 'আযীম; ফা ইন্নাকা তাক্‌দিরু ওয়ালা- আক্‌দিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আন্‌তা 'আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন্‌ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-যাল আম্‌রা **("হা-যাল আম্‌রা" বলার সময় নিজের প্রয়োজনের কথা মনে করবে)** খায়রুন লী ফী দীনী ওয়ামা 'আ-শী ওয়া 'আ-কিবাতি আম্‌রী আও ফী 'আ-জিলি আম্‌রী ওয়া আজিলিহি ফাক্‌দুরহু লী ওয়া ইয়াস্‌সিরহু লী সুম্মা বা-রিক্‌লী ফীহ, ওয়া ইন্‌ কুন্‌তা তা'লামু আন্না হা-যাল আম্‌রা **(এখানেও পুনরায় নিজের প্রয়োজনের কথা মনে করবে)** শার্‌রুল্‌ লী ফী দীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-কিবাতি আম্‌রী আও ফী 'আ-জিলি আম্‌রী ওয়া আ-জিলিহি ফাসরিফ্‌হু 'আন্নী ওয়াস্‌রিফ্‌নী 'আন্‌হু ওয়াক্‌দুর লিয়াল খায়রা হায়সু কা-না সুম্মা আরযিনী বিহ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের মাধ্যমে তোমার কাছে ভালটা জানতে চাচ্ছি এবং তোমার শক্তির বদৌলতে তোমার কাছে শক্তি কামনা করছি, আর তোমার কাছে তোমারই মহানুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কারণ নিশ্চয়ই তুমি শক্তির অধিকারী, কিন্তু আমি মোটেই শক্তি রাখি না এবং তুমি সবই জান, আমি কিছুই জানি না। আর তুমি তো অদৃশ্যেরও জ্ঞানী। (তাই) হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, এ কাজটা আমার জন্য ভাল হবে আমার দীনী ও দুনিয়াবী জীবনে এবং পরিণামে কিংবা আমার জলদি কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে ঐ কাজের শক্তি আমাকে দাও এবং তা আমার জন্য সহজ করে দাও। তারপর সেটাতে আমার জন্য বরকত দান কর।

আর যদি তুমি জান যে, এই কাজটা আমার জন্য মন্দ হবে, আমার ধর্ম ও পার্থিব জীবনে এবং শেষ পরিণামে কিংবা জলদি কাজে ও বিলম্বিত কাজে তাহলে তাকে আমার থেকে দূরে সরিয়ে দাও, আমাকেও তা থেকে দূরে রাখ। আর আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ কর, তা যেখানেই আছে। তারপর তা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করাও।

নোট : এই দু'আ পড়ার সময় هٰذَا الْأَمْرَ *(হা-যাল আম্‌রা)* শব্দের জায়গায় ঐ কাজটা উল্লেখ করতে হবে, (যে জন্য ইস্তিখারা করবে)।[৫৯১] ইস্তিখারার সালাত দিন ও রাতে যখন ইচ্ছা পড়া যায়। ইস্তিখারার পর শরীয়তসম্মত যে কাজের দিকে মন টানে সেটা করা উচিত। স্বপ্নে কিছু দেখা যাবে এরূপ ধারণা দলীলসম্মত নয়।[৫৯২]

সালাতুত্ তাসবীহ'র বিবরণ

এ সালাতে বেশী বেশী তাসবীহ পড়া হয়, তাই এ সালাতকে সালাতুত্ তাসবীহ বলা হয়। একদা নবী ﷺ তাঁর চাচা 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন : হে 'আব্বাস! হে চাচা! আমি কি আপনাকে উপহার দিব না? আমি কি আপনাকে দান করব না? আমি কি আপনাকে খবর দিব না? আমি কি আপনার সাথে দশটা অভ্যাসের চর্চা করব না, যা আপনি করলে আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রথম ও শেষের এবং নতুন ও পুরাতন, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত, ছোট ও বড়, গোপন ও প্রকাশ্য গোনাহ মাফ করে দিবেন? তাহলে আপনি চার রাক্'আত সালাত পড়ুন, প্রত্যেক রাক্'আতে সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা পড়ুন। অতঃপর প্রথম রাক্'আতের ক্বিরাআত পড়া যখন শেষ করবেন তখন দাঁড়ানো অবস্থায় বলবেন :

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাল্লা-হি ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আক্‌বার। (এটা ১৫ বার)

অর্থ : আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আর আল্লাহ ছাড়া (প্রকৃত) কোন উপাস্য নেই, আর আল্লাহ মহান।

---

[৫৯১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩৮২, মিশকাত- ১১৭ পৃঃ।
[৫৯২] সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ্- ১/৪২৬ পৃঃ।

তারপর রুকূ'তে যান এবং রুকূ' অবস্থায় ঐ তাসবীহটি ১০ বার পড়ুন। তারপর রুকূ' থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ঐ তাসবীহ ১০ বার পড়ুন। তারপর সিজদায় গিয়ে সিজদা অবস্থায় ১০ বার পড়ুন। সিজদা থেকে মাথা তুলে ১০ বার পড়ুন। তারপর দ্বিতীয় সিজদা করুন এবং সিজদার মধ্যে ১০ বার পড়ুন। তারপর সিজদা থেকে মাথা তুলে বসা অবস্থায় আবার ১০ বার ঐ তাসবীহ পড়ুন। এভাবে প্রত্যেক রাক্'আতে ৭৫ বার তাসবীহ পড়ুন।

এরূপ আপনি চার রাক্'আতে তাসবীহ পড়ুন। যদি আপনি পারেন তাহলে প্রত্যেক দিন এই সালাত একবার পড়ুন। যদি তা না পারেন তাহলে প্রতি জুমু'আয় (সপ্তাহে) একবার পড়ুন। যদি তা না পারেন তাহলে প্রতি মাসে একবার। যদি তা না পারেন তাহলে প্রতি বছরে অন্তত একবার পড়ুন। যদি তাও না পারেন তাহলে আপনার জীবনে একবার পড়ুন।[৫৯৩] এ হাদীসটি আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, মুসনাদ আহ্মাদ, হাকিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে এসেছে, একাধিক বর্ণনার সমন্বয়ে **যাকে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল্‌বানী সহীহ বলেছেন।**[৫৯৪] এ সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের থেকে জামা'আত সহকারে পড়ার কোন প্রমাণ নেই, তাই একাকী পড়া ভাল। অনুরূপ বিশেষ কোন সময়ে পড়ার প্রমাণ নেই, তাই বিশেষ কোন সময়ের সাথে নির্দিষ্ট করাটাও বিদ্'আতমুক্ত নয়।[৫৯৫]

উল্লেখ্য যে, সালাতুত্ তাসবীহ বিষয়ক হাদীসগুলো এককভাবে য'ঈফ, এজন্য অনেকে য'ঈফ বলেছেন। আর সমষ্টিগতভাবে হাসান। যেমন শেখ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, সর্বাবস্থায় এটি একটি নফল 'ইবাদাত। যারা হাসান বা সহীহ বলেছেন সেই আলোকে 'আমল করা যেতে পারে। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

---

[৫৯৩] সহীহ আবূ দাঊদ হাঃ ১১৭৩, সহীহ ইবনে মাজাহ্ হাঃ ১১৩৯, বায়হাক্বী, মিশকাত- ১১৭ পৃঃ, সহীহ।

[৫৯৪] মিশকাত তাখরিজ শেখ আলবানীর (রহঃ) ১, ২, ৩ ও ৪ নং টীকা- ১/৪১৯ পৃঃ।

[৫৯৫] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪২৮ পৃঃ, আইনী তুহফা- ২/২২৮ পৃঃ।

তাওবার সালাতের বিবরণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোন লোক যদি গুনাহ করে, তারপর ফিরে এসে অযূ করে সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।[৫৯৬]

ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বী ও আবূ দাউদে আছে যে, উক্ত সালাত দু'রাক্'আত।[৫৯৭]

কুরআন তিলাওয়াতের সিজদার বিবরণ

পবিত্র কুরআনে সর্বমোট ১৪টি সূরায় ১৫টি সিজদা রয়েছে।[৫৯৮] কুরআন পাঠক ও শ্রোতা উভয়কে সিজদা দেয়া সুন্নাত।[৫৯৯] 'আল্লা-হু আক্বার' বলে সিজদা দিবে[৬০০] এবং এ দু'আ বলবে :

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

উচ্চারণ : সাজাদা ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী খালাকাহূ ওয়া সাক্কা সাম্'আহূ ওয়া বাসারাহূ বিহাওলিহী ওয়াকূ ওয়াতিহী।[৬০১]

অর্থ : আমার চেহারা তাঁর জন্য সিজদা করল যিনি একে সৃষ্টি করেছেন, তা ফেড়ে তিনি কান ও চোখ বানিয়েছেন নিজ শক্তি ও সামর্থ্যে।

এ সিজদা সালাতের বাইরে হলে কোন তাশাহ্হুদ ও সালাম নেই।[৬০২] এবং অযূ ও কিবলামুখী হওয়াও শর্ত নয়।[৬০৩]

---

[৫৯৬] তিরমিযী হাঃ ৪০৬, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ১৩৯৫, হাসান, তাহক্বীক্ব মিশকাত হাঃ ১৩২৪।

[৫৯৭] মিরআতুল মাফাতীহ- ২/২৪৯ পৃঃ।

[৫৯৮] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৫৫- ৪৫৮ পৃঃ।

[৫৯৯] সহীহুল বুখারী- ১/১৪৬ পৃঃ, 'কিতাব সুজুদিল কুরআন' অধ্যায়-১, সহীহ ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/৪৪৭ পৃঃ।

[৬০০] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪৪৯ পৃঃ।

[৬০১] আহমাদ হাঃ ২৫৮২১, আবূ দাউদ হাঃ ১৪১৪, নাসায়ী হাঃ ১১২৯, সহীহ, নায়লুল আওত্বার- ৩/১০৩ পৃঃ।

[৬০২] নায়লুল আওত্বার- ৩/১০৩ পৃঃ।

রজব মাসের বিদ‘আতী সালাত (সালাতুর রাগায়িব)

কথিত আছে যে, রজব মাসের প্রথম জুমু‘আর দিন মাগরীব ও ঈশার মাঝখানে ১২ রাক্‘আত সালাত পড়লে সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায় যদিও তা সমুদ্রের ফেনা, গাছের পাতা ও বালুকা রাশির সমপরিমাণ হয়। এই সালাতের নাম সালাতুর রাগায়িব। এ সম্পর্কে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান (রহঃ) বলেন : এই সালাত কোন সহীহ কিংবা হাসান অথবা য‘ঈফ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নয়।[৬০৪] তাই এটা এক ভ্রান্ত বিদ্‘আত ।[৬০৫]

শবেবরাতের বিদ্‘আতী সালাত (হাজারী নামায)

ইমাম গাযালী ও বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী বর্ণনা করেছেন। ১৫ই শা‘বানের রাতে যদি কেউ ১ শত রাক্‘আত সালাতে ১ হাজার বার সূরা ইখলাস পড়ে তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি ৭০ বার দৃষ্টিপাত করবেন এবং প্রতি দৃষ্টিপাতে তার ৭০টি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।[৬০৬]

ইমাম সিদ্দীক হাসান (রহঃ) বলেন : এ সালাতেরও কোন প্রমাণ হাদীস থেকে পাওয়া যায় না।[৬০৭] অতএব যে সমস্ত সালাতের কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না, তা অবশ্যই বিদ্‘আত। এ বিদ্‘আত করে কেউ যেন গুনাহগার না হই। আল্লাহ রক্ষা করুন!

ঈদের সালাতের নিয়মাবলী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ২য় হিজরীর ১লা শাওয়াল সর্বপ্রথম ঈদুল ফিত্‌রের সালাত আদায় করেন। এরপর থেকে তাঁর জীবনে কোনদিন ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার সালাত বাদ দেননি তাই ঈদের সালাত ওয়াজিব, কোন মতেই তা পরিত্যাজ্য নয়।[৬০৮]

---

[৬০৩] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪৫০ পৃঃ।
[৬০৪] বাযলুল মান্‌ফাআহ- ৪৩ পৃঃ।
[৬০৫] আলবিদা আল হাওলিয়াহ- ২৪০-২৬০ পৃঃ।
[৬০৬] ইহইয়াউল উলুম- ১/৩৫১ পৃঃ, গুন্‌ইয়াতুত্ ত্বালিবীন- ১/১৬৬ পৃঃ।
[৬০৭] বাযলুল মানফাআহ- ৪৩ পৃঃ, আলবিদা আল হাওলিয়াহ- ৩০০ পৃঃ।
[৬০৮] মিরআতুল মাফাতীহ- ২/৩২৭ পৃঃ, তামামুল মিন্নাহ- পৃঃ ৩৪৪।

নবী ﷺ দু'ঈদের দিনে গোসল করতেন।[৬০৯] তারপর তিনি (ﷺ) সবচেয়ে ভালো কাপড় পড়তেন।[৬১০] অতঃপর বেজোড় খেজুর খেয়ে ঈদুল ফিতরের সালাতের জন্য সকালে ঘর থেকে বের হতেন।[৬১১] আর ঈদুল আযহার দিন সালাতের পূর্বে কিছু খেতেন না বরং সালাতের পরে কুরবানীর গোশ্ত খেতেন।[৬১২] তিনি (ﷺ) বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত মাসজিদে ঈদের সালাত পড়েননি বরং ঈদগাহে সর্বদায় পড়তেন।[৬১৩] তিনি (ﷺ) তাকবীর বলতে বলতে বাড়ী থেকে ঈদগাহে যেতেন।[৬১৪] অতঃপর আযান ইকামাত ছাড়াই ঈদের সালাত শুরু করতেন।[৬১৫] এমনকি "সালাতের জামা'আত" বা "জামা'আতের সালাত" এ কথাও বলা হতো না, আর এটাই সুন্নাত।[৬১৬] ঈদের সালাতের পূর্বে বা পরে তিনি (ﷺ) ও সাহাবীগণ কোন সালাত পড়তেন না।[৬১৭] তিনি (ﷺ) খুতবার পূর্বে ঈদের ২ রাক্'আত সালাত পড়াতেন। প্রথমে বুকে হাত বেঁধেই ক্বিরাআতের পূর্বে প্রথম রাক্'আতে ৭টি অতিরিক্ত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক্'আতে ৫টি অতিরিক্ত তাকবীর দিতেন।[৬১৮] নবী ﷺ-এর এ আমলের স্বপক্ষে তিরমিযীতে ৫টি, আবূ দাউদে ১টি, ইবনে মাজাতে ১টি, মুআত্তা ইমাম মালিকে ২টি, মুসনাদে বায্যার, মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক, দারাকুতনী, ত্ববারানী এবং দুই হানাফী আলেম সংকলিত হাদীসগ্রন্থ তাহবী ও মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ প্রভৃতি ১১টি হাদীস গ্রন্থে ২২টিরও

---

[৬০৯] ইবনে মাজাহ- ৯৪ পৃঃ।

[৬১০] যাদুল মাআদ- ১/৪৪১ পৃঃ সিলসিলাহ্ সহীহাহ্ হাঃ-১২৭৯।

[৬১১] সহীহুল বুখারী, হাঃ ৯৫৩।

[৬১২] ইবনে মাজাহ্ হাঃ ১৭৫৬, তিরমিযী হাঃ ৫৪২, আহমাদ, নাইল- ৩/২৮৮ পৃঃ- হাসান।

[৬১৩] যাদুল মা'আদ- ১/৪৪১ পৃঃ।

[৬১৪] সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ হাঃ ১৭০।

[৬১৫] সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৮৭, আবূ দাউদ হাঃ ১১৪৮, তিরমিযী হাঃ ৫৩২, নাইল- ৩/২৮৮ পৃঃ।

[৬১৬] যাদুল মা'আদ- ১/৪৪২ পৃঃ।

[৬১৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৯৮৯ ও সহীহ মুসলিম, তিরমিযী হাঃ ৫৩৭, ইরওয়া- ৩/৯৮ পৃঃ।

[৬১৮] তিরমিযী হাঃ ৫৩৬, ১/৭০ পৃঃ, আবূ দাউদ হাঃ ১১৫০, ১৬৩ পৃঃ, ইবনে মাজাহ হাঃ ১২৮০, ৯১ পৃঃ, মিশকাত- ১২৬ পৃঃ, মুয়াত্তা মালিক- ৬৩ পৃঃ, মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক- ৩/২৯৫ পৃঃ, মুসনাদে আহমাদ হাঃ ৬৬৮৮, ৬/৭০ পৃঃ, বায়হাক্বী- ৩/২৫৫ পৃঃ, দারাকুতনী হাঃ ১৮০, ১৮১ পৃঃ, মুসতাদরাক হাকিম- ২৯৮ পৃঃ, সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ হাঃ ১৪৩৮, ২/৩৪৬ পৃঃ।

অধিক হাদীস সাক্ষ্য দেয়। তেমনিভাবে সাহাবীদের আমলেও প্রমাণিত হয়, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হতে বিশুদ্ধভাবে ৬ তাকবীরের ১টি প্রমাণও নেই। তাই ৬ তাকবীরের বিপরীতে ১২ তাকবীরই সঠিক নিয়ম। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন : তাকবীরের ব্যাপারে ১২ তাকবীরের হাদীসের চেয়ে অধিক সহীহ কোন হাদীস নেই।[৬১৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি দু'তাকবীরের মাঝে একটু চুপ থাকতেন, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট দু'আ পড়তেন, এমন কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৬২০] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীরের পর *আ'উযুবিল্লা-হ* ও *বিসমিল্লা-হ* সহ সূরা ফাতিহা পড়তেন, এরপর প্রথম রাক্'আতে সূরা ক্বাফ আর দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরা ক্বামার পড়তেন। বেশীরভাগ প্রথম রাক্'আতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরা গা-শিয়াহ্ পড়তেন।[৬২১] অতঃপর তাকবীর দিয়ে রুকূ'তে যেতেন এবং বাকী অংশ যথাযথ নিয়মে সম্পন্ন করে সালাম ফিরাতেন।[৬২২]

অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রোতামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং মানুষেরা আপন কাতারে বসা থাকত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে খুতবা শুরু করতেন। তাদেরকে নাসীহাত-ওয়াসীয়াত, আদেশ, উপদেশ ও বাধা-নিষেধ করতেন। সেখানে কোন মিম্বার ছিল না এবং মাসজিদ হতে কোন মিম্বারও আনা হতো না। তিনি মাটির উপর দাঁড়িয়ে লাঠির উপর ভর দিয়ে খুতবাহ্ দিতেন। কখনো বিলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর উপর ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেন এবং তাদেরকে তাকওয়া ও আনুগত্যের ওয়াজ করতেন। অতঃপর মহিলাদের দিকে যেতেন এবং তাদেরকে নসীহাত ও দান সাদকার প্রতি উৎসাহিত করতেন। ফলে তারা প্রচুর দান করতো এমনকি স্বর্ণের দুল, আংটি খুলে দান করত।[৬২৩] সহীহুল বুখারীর খুত্বাহ্ বিষয়ক হাদীস হতে ঈদের একটি খুত্বাই প্রমাণিত হয়।[৬২৪] ইমাম নববী (রহঃ)

---

[৬১৯] তিরমিযী- ১/৭০ পৃঃ।

[৬২০] সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৬০৭ পৃঃ।

[৬২১] সহীহ মুসলিম, মিশকাত- সালাতে ক্বিরাআত অধ্যায়।

[৬২২] ঐ যাদুল মা'আদ- ১/৪৪১-৪৪৫ পৃঃ।

[৬২৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ৯৭৮, সহীহ মুসলিম হাঃ ৮৮৫, যাদুল মাআদ- ১/৪৪৫ পৃঃ।

[৬২৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ৯৭৫, ৯৭৮।

বলেন : একাধিক খুত্বাহ্ সম্পর্কে কোন সহীহ্ প্রমাণ নেই।[৬২৫] শাইখ আলবানী (রহঃ) এক খুত্বার বর্ণনাই দিয়েছেন।[৬২৬]

ঈদুল ফিত্রের কতিপয় মাস্আলাহ্

১। সালাতে যাওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায় করতে হবে।

২। ঈদুল ফিত্রে বিজোড় খেজুর খেয়ে ঈদের সালাতে যাওয়া সুন্নাত, খেজুর না পেলে মিষ্টি জাতীয় কিছু খাওয়া।

৩। এক রাস্তায় ঈদগাহে যাওয়া এবং অপর রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরা সুন্নাত।[৬২৭]

৪। পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত।[৬২৮]

৫। দু'ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু' রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ৭ + ৫= ১২টি অতিরিক্ত তাকবীর দিতেন। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ ও সাহাবীদের থেকে অসংখ্য সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর (ﷺ) থেকে ৬ তাকবীরের কোন সহীহ্ হাদীস নেই।[৬২৯]

৬। তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত।[৬৩০]

ঈদুল আয্হার কতিপয় মাস্আলাহ্

১। যুলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখা হতে কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত কুরবানীদাতার চুল ও নখ কাটা নিষেধ।[৬৩১] তাই চাঁদ উঠার আগেই নখ ও চুল কেটে পরিষ্কার হওয়া উচিত।

---

[৬২৫] ফিকহুস সুন্নাহ- ১/৪১৪।
[৬২৬] তামামুল মিন্নাহ- ৩৪৮ পৃঃ।
[৬২৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৯৮৬, নায়লুল আওত্বার- ৩/২৯০ পৃঃ।
[৬২৮] তিরমিযী হাঃ ৫৩০, সহীহ ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১২৯৫, নাইল- ৩/২৮৫ পৃঃ।
[৬২৯] প্রাগুক্ত।
[৬৩০] যাদুল মা'আদ- ১/৪৪২ পৃঃ।
[৬৩১] সহীহ মুসলিম হাঃ ১৯৭৭, মিশকাত- ১২৭ পৃঃ।

২। ঈদুল ফিত্‌রের মতো ঈদুল আযহার দিনেও ঈদগাহে যাবে, তবে এদিনে না খেয়ে যাওয়া ও ফিরে এসে কুরবানীর গোশ্‌ত খাওয়া সুন্নাত।[৬৩২]

৩। যুলহাজ্জের চাঁদ দেখা হতে ১৩ তারিখ 'আস্‌র পর্যন্ত এ তাকবীর পড়তে হয়।

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হু আক্‌বার আল্লা-হু আক্‌বার লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আক্‌বার ওয়া লিল্লা-হিল্‌ হাম্‌দ।[৬৩৩]

অর্থ : আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।

৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার দশ বছরে কখনো কুরবানী বাদ দেননি; তাই সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের কুরবানী দেয়া উচিত।[৬৩৪] কুরবানীর পশু খুঁতমুক্ত ও সুন্দর হতে হবে।[৬৩৫]

৫। ঈদের সালাতের পূর্বে কুরবানী করলে তা কুরবানী বলে গণ্য হবে না, তাই সালাতের পর পুনরায় কুরবানী করতে হবে।[৬৩৬]

---

[৬৩২] তিরমিযী হাঃ ৫৪২, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ১৭৫৬, নাইল- ৩/২৮৮ পৃঃ।

[৬৩৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ৯৬৯, ইরওয়া হাঃ ৬৫১, আহমাদ, নায়লুল আওত্বার- ৩/৩১২ পৃঃ, ইবনে আবি শায়বাহ- ২/১৬৮, সহীহ। মুখতাসারুল ফিক্‌হ আল ইসলামী- ৫৫৬ পৃঃ।

[৬৩৪] তিরমিযী, আহমাদ হাঃ ৪৯৫৫, মিশকাত- ১২৯ পৃঃ, হাসান, হাঃ ১৪৭৫।

[৬৩৫] সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্ হাঃ ২৯১৫, ইবনে মাজাহ্ হাঃ ৩১৪৩, নাসায়ী হাঃ ৪৩৭৩, আবূ দাঊদ হাঃ ২৮০৪, মিশকাত- ১২৮ পৃঃ।

[৬৩৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৫৬২, সহীহ মুসলিম হাঃ ১৯৬০, মিশকাত- ১২৯ পৃঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

الباب الرابع : الزكاة والصوم والحج

যাকাত, রোযা ও হাজ্জ সম্পর্কীয়

যাকাতের বিবরণ ও নিয়মাবলী

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾

"এবং সালাত কায়েম কর আর যাকাত আদায় কর।"[৬৩৭] যাকাত ইসলামের রোকনসমূহের অন্যতম। সালাত যেমন ফরয, যাকাতও তেমনি অর্থশীলদের উপর ফরয। এটা দিতে অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর অলসতাবশতঃ না আদায় করলে তার মাল পবিত্র হবে না এবং সে পরকালে কঠিন শাস্তির অধিকারী হবে।

প্রতিটি স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তি মালের পূর্ণ মালিক হলে এবং মালে যাকাতের শর্ত পূর্ণ হলে যাকাত আদায় করা ফরয হয়ে যায়। যে সমস্ত মাল থেকে যাকাত দিতে হয়, তা চার প্রকার :

প্রথম : জমিন হতে যে সমস্ত ফল ও ফসল উৎপন্ন হয় তার যাকাত, যাকে 'উশর' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন : যে সকল ফসল বৃষ্টির পানিতে ও ভূগর্ভস্থ পানিতে উৎপন্ন হয় তার দশভাগের এক ভাগ অর্থাৎ প্রতি দশ মণে এক মণ যাকাত দিতে হবে। আর যে ফসল সেচ দ্বারা উৎপন্ন হয় তার বিশ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ প্রতি বিশ মণে এক মণ যাকাত দিতে হবে।[৬৩৮] তবে শর্ত হল পাঁচ ওয়াসাক অর্থাৎ প্রায় উনিশ

---

[৬৩৭] সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১১০ আয়াত।
[৬৩৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৪৮৩।

(১৯) মণ হতে হবে। এর কম উৎপন্ন হলে ঐ ফসলের উপর যাকাত ফরয হবে না।[৬৩৯]

দ্বিতীয় : স্বর্ণ, রৌপ্য ও নগদ টাকার যাকাত। কারো মালিকানায় বিশ দিনার অর্থাৎ পঁচাশি গ্রাম পরিমাণ (সাড়ে সাত ভরি) স্বর্ণ ও পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম পরিমাণ (সাড়ে বায়ান্ন ভরি) রৌপ্য এবং স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের সমপরিমাণ নগদ টাকা থাকলে আর তা এক বছর পূর্ণ হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হবে।

ব্যবহৃত অলঙ্কারের ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও যাকাত দিয়ে শাস্তির ভয় থেকে মুক্ত হওয়াটাই উত্তম।

তৃতীয় : ব্যবসার মালের যাকাত : ব্যবসার মালপত্রের দাম বছরের শেষে সম্পূর্ণ হিসাব করে চল্লিশভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই টাকা যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

চতুর্থ : গৃহপালিত পশুর যাকাত! গৃহপালিত পশুর যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হল– এমন পশু হওয়া, যা সারা বছর এমন মাঠে চরে বেড়ায় যা দেখাশুনা তেমন ব্যয় বহুল নয়। আমার মনে হয়, এরূপ পশু আমাদের দেশে পাওয়া খুব কঠিন, তাই বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু নমুনা দেয়া হল :

(ক) উট– সর্বনিম্ন পরিমাণ হল– ৫ হতে ৯টি, এতে যাকাত দিতে হবে ১টা ছাগল।

(খ) গরু বা মহিষ– সর্বনিম্ন পরিমাণ হল– ৩০ হতে ৩৯টি, এতে ১ বছরের একটা বাচ্চা গরু যাকাত দিতে হবে।

(গ) ছাগল ও ভেড়া– সর্বনিম্ন পরিমাণ হল– ৪০ হতে ১২০টি, এতে ১টা ছাগল যাকাত দিতে হবে। ঐ সংখ্যক পশু কারো অধীনে পূণ একবছর থাকলে তার উপর ঐ নিয়মে যাকাত ফরয হবে।[৬৪০]

---

[৬৩৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৪০৫।

[৬৪০] বিস্তারিত দ্রঃ মুখতাসার ফিক্‌হ আল ইসলামী- ৫৯৯-৬০২ পৃঃ।

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ :

আল্লাহ তা'আলা বলেন : "নিশ্চয়ই যাকাত হচ্ছে- (১) দরিদ্র (ফকির) (২) মিসকীন (যে ফকিরের চেয়ে স্বচ্ছল) (৩) যাকাত আদায়ের কর্মচারী (৪) ঐ অমুসলিম যার ইসলাম গ্রহণ সম্ভাবনাময়, অনুরূপ নতুন মুসলমান (যাতে সে ভালভাবে টিকে থাকতে পারে) (৫) ক্রীতদাস মুক্তির জন্য (৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যার ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য নেই, (এবং সে আল্লাহর নাফরমানী করে না) (৭) আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও অনুরূপ কাজে (৮) পথের পথিক (তারা হল ঐ সমস্ত পথিক যাদের টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেছে, যদিও সে তার বাড়ীতে ধনী ব্যক্তি)। এ হল আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞ।"[৬৪১]

সাওম বা রোযার বিবরণ

সাওম বা রোযা হল ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ, যা ধনী-গরীব সকলের উপর ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. أَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযাকে ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হতে পার। আর সে (ফরযের) দিনগুলো সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ রামাযান মাস।"[৬৪২]

অন্যত্র বলেন :

﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

---

[৬৪১] সূরা তাওবাহ ৯ : ৬০ আয়াত।

[৬৪২] সূরা বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৩ ও ১৮৪ আয়াত।

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে সে যেন এ মাসে রোযা রাখে, আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে।"[৬৪৩]

তাই প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ ও মুকিম মুসলিমকে ফরয রোযা রাখতেই হবে।

নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৬৪৪] রোযার জন্য সাহ্রী খেতে হয়, কেননা তাতে বরকত রয়েছে।[৬৪৫] সাহ্রী খেয়ে ফরয রোযার জন্য ফজর হওয়ার পূর্বে অবশ্যই নিয়্যাত করতে হবে।[৬৪৬] নিয়্যাতের জন্য কোন বানানো শব্দের গদবাধা উচ্চারণ সহীহ হাদীসে নেই। তাই তা বিদ'আত, বরং অন্তরে সংকল্প ও ইচ্ছা করাই নিয়্যাতের জন্য যথেষ্ট।

আবার সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে যথাসময়ে ইফতার করতে হবে। নবী ﷺ বলেন : যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা সময় হওয়া মাত্র তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।[৬৪৭] অন্যত্র বলেন : দেরী করে ইফতার করা ইয়াহূদীদের কাজ। তিনি (ﷺ) বলেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় রামাযানের তারাবীহ্ সালাত আদায় করে তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৬৪৮] তারাবীহ'র বর্ণনা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

---

[৬৪৩] সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৫ আয়াত।
[৬৪৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৯০১।
[৬৪৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৯২৩ ও সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১০৯৫, বুলূগুল মারাম হাঃ ৬৬০।
[৬৪৬] আবূ দাউদ হাঃ ২৪৫৪, তিরমিযী হাঃ ৭৩০, সহীহ ইবনু খুযায়মাহ্ ও ইবনু হিব্বান, বুলূগুল মারাম হাঃ ৬৫৬।
[৬৪৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৯৫৭, সহীহ্ মুসলিম হাঃ ১০৯৮।
[৬৪৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ২০০৯।

ফিত্‌রার বিবরণ

নবী ﷺ বলেন : মুসলমানদের প্রত্যেক নারী, পুরুষ, ছোট, বড়, স্বাধীন ও কৃতদাসের উপর এক সা' করে খেজুর, যব কিংবা খাদ্যবস্তু হতে সদকায়ে ফিত্‌র আদায় করা ফরয এবং তা ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আদায় করতে হবে।[৬৪৯] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সা' ২ সের ১০ ছটাক।[৬৫০] যা প্রায় আড়াই কেজি সমপরিমাণ। ফিত্‌রা এর প্রকৃত হকদার দরিদ্র মানুষ।[৬৫১]

নফল রোযার বিবরণ

ফরয রোযা ছাড়া সারা বছরের মধ্যে নিম্নোক্ত নফল রোযাসমূহ রাখা যায়। (১) শাও্‌ওয়াল মাসের ৬টি রোযা। (২) প্রতি মাসে চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের (আইয়ামে বিযের) রোযা। (৩) মুহাররাম মাসে ৯ ও ১০ তারিখে রোযা। (৪) যুলহাজ্জ মাসের ১ থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত রোযা। (৫) সপ্তাহে প্রতি সোম ও বৃহস্পতি বারে রোযা। (৬) শা'বান মাসের কোন দিন নির্দিষ্ট করা ছাড়াই বেশী বেশী রোযা রাখা।

দু' ঈদের দিন ও ঈদুল আযহার পরে ৩ দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ এবং শুধু শুক্রবার নির্দিষ্ট করে রোযা রাখা নিষেধ, তবে আগে ও পরের সাথে মিলিয়ে রাখলে অসুবিধা নেই। এরূপ সঠিক প্রমাণ ছাড়া যে কোন দিনে বিশেষ ফযীলতের আশায় নির্দিষ্ট করে রোযা রাখা বিদ্‌'আত।

লাইলাতুল ক্বদ্‌রের বিবরণ

নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে নেকীর আশায় ক্বদ্‌রের রাত্রি জাগরণ করে সালাত আদায় করে, তার পূর্বের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৬৫২] তিনি (ﷺ) বলেন : তোমরা রামাযানের শেষ দশ দিনের

---

[৬৪৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৫০৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ৯৮৪।

[৬৫০] ফাতাওয়া ও মাসায়েল- ২/১৭৩ পৃঃ।

[৬৫১] আবূ দাউদ হাঃ ১৬০৯, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ১৮২৭, হাকিম- হাসান, বুলূগুল মারাম ১/১৬৩ পৃঃ।

[৬৫২] সহীহুল বুখারী- হাঃ ১৯০১।

বেজোড় (২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯) রাত্রিগুলোতে লাইলাতুল ক্বাদর খোঁজ কর।[৬৫৩] লাইলাতুল ক্বাদরে এ দু'আ বেশী বেশী পড়তে হয়–

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আ'ফুউ্উন তুহিব্বুল 'আফ্ওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থাৎ- হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন, তাই আমাকে ক্ষমা করুন।[৬৫৪] অবশ্য নবী ﷺ এর সুন্নাত হল শেষ দশটি রাত্রি জাগরণ করে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা। তিনি নিজে শেষ দশ রাত্রি জাগতেন এবং পরিবারকেও জাগাতেন।[৬৫৫] মূলতঃ এটাই প্রকৃত সুন্নাত, তাই এরূপ করা উচিত।

ই'তিকাফের বিবরণ

নবী ﷺ রামাযানের শেষ দশ দিন সর্বদায় ই'তিকাফ করতেন।[৬৫৬] তাই ই'তিকাফ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। ই'তিকাফের জন্য মাসজিদ হওয়া শর্ত। কিন্তু রোযা শর্ত নয়।[৬৫৭] ই'তিকাফে প্রচুর সাওয়াব রয়েছে।

ইফ্তারের দু'আ

ইফতারের পূর্বে নিম্ন দু'আটি পড়া যায়।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা বিরাহ্মাতিকাল্লাতী ওয়াসি'আত কুল্লা শাইয়িন আন্ তাগ্ফিরা লী।[৬৫৮]

---

[৬৫৩] সহীহুল বুখারী- হাঃ ২০১৭।
[৬৫৪] সহীহ তিরমিযী- হাঃ ২৭৮৯।
[৬৫৫] সহীহুল বুখারী হাঃ ২০২৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ১১৭৪।
[৬৫৬] সহীহুল বুখারী- হাঃ ২০২৫।
[৬৫৭] মুখতাসার ফিকহু ইসলামী- ৬৪২ পৃঃ।
[৬৫৮] ইবনে মাজাহ, সহীহ- মিসবাহুয্ যুজাজাহ্ হাঃ ৬৩৬।

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার যে রহমত সকল কিছু বেষ্টন করে রেখেছে তার মাধ্যমে প্রার্থনা জানাই– তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

এরপর *'বিস্‌মিল্লা-হ'* বলে ইফত্বার করবে এবং ইফত্বার শেষে *'আল্ হাম্‌দুলিল্লা-হ'* বলবে ও নিম্নের দু'আটি পড়বে।[৬৫৯]

ইফতারের পরে দু'আ

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

উচ্চারণ : যাহাবায্ যামা-উ ওয়াব্‌তাল্লাতিল 'উরূকু' ওয়া সাবাতাল্ আজ্‌রু ইন্‌শা-আল্লা-হ।[৬৬০]

অর্থ : পিপাসা বিদূরিত হল, শিরাসমূহ সঞ্চারিত হল, আল্লাহর ইচ্ছায় এর প্রতিদান অবধারিত হল।

হাজ্জ ও 'উমরার বিবরণ

হাজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾

"আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত মানুষের উপর তাঁর ঘরে হাজ্জ করাকে ফরয করেছেন যাদের সেখানে যাবার সামর্থ্য রয়েছে"।[৬৬১]

তাই প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, জ্ঞানবান, সুস্থ ও মুসলিম ব্যক্তি যে নিরাপদের সাথে মক্কা পর্যন্ত যাতায়াত, অন্যান্য খরচ ও হাজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত তার পরিবারবর্গের যাবতীয় খরচ মিটানোর সামর্থ্য রাখে, আর মহিলাদের ক্ষেত্রে তার স্বামী বা মাহরিম লোক থাকে এমন ব্যক্তির উপর জীবনে একবার হাজ্জ করা ফরয।

---

[৬৫৯] মুখতাসার ফিক্‌হ আল ইসলামী- ৬৩৪ পৃঃ।

[৬৬০] আবূ দাউদ হাঃ ২৩৫৭, সহীহ জামে' হাঃ ৪৬৭৮, মিশকাত তাহক্বীক্ব- হাঃ ১৯৯৩, হাসান।

[৬৬১] সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৯৭ আয়াত।

হাজ্জের ফযীলত সম্পর্কে নবী ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি এমনভাবে আল্লাহর জন্য হাজ্জ আদায় করল যাতে (ইহরাম অবস্থায়) স্ত্রী সহবাস ও কোন ফাসেকী কর্ম করল না, সে যেন তার পাপ হতে এমনভাবে পবিত্র হল, যেন এই মাত্রই তার মা তাকে প্রসব করলো।[৬৬২] আর 'উমরাহ্ সম্পর্কে বলেন : এক 'উমরাহ্ হতে অপর 'উমরাহ্ তার মধ্যবর্তী গুনাহসমূহের কাফ্ফারাস্বরূপ। আর মাক্ববুল হাজ্জের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।[৬৬৩]

যার উপর হাজ্জ ফরয হয়ে গেছে, গ্রহণযোগ্য ওযর ব্যতীত তার দেরী করা উচিত নয়। অবহেলাবশতঃ মৃত্যুর আগে হাজ্জ করতে না পারলে অবশ্যই শাস্তির অধিকারী হতে হবে। এছাড়াও আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি– বৃদ্ধাবস্থায় ভালভাবে হাজ্জ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। তাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। জীবনে একবার 'উমরাহ্ পালন করা সামর্থ্যবানদের জন্য ওয়াজিব।

মীকাতসমূহ

হাজ্জ বা 'উমরাহ্ এর জন্য যে সমস্ত স্থান হতে ইহরাম বাঁধতে হয় সে স্থানগুলোকে মীকাত বলা হয়। মীকাতসমূহ নিম্নরূপ :[৬৬৪]

(১) যুল হুলায়ফাহ্ : মদীনাবাসী ও মদীনা অতিক্রমকারীদের জন্য।

(২) জুহ্ফাহ্ : শাম, মিসরবাসী ও ঐ পথে অতিক্রমকারীদের জন্য।

(৩) ইয়ালামলাম : ইয়ামানবাসী ও ঐ পথে অতিক্রমকারী (বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের) জন্য।

(৪) কারন মানাযিল : নাজ্দ, তায়েফবাসী ও ঐ পথে অতিক্রমকারীদের জন্য।

---

[৬৬২] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৫২১।
[৬৬৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৭৭৩।
[৬৬৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৫২৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ১১৮১।

(৫) যাতু 'ইর্ক : ইরাকবাসী ও ঐ পথে অতিক্রমকারীদের জন্য।

আর যে ব্যক্তি মীকাতের অভ্যন্তরে সে স্বীয় স্থান হতে ইহরাম বাঁধবে।

ইহরাম ও ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

হাজ্জ বা উমরার জন্য অন্তরে নিয়্যাত করে বাহ্যিক কার্যক্রম শুরু করার নামই ইহরাম। ইহরাম অবস্থায় নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ :[৬৬৫]

(১) মাথার চুল ও শরীরের লোম মুড়ানো বা ছোট করা বা তুলে ফেলা।

(২) সুগন্ধি ব্যবহার করা।

(৩) বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।

(৪) স্থলপ্রাণী শিকার করা।

(৫) স্বামী-স্ত্রী সহবাস করা এবং সহবাসপূর্ব কর্মে লিপ্ত হওয়া।

(৬) নেকাব দিয়ে মেয়েদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা, অবশ্য সম্মুখে অপরিচিত পুরুষ আসলে ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে নিবে। মেয়েদের হাত মোজা পরিধান করা।

(৭) পুরুষদের সেলাই করা অর্থাৎ শরীরের অঙ্গসমূহ ফুটে উঠে যেমন জামা, পায়জামা, প্যান্ট, গেঞ্জি ইত্যাদি কাপড় পরিধান করা।

(৮) পুরুষদের মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা।

হাজ্জ ও 'উমরার তালবিয়্যাহ্

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

---

[৬৬৫] মুখতাসার ফিক্‌হ আল ইসলামী- ৬৫৮ পৃঃ।

উচ্চারণ : লাব্বাইক আল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা- শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্‌নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক লা- শারীকা লাকা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার দারবারে হাজির, আমি তোমার দারবারে উপস্থিত, আমি তোমার দরবারে হাজির তোমার কোনই শরীক নেই, তোমার দরবারেই হাজির, সর্বপ্রকার প্রশংসা এবং নি'য়ামত সবইতো তোমার, সর্বযুগে ও সর্বত্র তোমারই রাজত্ব, তোমার কোনই শরীক নেই।"[৬৬৬]

এক নজরে 'উমরার কার্যাবলী :[৬৬৭]

১। ভালভাবে গোসল-পবিত্র হয়ে পুরুষেরা ইহরামের কাপড় এবং মেয়েরা সাধারণ পোষাক পরিধান করবে।

২। মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে তাওয়াফের পূর্ব পর্যন্ত তালবীয়াহ্ পাঠ করতে থাকবে।

৩। হাজরে আসওয়াদ হতে শুরু করে সাত চক্কর তাওয়াফ করবে।

৪। দু'রাক্'আত তাওয়াফের সালাত আদায় করবে।

৫। সাফা ও মারওয়ার সাত চক্কর সাঈ করবে।

৬। সর্বশেষে পুরুষের মাথার চুল মুড়ানো বা ছাটা এবং মেয়েরা চুলের অগ্রভাগের সামান্য কাটার মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবে।

হাজ্জের প্রকারভেদ :

(১) হাজ্জে তামাত্তু : একই সফরে প্রথমে 'উমরার ইহরাম বেঁধে 'উমরার কাজ সম্পন্ন করে হালাল হয়ে অতঃপর ৮ই যিলহাজ্জে নতুন করে হাজ্জের ইহরাম বেঁধে হাজ্জের কার্য সম্পাদন করাকে তামাত্তু হাজ্জ বলা হয়। এটাই সবচেয়ে উত্তম।

---

[৬৬৬] সহীহুল বুখারী হাঃ ১৫৪৯।

[৬৬৭] হাজ্জ, 'উমরাহ্ ও যিয়ারাতের নিয়ম- ৭৬ (লেখকের রচিত)।

Contents

(২) **হাজ্জে কিরান** : একই সাথে হাজ্জ ও 'উমরার নিয়্যাত করে 'উমরাহ্ শেষ হওয়ার পর ইহরাম অবস্থায় থেকে হাজ্জের কাজ সম্পন্ন করে হালাল হওয়ার নাম কিরান হাজ্জ।

(৩) **হাজ্জে ইফরাদ** : শুধুমাত্র হাজ্জ এর ইহরাম বেঁধে হাজ্জের কার্য সম্পাদন করে হালাল হওয়াকে হাজ্জে ইফরাদ বলা হয়।

এক নজরে হাজ্জের কার্যাবলী :

১। ৮ই যুলহিজ্জায় তামাত্তু হাজ্জকারী নতুন ইহরামে আর অন্যরা পূর্বের ইহরামে মিনায় যাবে এবং সেখানে যোহর হতে ফজর পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে।

২। ৯ই যুলহিজ্জায় সূর্য উদয়ের পর আরাফার দিকে বের হবে এবং সেখানে সূর্য পশ্চিমে ঢলে যাওয়ার পর এক আযানে দু' ইক্বামাতে একত্রে যোহর ও 'আস্‌র (২ + ২) কসর সালাত আদায় করবে। অতঃপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত 'আরাফায় অবস্থান করবে এবং দু'আয় মগ্ন থাকবে।

৩। মাগরিবের পর মুযদালিফার দিকে বের হয়ে সেখানে মাগরিব ও 'ইশা এক আযানে দু' ইক্বামাতে পড়বে। এর পরই সেখানে রাত্রি যাপন করবে।

৪। অতঃপর সেখানে ফজর পড়ে কিছুক্ষণ দু'আ করে- মিনার দিকে বের হবে।

৫। ১০ই যুলহিজ্জায় সর্বপ্রথম বড় জামরায় ৭টি কঙ্কর মারবে, এরপর কুরবানী, মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে কাটবে এবং মক্কায় গিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ করবে। এ সিরিয়ালে করতে পারলে ভাল, যদি সম্ভব না হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই।

৬। ১১ ও ১২ যুলহিজ্জায় সূর্য ঢলে যাওয়ার পর তিন জামরায় (৭×৩) = ২১টি পাথর মারবে এবং ১০ ও ১১ দিবাগত রাত্রি মিনায় যাপন করবে।

৭। সর্বশেষ বিদায় মুহূর্তে বিদায়ী তাওয়াফ করে ঘরে ফিরবে।

মদীনা যিয়ারাত :

মদীনা যিয়ারাত হাজ্জ বা 'উমরার কোন অংশ নয়। তবে সুযোগ হলে মাসজিদ নববী যিয়ারাতে যেতে পারে। তাই মদীনা যিয়ারাতের সময় নিয়্যাত থাকতে হবে– মাসজিদ যিয়ারাত, কবর যিয়ারাত নয়। মদীনায় যখন পৌঁছে যাবে তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর, বাকী কবরস্থান, শুহাদা উহুদ, মাসজিদে কুবা অর্থাৎ মাসজিদ নববীসহ মোট পাঁচটি স্থান যিয়ারাত করা বৈধ। এছাড়া অন্য কোন স্থান যিয়ারাত শরীয়াতসম্মত নয়।[৬৬৮]

---

[৬৬৮] বিস্তারিত দ্রঃ লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ "হাজ্জ, 'উমরাহ্ ও যিয়ারাতের নিয়ম-বিধান"।

পঞ্চম অধ্যায়

الباب الخامس : الأدعية والأذكار

দু'আ ও যিক্‌র আয্‌কার সম্পর্কীয়

কতিপয় মাহাত্ম্যপূর্ণ সূরা ও তার অনুবাদ

সালাতের প্রতিটি সূরা, ক্বিরাআত ও দু'আ বুঝে পড়া উচিত। কেননা বুঝে না পড়লে সালাতে মন বসে না এবং তৃপ্তিও পাওয়া যায় না; ফলে বিভিন্ন দুশ্চিন্তা মনে চলে আসে। তাই এ বইয়ে প্রতিটি দু'আ অর্থসহ নিয়ে আসা হয়েছে। তার সাথে এখানে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ছোট ছোট সূরা এবং তার বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ দেয়া হল, যাতে মুসল্লীগণ ঐ সূরাগুলো পড়ার সময় অর্থ বুঝতে পারেন।

সূরা আল্ 'আস্‌র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

উচ্চারণ : (১) ওয়াল্ 'আস্‌রি, (২) ইন্নাল্ ইন্‌সা-না লাফী খুস্‌রি, (৩) ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ সা-লিহা-তি ওয়াতাওয়া-সাওবিল্ হাক্বকি, ওয়া তাওয়া-সাও বিস্‌সাব্‌র।

অর্থ : (১) 'আস্‌রের (কাল প্রবাহের) কসম! (২) নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (৩) কিন্তু যারা (আল্লাহকে) বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে, আর একে অপরকে সত্যের উপদেশ দান করে এবং (বিপদে-আপদে) পরস্পরকে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দান করে (তারা ঐ ক্ষতির মধ্যে নয়)।

সূরা আল্ কাওসার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

উচ্চারণ : (১) ইন্না- আ'অতাইনা-কাল্ কাও্সার (২) ফাসল্লি লিরব্বিকা ওয়ান্হার (৩) ইন্না শা-নিআকা হুআল আব্তার।

অর্থ : (১) (হে মুহাম্মাদ!) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাও্সার দান করেছি। (২) অতএব তুমি (ঐ মহাদানের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ) তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (৩) নিঃসন্দেহে তোমার দুশমনই লেজ কাটা বা নির্বংশ।

সূরা আল্ কা-ফিরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

উচ্চারণ : (১) কুল্ ইয়া- আইয়্যুহাল্ কা-ফিরূন। (২) লা- আ'বুদু মা- তা'বুদূন। (৩) ওয়ালা- আন্তুম্ আ-বিদূনা মা- আ'বুদ। (৪) ওয়া লা- আনা- 'আ-বিদুম্ মা- 'আবাদ্তুম। (৫) ওয়ালা- আন্তুম্ 'আ-বিদূনা মা-আ'বুদ। (৬) লাকুম্ দীনুকুম্ ওয়ালিয়া দীন।

অর্থ : (১) (হে মুহাম্মাদ) তুমি বলে দাও ওহে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরগণ! (২) আমি তার 'ইবাদত করি না তোমরা যার পূজা কর। (৩)

আর তোমরাও তাঁর পূজারী নও আমি যাঁর 'ইবাদাত করি। (৪) এবং আমি তার 'ইবাদাতকারী হব না তোমরা যার পূজা করে আসছ। (৫) আর তোমরাও তাঁর পূজারী হবে না আমি যাঁর 'ইবাদাত করছি। (৬) (অতএব) তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার দীন।

সূরা আল্ ইখ্‌লাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

উচ্চারণ : (১) কুল্ হুওয়াল্লা-হু আহাদ। (২) আল্লা-হুস্‌সামাদ। (৩) লাম্ ইয়ালিদ। (৪) ওয়া লাম্ ইউলাদ। (৫) ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লা-হূ কুফুওয়ান্ আহাদ।

অর্থ : (১) হে নবী! তুমি বলে দাও সেই আল্লাহ একক, (২) যে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন (অথচ সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী), (৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং (কারো হতে) তিনি জন্মলাভও করেনি। (৪) আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

সূরা আল্ ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

উচ্চারণ : ১। কুল আ'উযু বিরাব্বিল্ ফালাক্ব, ২। মিন্‌শার্‌রি মা-খালাক্ব, ৩। ওয়ামিন শার্‌রি গা-সিক্বিন ইযা- ওয়াক্বাব, ৪। ওয়ামিন্

শার্‌রিন নাফ্‌ফা-সা-তি ফিল ‘উকাদ । ৫ । ওয়ামিন্‌ শার্‌রি হা-সিদিন্‌ ইযা-হাসাদ ।

অর্থ : ১ । তুমি বল! আমি ভোরের প্রতি পালকের আশ্রয় চাচ্ছি । ২ । সেই সমস্ত জিনিষের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন । ৩ । এবং অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা (বিশ্ব চরাচরকে) ঢেকে নেয়, ৪ । আর গিরাসমূহে ফুঁক দানকারীনীদের দুষ্কৃতি থেকে, ৫ । এবং হিংসুক ব্যক্তির ক্ষতি থেকে ।

সূরা আন্‌ নাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ
وَالنَّاسِ ۝

উচ্চারণ : (১) কুল, আ‘উযু বিরাব্বিন্‌ না-স, (২) মালিকিন্‌ না-স, (৩) ইলা-হিন্‌ না-স, (৪) মিন্‌ শার্‌রিল্‌ ওয়াস্‌ওয়া-সিল খান্না-স, (৫) আল্লাযী ইউওয়াস্‌বিসু ফী সুদূরিন্না-স, (৬) মিনাল্‌ জিন্নাতি ওয়ান্‌না-স ।

অর্থ : (১) তুমি বল, আমি মানুষের প্রতি পালকের, (২) মানুষের মালিকের, (৩) মানুষের উপাস্যের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, (৪) সেই লুকায়িত কুমন্ত্রণা দানকারীর দুষ্কৃতি থেকে, (৫) যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দান করে, (৬) জিন্‌ ও ইনসানের মধ্য হতে ।

মুনাজাতের নিয়ম ও কতিপয় দু‘আ

প্রথমে আল্লাহ তা‘আলার হাম্‌দ বা প্রশংসা এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পড়ে নিম্নলিখিত কুরআন ও হাদীসের দু‘আগুলো পড়া উত্তম ।[৬৬৯]

[৬৬৯] দু‘আ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানার জন্য লিখকের তথ্য ও গবেষণামূলক গ্রন্থ “যিক্‌র, দু‘আ ও শরীয়ত সম্মত ঝাড়ফুঁক” (প্রকাশের পথে) পাঠ করুন ।

কাকুতি মিনতির দু'আ

আদম ('আঃ)-এর কাকুতি মিনতির দু'আ–

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

উচ্চারণ : রব্বানা- যলাম্‌না- আন্‌ফুসানা- ওয়াইল্লাম্‌ তাগ্‌ফির লানা- ওয়াতার্‌হাম্‌না- লানাকূনান্না- মিনাল খা-সিরীন ।[৬৭০]

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের আত্মার প্রতি যুলুম করেছি, তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর ও আমাদের প্রতি সদয় না হও তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে ।

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকামী দু'আ

﴿رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণ : রাব্ব্‌না- আ-তিনা ফিদ্‌দুন্‌ইয়া- হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্‌ আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা- 'আযা-বান্‌ না-র ।[৬৭১]

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের 'আযাব থেকে রক্ষা করুন ।

পিতা-মাতার জন্য দু'আ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমার পিতা-মাতার জন্য নিবেদিত ও বিনয়ী হও, তাদের পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ কর এবং তাদের জন্য এ বলে দু'আ কর :

---

[৬৭০] সূরা আল্‌ আ'রাফ ৭ : ২৩ আয়াত ।
[৬৭১] সূরা আল্‌ বাক্বারাহ্‌ ২ : ২০১ আয়াত ।

﴿رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا﴾

উচ্চারণ : রাব্বির হাম্‌হুমা- কামা- রাব্বাইয়া-নী সাগীরা- ।[৬৭২]

অর্থ : হে প্রভু! তাদের দু'জনের প্রতি রহম করুন যেমনিভাবে তারা ছোট কালে আমাকে লালন-পালন করেছেন ।

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ﴾

উচ্চারণ : রাব্বানাগ্‌ফির্‌লী ওয়ালি- ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল্‌ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসা-ব ।[৬৭৩]

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিন মুসলমানকে ক্বিয়ামাতের দিবসে ক্ষমা কর ।

স্মরণশক্তি বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা দূরের দু'আ

﴿رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا﴾

উচ্চারণ : রাব্‌বি যিদ্‌নী 'ইল্‌মা- ।[৬৭৪]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে অধিক 'ইল্‌ম (জ্ঞান) দান কর ।

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ

يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ﴾

উচ্চারণ : রাব্‌বিশ্‌ রাহ্‌লী সদ্‌রী ওয়া ইয়াস্‌সির্‌লী আম্‌রী ওয়াহ্‌লুল্‌ 'উক্বদাতাম্‌ মিল্‌ লিসা-নী ইয়াফ্‌কাহূ ক্বাওলী ।[৬৭৫]

অর্থ : হে প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজ সহজ করে দাও, আমার জিহ্বা হতে জড়তা দূর করে দাও যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে ।

---

[৬৭২] সূরা বানী ইসরাঈল ১৭ : ২৪ আয়াত ।
[৬৭৩] সূরা ইব্‌রাহীম ১৪ : ৪১ আয়াত ।
[৬৭৪] সূরা ত্ব-হা- ২০ : ১১৪ আয়াত ।
[৬৭৫] সূরা ত্ব-হা- ২০ : ২৫-২৮ আয়াত ।

স্ত্রী ও সন্তানদের আনুগত্যশীলের জন্য দু'আ

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا﴾

উচ্চারণ : রাব্বানা- হাব্লানা- মিনা- আয্ওয়া-জিনা- ওয়া যুর্রিয়্যা-তিনা কুর্রাতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ্'আল্না লিল্ মুত্তাকীনা ইমামা- ।[৬৭৬]

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাদের স্ত্রী ও আমাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে আমাদের নয়ন জুড়ানো বস্তু দান কর এবং আমাদিগকে পরহেজগারদের ইমাম বানাও ।

সু-সন্তান লাভের দু'আ

﴿رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ﴾

উচ্চারণ : রাব্বি হাব্লী মিল্লাদুন্কা জুর্রিয়্যাতান ত্বাইয়্যিবাতান ইন্নাকা সামী'উদ্ দু'আ- ।[৬৭৭]

অর্থ : হে আমার প্রভু! আমাকে তোমার পক্ষ হতে পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয়ই তুমি দু'আ শ্রবণকারী ।

বিশ্ব মুসলিমের জন্য দু'আ

বিশ্ব মুসলিমের (জীবিত ও মৃত সকলের) ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আল্লাহর শিখানো দু'আ :

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

---

[৬৭৬] সূরা আল্ ফুরকান ২৫ : ৭৪ আয়াত ।
[৬৭৭] সূরা আ-লি 'ইমরান ৩ : ৩৮ আয়াত ।

উচ্চারণ : রাব্বানাগ্ফির- লানা- ওয়া লিইখ্ওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকূনা বিল্ ঈমান, ওয়ালা- তাজ্‘আল ফী কুলূবিনা- গিল্লাল লিল্লাযীনা আ-মানূ রাব্বানা- ইন্নাকা রাউফুর রাহীম।[৬৭৮]

অর্থ : হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের সেই সব ভাইদের ক্ষমা কর, যারা ঈমানের সাথে চলে গেছেন এবং আমাদের অন্তরে সে সকল জীবিত লোকদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব এনে দিও না যারা ঈমান এনেছে। হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমি দয়াময়।

মুসলিম হয়ে মৃত্যু বরণের দু‘আ

﴿فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ﴾

উচ্চারণ : ফা-ত্বিরাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্যি আন্তা ওয়ালিইয়্যি ফিদ্ দুন্ইয়া ওয়াল্ আ-খিরাতি তাওয়াফ্ফানী মুসলিমাওঁ ওয়া আল্হিক্নী বিস্সা-লিহীন।[৬৭৯]

অর্থ : (হে আল্লাহ!) আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা তুমিই ইহকাল ও পরকালে আমার অভিভাবক, তুমিই আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যুদান কর এবং সৎ লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দান কর।

মৃত্যুর কষ্ট থেকে বাঁচার দু‘আ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى.

---

[৬৭৮] সূরা আল্ হাশ্র ৫৯ : ১০ আয়াত।
[৬৭৯] সূরা ইউসুফ ১২ : ১০১ আয়াত।

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইন্না লিল্ মাওতি সাকারা-ত, আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী ওয়ার্ হাম্নী ওয়া আল্হিক্বনী বির্রাফীক্বিল আ'লা- ।[৬৮০]

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয়ই মৃত্যুর ভয়াবহ কষ্ট রয়েছে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে উত্তম বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও।

বার্ধক্যের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল বুখ্লি ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল্ জুব্নি ওয়া আ'উযুবিকা মিন্ আন্ উরাদ্দা ইলা-আর্যালিল 'উমুরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিত্নাতিদ্ দুন্ইয়া ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযা-বিল ক্বাব্র।[৬৮১]

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট কৃপণতা, শারীরিক দুর্বলতা, বার্ধক্যের দুঃখ কষ্ট এবং দুনিয়ার ফিত্না ফাসাদ ও ক্ববরের 'আযাব হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

ঋণ ও চিন্তা মুক্ত হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

---

[৬৮০] সহীহুল বুখারী হাঃ ৪৪৪০।
[৬৮১] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩৭০।

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ হাম্মি ওয়াল্ হাযানি ওয়াল 'আজ্যি ওয়াল্ কাসালি ওয়াল জুব্নি ওয়াল বুখ্লি ওয়া যালা'ইদ্ দায়নি ওয়া গালাবাতির্ রিজা-ল।[৬৮২]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চিন্তা ভাবনা থেকে, অপারগতা ও অলসতা হতে, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি (ক্রোধ) থেকে রেহাই চাই।

শির্ক হতে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন উশ্রিকা বিকা ওয়া আনা- আ'লামু ওয়া আস্তাগ্ফিরুকা লিমা- লা- আ'লামুহূ।[৬৮৩]

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি জেনে শুনে তোমার সঙ্গে শরীক করা হতে পরিত্রাণ চাই এবং অজ্ঞাত অবস্থায় যা করে ফেলি তা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

কবরের 'আযাব থেকে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ 'আযা-বিল ক্বাব্র।[৬৮৪]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আযাব থেকে মুক্তি চাই।

জাহান্নামের 'আযাব থেকে মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ.

---

[৬৮২] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩৬৯।

[৬৮৩] আহমাদ, সহীহ আল জামি' ৩৭৩১, হিসনুল মুসলিম দু'আ নং-২০৩।

[৬৮৪] সহীহুল বুখারী হাঃ (৮৩৩)।

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ 'আযা-বি জাহান্নাম ।[৬৮৫]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি চাই ।

জান্নাত লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা জান্নাতাল ফিরদাওস ।[৬৮৬]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 'জান্নাতুল ফিরদাওস' প্রার্থনা করছি ।

হালাল রিযিকের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাক্ফিনী বি হালা-লিকা 'আন্ হারা-মিকা, ওয়াআগ্নিনী বিফায্লিকা 'আম্মান সিওয়া-কা ।[৬৮৭]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিয্ক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও । এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সকল হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও ।

সাইয়্যেদুল ইস্তিগ্ফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

---

[৬৮৫] সহীহুল বুখারী হাঃ (১৩৭৭) ।
[৬৮৬] সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ।
[৬৮৭] সহীহ আল জামি' হাঃ ২৬২৫, সহীহাহ্ হাঃ ২৬৬ ।
[৬৮৯] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩০৬, মিশকাত তাহক্বীক্ব হাঃ ২৩৩৫ ।

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আন্তা রাব্বী লা- ইলা-হা ইল্লা- আন্তা খালাক্তানী ওয়া আনা 'আব্দুকা ওয়া আনা- 'আলা- আহ্দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বা'তু আ'উযুবিকা মিন্ শার্রি মা- সানা'তু আবুউলাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়াআবুউ বিযাম্বি ফাগ্ফিরলী ফাইন্নাহূ লা- ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা- আন্তা।[৬৮৯]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা, আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার ওয়াদা অঙ্গীকারের উপর স্থির রয়েছি। আমি তোমার নিকট আমার কৃত অন্যায় আচরণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি, আমি তোমার নি'আমতকে স্বীকার করছি যা তুমি আমাকে দান করেছ এবং আমার অপরাধও স্বীকার করছি। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা কর, কেননা তুমি ব্যতীত অন্য কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।

প্রার্থনা কবুল ও মুনাজাত সমাপ্তির দু'আ

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ﴾

উচ্চারণ : রাব্বানা- তাক্বাব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল 'আলীম, ওয়াতুব 'আলাইনা- ইন্নাকা আন্তাত্ তাও্ওয়া-বুর রহীম।[৬৯০]

অর্থ : হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রার্থনা কবূল কর এবং আমাদের তাওবাহ্ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি তাওবাহ্ কবূলকারী দয়াময়।

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾

---

[৬৯০] সূরা আল্ বাক্বারাহ্ ২ : ১২৭ ও ১২৮ আয়াত।

উচ্চারণ : সুব্হা-না রাব্বিকা রাব্বিল 'ইয্যাতি 'আম্মা ইয়াসিফূন ওয়া সালা-মুন 'আলাল্ মুরসালীন ওয়াল হাম্দু লিল্লা-হি রাব্বিল 'আ-লামীন।[৬৯১]

অর্থ : তোমার প্রভু, সম্মানিত প্রভু তাদের (কাফিরদের) অপবাদ হতে পবিত্র। সকল রাসূলদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং সকল প্রশংসার একমাত্র মালিক আল্লাহ, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

কালিমা শাহাদাত

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

উচ্চারণ : আশ্হাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহ্।[৬৯২]

অর্থ : আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

কালিমা তাওহীদ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচারণ : লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা- শারীকা লাহূ লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।[৬৯৩]

অর্থ : আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য ও সকল প্রকারের প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।

---

[৬৯১] সূরা আস্ সাফ্ফাত ৩৭ : ১৮০-১৮২ আয়াত।

[৬৯২] সহীহুল বুখারী হাঃ ৮৩১, সহীহ মুসলিম হাঃ ১৭৬৪, মিশকাত হাঃ ০৪।

[৬৯৩] সহীহ মুসলিম হাঃ ৪৮৫৭।

কালিমা তামজীদ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাল্লা-হি ওয়াল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আক্‌বার ।[৬৯৪]

অর্থ : আল্লাহ অধিক পবিত্র, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা আর আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ মহান ।

দু'টি অধিক ফযীলতপূর্ণ প্রিয় ও সহজ কালিমা (বাক্য)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্‌দিহী সুব্‌হা-নাল্লা-হিল 'আযীম ।[৬৯৫]

অর্থ : আল্লাহ অধিক পবিত্র ও আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা । আরো মহান আল্লাহ পবিত্র ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে কতিপয় প্রয়োজনীয় দু'আ

শয়ন কালে দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া- ।[৬৯৬]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমারই নাম নিয়ে মৃত্যু বরণ করছি (ঘুমাতে যাচ্ছি) । আর তোমারই নাম নিয়ে জীবিত হব (ঘুম থেকে উঠব) ।

---

[৬৯৪] সহীহ মুসলিম হাঃ ৩৯৮৫ ।
[৬৯৫] সহীহুল বুখারী সর্বশেষ হাঃ ৭৫৬৩ ।
[৬৯৬] সহীহুল বুখারী হা ৬৩২৪ ।

ঘুম থেকে জেগে দু'আ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন্‌ নুশূর ।[৬৯৭]

অর্থ : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবন দান করেছেন, আর তাঁরই নিকট (আমাদের) ফিরে যেতে হবে ।

সালাম ও সালামের জবাব

কারো সাথে কথা বলার পূর্বে সালাম দিতে হবে। *"আস্‌সালা-মু 'আলাইকুম"* বললে ১০ নেকি, আর এর সাথে *"ওয়া রাহমাতুল্লা-হ"* বললে ২০ নেকী, আর যদি *"ওয়া বারাকা-তুহ্‌"* বলে তাহলে ৩০ নেকী। এর চেয়ে বৃদ্ধির কোন সহীহ দলীল নেই ।[৬৯৮]

যে আগে সালাম দিবে সে আল্লাহর নিকট প্রিয় বলে গণ্য হবে এবং অহংকারমুক্ত হবে। যত বেশী সালাম দিবে তত বেশী মহব্বত বাড়বে ।[৬৯৯]

সালামের জবাবে সালামদাতার চেয়ে বেশী বলতে পারলে উত্তম, তবে বেশী না হলেও ততটুকু অবশ্যই বলতে হবে ।[৭০০]

দলের পক্ষ হতে একজন সালাম দিলে যেমন সকলের পক্ষ থেকে হয়, তেমনি একজন জবাব দিলেও সকলের পক্ষ থেকে হয়ে যাবে ।[৭০১]

---

[৬৯৭] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩২৪ ।
[৬৯৮] আবূ দাউদ, তিরমিযী, ফিকহুল আদ্‌ইয়াহ ওয়াল আয্‌কার- ৩/২৮১ ।
[৬৯৯] সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, ফিকহুল আদ্‌ইয়াহ ওয়াল আয্‌কার- ৩/২৭৯,২৮০ ।
[৭০০] সূরা আন্‌ নিসা ৪ : ৮৬ আয়াত ।
[৭০১] সহীহ আবূ দাউদ হাঃ ৪৩৪২ ।

মুসাফাহার নিয়ম ও দু'আ

'মুসাফাহা' শব্দটি আরবী। যার অর্থ হল– এক হাতের তালু অপর জনের হাতের তালুর সাথে মিলানো। তাই উভয় ব্যক্তির ডান হাতের তালুদ্বয় মিলানোকে মুসাফাহা বলা হয়। এটা চার হাত দিয়ে নয় বরং এক এক করে দু'হাত দিয়ে।[৭০২]

হাঁচি ও তার প্রতিউত্তরে দু'আ

হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (*আল্‌হাম্‌দুলিল্লা-হ্*) বলবে। যে শুনবে সে উত্তরে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (*ইয়ার্‌হামু কাল্লা-হ্*) অর্থাৎ- "আল্লাহ আপনার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন" বলবে এবং এটা শুনে হাঁচিদাতা বলবে– يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (*ইয়াহ্‌দীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউস্‌লিহু বা-লাকুম*) অর্থাৎ- আল্লাহ্ আপনাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা ভাল করুন।[৭০৩]

খাবার শুরুতে দু'আ ভুলে গেলে যা বলতে হয়

যে কোন খাবার *'বিস্‌মিল্লা-হ'* বলে খেতে হয়। আর *'বিস্‌মিল্লা-হ'* বলা ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখন বলবে بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (*বিস্‌মিল্লা-হি আও্ওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহু*) অর্থাৎ- প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে (শুরু করলাম)[৭০৪]

খাবার শেষে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ.

---

[৭০২] সহীহ তিরমিযী হাঃ ২১৯৫, সহীহ ইবনে মাজাহ হাঃ ২৯৮৭।

[৭০৩] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬২২৪।

[৭০৪] আবূ দাউদ হাঃ ৩৭৬৭, ইবনু মাজাহ্ হাঃ ৩২৬৪, সহীহ জামি' হাঃ ৩৮০।

উচ্চারণ : আল হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী আত্‌'আমানী হাযাত ত্ব'আমা ওয়া রাযাকানীহি মিন্‌ গাইরি হাউলিম্‌ মিন্নী ওয়ালা কুও্‌ ওয়াতিন।[৭০৫]

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এ খাবার খাওয়ালেন, আমাকে রিযিক (আহার) দিলেন আমার কোনরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই।

যে পানাহার করাল তার জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আত্ব'ইম্‌ মান আত্ব'আমানী ওয়াস্‌ক্বি মান সাক্বা-নী।[৭০৬]

অর্থ : হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাল তুমি তাকে আহার করাও এবং যে আমাকে পান করাল তুমি তাকে পান করাও।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-রিক্‌ লাহুম ফীমা- রাযাক্‌তাহুম ওয়াগ্‌ফির্‌লাহুম ওয়ার্‌হামহুম।[৭০৭]

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে তাদের জন্য বরকত দান কর, তাদের গুনাহ মাফ কর এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর।

নতুন পোশাক পরিচ্ছদ ও জুতা ইত্যাদি পরিধানের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهٗ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ.

---

[৭০৫] আবূ দাউদ হাঃ ৪০২৩, তিরমিযী হাঃ ৩৪৫৮, সহীহ জামি' হাঃ ৬০৮৬।

[৭০৬] সহীহ মুসলিম হাঃ ২০৫৫।

[৭০৭] সহীহ মুসলিম হাঃ ২০৪২।

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা লাকাল হাম্‌দু আন্‌তা কাসাওতানীহ, আস্‌আলুকা মিন খাইরিহী ওয়া খাইরি মা- সুনি'আ লাহূ, ওয়া আ'উযুবিকা মিন্‌ শার্‌রিহী ওয়া শার্‌রি মা- সুনি'আ লাহূ।[৭০৮]

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটি যে জন্য তৈরি করা হয়েছে সে সব কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমি এর অনিষ্ট এবং এটি তৈরির অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি।

বাড়ী হতে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি, লা- হাওলা ওয়ালা- কূওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ।[৭০৯]

অর্থ : আল্লাহর নামে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত নেক আমল করার এবং পাপ হতে বেঁচে থাকার সাধ্য-শক্তি কারো নেই।

আকাশ যান ও স্থল যানে আরোহণের দু'আ

﴿سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা- হা-যা- ওয়ামা- কুন্না- লাহূ মুক্‌রিনীনা ওয়া ইন্না- ইলা- রাব্বিনা- লামুন্‌কালিবূন।[৭১০]

---

[৭০৮] সহীহ আবূ দাঊদ হাঃ ৩৩৯৩, সহীহ তিরমিযী হাঃ ১৪৪৬।
[৭০৯] আবূ দাঊদ হাঃ ৫০৯৫, তিরমিযী হাঃ ৩৪২৬, সহীহ আল জামি' হাঃ ৪৯৯।
[৭১০] সূরা আয্‌ যুখরুফ ১৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ১৩৪২।

অর্থ : মহান আল্লাহ পূত-পবিত্র, যিনি আমাদের জন্য একে অনুগত করেছেন। আমরা এর ক্ষমতাসীন ছিলাম না। আর আমাদের প্রতিপালকের দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

নৌযানে আরোহণের দু'আ

﴿بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি মাজরে-হা- ওয়া মুরসা-হা- ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রহীম।[৭১১]

অর্থ : আল্লাহর নামে এটা চলবে ও থামবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

মাজলিস বা বৈঠক হতে উঠার সময় দু'আ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়াবিহাম্‌দিকা আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্‌তা আস্‌তাগ্‌ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক।[৭১২]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আর তোমার কাছেই তাওবাহ্ করছি।

---

[৭১১] সূরা হূদ ১১ : ৪১ আয়াত।
[৭১২] আবূ দাউদ হাঃ ৪৮৫৯, তিরমিযী হাঃ ৩৪৩৩, সহীহ তারগীব হাঃ ১৫১৬।

বাড়ীতে প্রবেশ করার দু'আ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খাইরাল্ মাওলাজি ওয়া খাইরাল মাখ্রাজি বিস্মিল্লা-হি ওয়ালাজ্না- ওয়া'আলাল্লা-হি রাব্বিনা- তাওয়াক্কালনা- ।[৭১৩]

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের কল্যাণ চাই। তোমার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই। আমাদের প্রভু আল্লাহর নামে ভরসা করলাম।

স্বামী-স্ত্রী মিলনের দু'আ

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.

উচ্চারণ : বিস্মিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিব্নাশ্ শাইত্বা-না ওয়া জান্নিবিশ শাইত্বা-না মা- রাযাক্বতানা- ।

অর্থ : আল্লাহর নামে (আমরা মিলিত হচ্ছি) হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের নিকট হতে শয়তানকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে দান করবে তার নিকট হতেও শয়তানকে দূরে রাখিও।[৭১৪]

নতুন চাঁদ দেখে দু'আ

اَللهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللهُ.

---

[৭১৩] আবূ দাঊদ, সহীহ আল জামি' হাঃ ৮৩৯, তারাজু'আত হাঃ ২০।
[৭১৪] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩৮৮, সহীহ মুসলিম হাঃ ১৪৩৪।

উচ্চারণ : আল্লা-হু আক্‌বার। আল্লা-হুম্মা আহিল্লা-হূ 'আলাইনা- বিল্ ইউম্‌নি ওয়াল ঈমা-নি ওয়াস্‌সালা-মাতি ওয়াল ইস্‌লা-মি, রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লা-হ।[৭১৫]

অর্থ : আল্লাহ মহান, হে আল্লাহ! তুমি এই চাঁদকে নিরাপত্তা, ঈমান, ইসলাম ও শান্তির সাথে আমাদের মাঝে উদিত কর এবং (নেক আমলের) তাওফীকের সাথে যা তোমার নিকট পছন্দনীয় ও যাতে তুমি সন্তুষ্ট। হে চাঁদ আমার ও তোমার প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ।

কুরবানীর দু'আ

بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি আল্লা-হু আক্‌বার, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্‌বাল মিন্‌নী ওয়া মিন্ আহ্‌লি বাইতী।[৭১৬]

অর্থ : আল্লাহর নামে (যবেহ করছি) আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হতে এবং আমার পরিবারের পক্ষ হতে কুরবানী কবূল কর।

হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার দু'আ

﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ﴾

উচ্চারণ : ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রা-জি'ঊন।[৭১৭]

অর্থ : নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবো।

---

[৭১৫] তিরমিযী হাঃ ৩৪৫১, সহীহ ইবনে হিব্বান হাঃ ৮৮৮, সহীহাহ্ হাঃ ১৮১৬।
[৭১৬] সহীহ মুসলিম, আবূ দাঊদ।
[৭১৭] সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৫৬ আয়াত।

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দু'আ

রুগীকে লক্ষ্য করে বলতে হবে :

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ.

উচ্চারণ : লা- বা'সা ত্বাহূরুন ইন্‌শা-আল্লা-হ ।

অর্থ : ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, গুনাহ হতে পবিত্রতা হাসিল হবে ইন্‌শাআল্লাহ ।[৭১৮]

রুগীর গায়ে হাত রেখে বলতে হবে

اَللّٰهُمَّ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আয্‌হিবিল বা'সা রাব্বান্‌না-স, ওয়াশ্‌ফি আন্‌তাশ্ শা-ফী লা- শিফা-আ ইল্লা- শিফা-উকা শিফা-আল্ লা- ইউগা-দিরু সাক্বামা- ।[৭১৯]

অর্থ : হে আল্লাহ! খারাবী দূর করে দাও। হে মানব জাতির প্রতিপালক! তোমার আরোগ্য ব্যতীত আর কোন রোগ মুক্তির ব্যবস্থা নেই। তোমার শিফা এমনই যা সমস্ত ব্যাধি দূর করে ।

নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

উচ্চারণ : লা- হাওলা ওয়ালা- কূওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ ।

---

[৭১৮] সহীহুল বুখারী হাঃ ৫৬৫৬ ।

[৭১৯] সহীহুল বুখারী, হাঃ ৫৭৪৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ২১৯১ ।

অর্থ : আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত সৎ কাজ করার এবং পাপ হতে বাঁচার কোন শক্তি সামর্থ্য নেই।

এ বাক্যটি জান্নাতের একটি অন্যতম পুণ্যের ভাণ্ডার।[৭২০]

মৃত্যু ও দুঃসংবাদ শুনলে দু'আ

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا.

উচ্চারণ : ইন্না- লিল্লা-হি ওয়া ইন্না- ইলাইহি রাজি'উন। আল্লা-হুম্মা আজির্‌নী ফী মুসীবাতী ওয়াআখ্‌লিফ্‌লী খাইরাম্‌ মিন্‌হা-।[৭২১]

অর্থ : আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমাদের তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদের বিনিময়ে সওয়াব দাও এবং যা হারিয়ে গেছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু প্রদান কর।

মৃত্যু ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ.

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লা-হি ওয়া 'আলা- মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হ।[৭২২]

অর্থ : আমি তোমাকে আল্লাহর নামে ও তাঁর রাসূলের তরীকায় রাখলাম।

কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَلَاحِقُوْنَ أَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

---

[৭২০] সহীহুল বুখারী হাঃ ৬৩৮৪, সহীহ মুসলিম, মিশকাত- ২০১।

[৭২১] সহীহ মুসলিম হাঃ ২১২৩।

[৭২২] সহীহ তিরমিযী হাঃ ৮৩৬।

উচ্চারণ : আস্সালা-মু 'আলাইকুম আহ্লাদ্দিয়া-রি মিনাল্ মু'মিনীনা ওয়াল মুস্লিমীনা ওয়া ইন্না- ইন্শা-আল্লা-হু লালা-হিকূন, আস্আলুল্লা-হা লানা- ওয়ালাকুমুল 'আ-ফিয়াহ্ ।[৭২৩]

অর্থ : হে মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক । তোমাদের সাথে ইন্শাআল্লাহ আমরা মিলিত হব । আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করছি ।

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সবশেষে নাবী-রাসূলদের ওপর সালাত ও সালাম এবং বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা ।

---

[৭২৩] সহীহ মুসলিম হাঃ-১৬২০ ।

প্রমাণপঞ্জী

১। আল কুরআনুল কারীম, ২। তাফসীর তাবারী, ৩। তাফসীর ইবনু কাসীর।

হাদীস ও হাদীসের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থসমূহ

৪। সহীহুল বুখারী দিল্লী ছাপা, ৫। সহীহ মুসলিম দিল্লী ছাপা, ৬। আবূ দাঊদ দিল্লী ছাপা, ৭। তিরমিযী দিল্লী ছাপা, ৮। নাসায়ী দিল্লী ছাপা, ৯। ইবনে মাজাহ দিল্লী ছাপা, ১০। মিশকাত শরীফ দিল্লী ছাপা, ১১। বুলূগুল মারাম, আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরীর টীকাসহ, রিয়াদ ছাপা, ১২। মুআত্তা ইমাম মালিক, দিল্লী ছাপা ১৩। তাহাবী শরীফ– দেওবন্দ ছাপা ১৪। সহীহ ইবনে খুযায়মাহ্– বৈরুত ছাপা ১৫। মুস্তাদ্রাকে হাকীম, হায়দ্রাবাদ ছাপা ১৬। মুসান্নাফ 'আবদুর রায্যাক, বৈরুত ছাপা (১৯৭০ সংস্করণ) ১৭। ত্বাবারানী কাবীর (১৯৮০ সংস্করণ) ২০। মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, বোম্বাই ছাপা ২১। তালখিসুল হাবীর– দিল্লী ছাপা ২২। কানযুল উম্মাল– হায়দ্রাবাদ ছাপা ২৩। বুখারীর ব্যাখ্যা ফাতহুল বারী, রিয়াদ ছাপা ২৪। বুখারীর ব্যাখ্যা ওমদাতুল কারী, দারুল ফিকর ছাপা ২৫। তিরমিযীর ব্যাখ্যা তুহফাতুল আহওয়াযী, দিল্লী ছাপা, মাকতাবা তিজারিয়া, ২৬। তিরমিযীর ব্যাখ্যা আল আরফুশ্ শাযী, দেওবন্দ ছাপা ২৭। নায়লুল আওত্বার (ইমাম শাওকানীর) মাকতাবা দারুত্ তুরাস, কাইরো, মিসর ২৮। মিশকাতের ব্যাখ্যা মিরআতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড লাহোর ছাপা, ২৯। মিশকাতের ব্যাখ্যা মিরআতুল মাফাতীহ, ২য় খণ্ড লাক্ষ্ণৌ ছাপা (১৯৫৮ইং সংস্করণ), ৩০। মিশকাতের শরাহ– মিরকাত, দিল্লী ছাপা, ৩১। মাউযু'আতে কাবীর, দিল্লী ছাপা, ৩২। মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, দেওবন্দ ছাপা ৩৩। ফতহুর রব্বানী– (সুসম্পাদিত মুসনাদে আহমাদ) ৩৪। জামিউস সহীহ আস-সাগীর- শাইখ আলবানী (রহঃ), ৩৫। সহীহ আত্তারগীব, শাইখ আলবানী (রহঃ)। ৩৬। সহীহ আবূ দাউদ- শাইখ আলবানী, ৩৭। সহীহ তিরমিযী- শাইখ আলবানী, ৩৮। সহীহ নাসায়ী- শাইখ আলবানী, ৩৯। সহীহ ইবনে মাজাহ- শাইখ আলবানী, ৪০। তাহক্বীক্ব মিশকাত- শাইখ আলবানী, ৪১। ইরউয়াউল গালীল- শাইখ আলবানী, ৪২। তুহফাতুল আহওয়াযী- 'আবদুর রহমান মুবারকপুরী, ৪৩। বুলূগুল মারাম- মুহাক্বীক সামীর যুহাইর, ৪৪। সহীহুল বুখারী বাংলা- ই. ফা., ৪৫। মিশকাত বাংলা- নূর আযমী, ৪৬। সিলসিলাহ সহীহাহ- শাইখ আলবানী।

লেখক পরিচিতি

আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, ঠাকুরগাঁও জেলার সদর থানার রহিমানপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় গ্রামে মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে দিনাজপুর উথরাইল আলিয়া মাদরাসা হতে আলিম শেষ করে ভালভাবে আরবী শিক্ষার উদ্দেশে মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী ঢাকায় অধ্যয়ন শুরু করেন এবং ১৯৯৬ সালে কৃতিত্বের সাথে দাওরা হাদীস সম্পন্ন করেন, পাশাপাশি বি.এ, এম.এ এবং (ঢাকা সরকারী আলিয়া মাদরাসায়) কামিল তাফসীর ও হাদীস সম্পন্ন করে আরো উচ্চশিক্ষার জন্য স্কলারশিপ পেয়ে মাদীনাহ্ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সাথে সাথে মাসজিদে নববীতে মাদীনার বড় বড় আলিমদের নিকটও বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা নেন। মাদীনাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সাথে লিসান্স ও হায়ার ডিপ্লোমা সম্পন্ন করে সউদী ধর্ম মন্ত্রণালয় কতৃর্ক দা'ঈ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দেশে ফিরে এসে মাদরাসা দারুস্ সুন্নায় অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি বর্তমান কর্মজীবনের পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে গবেষণামূলক ইসলাম শিক্ষা সিরিজসমূহ তাঁর নিরলস পরিশ্রমের অনন্য তুহফা। যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি বর্তমানে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আল হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদে পি.এইচ.ডি গবেষণারত এবং মাদরাসতুল হাদীস- নাজির বাজার, ঢাকা'র অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও অনেক ইসলামিক ও সামাজিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালক অথবা সদস্য হিসেবে জড়িত আছেন। এছাড়াও পিস টিভি বাংলার খ্যাতিমান ভাষ্যকার হিসেবে তিনি ইতোমধ্যে সুখ্যাতি লাভ করেছেন। আল্লাহ তাঁর দ্বারা ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে উপকৃত করুন। আমীন!!

—প্রকাশক

প্রাপ্তিস্থান

- **মাদরাসাতুল হাদীস**
  ৯৪, কাজী আলাউদ্দিন রোড, নাজির বাজার, ঢাকা- ১১০০।
- **বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস (প্রধান কার্যালয়)**
  ৪, নাজিরা বাজার লেন, মাজেদ সরদার রোড- ১১০০।
- **জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস (প্রধান কার্যালয়)**
  ৪, নাজিরা বাজার লেন, মাজেদ সরদার রোড- ১১০০।
- **তাওহীদ পাবলিকেশন্স**
  ৯০, হাজী 'আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।
- **মাদরাসা দারুস সুন্নাহ**
  ৬২৮, ব্লক- ধ, মিরপুর- ১২, পল্লবী।
- **মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া**
  ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা**
  ২১৪, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।
- **হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী**
  ৩৮, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা।
- **কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মাসজিদ**
  তাঁতীপাড়া, ঠাকুরগাঁও সদর।

লেখক কর্তৃক সংকলিত গুরুত্বপূর্ণ

প্রকাশিত বইসমূহ–

- আল-কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে
  শবে মি'রাজ করণীয় ও বর্জনীয়
- **ঈদে মীলাদুন্নাবী**
  পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং কুরআন ও হাদীসের ফায়সালা
- **সুন্নাতে রাসূল** (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) **ও চার ইমামের অবস্থান**

শীঘ্রই বের হচ্ছে

লেখকের সংকলিত মূল্যবান গ্রন্থ যা আপনাকে পঞ্চাশের অধিক বিষয়ে কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে খুৎবাহ্ ও বক্তৃতার পাথেয় জোগাবে–

- কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে
  খুৎবাহ্ ও ওয়াজ শিক্ষা
- **ছোটদের ইসলাম শিক্ষা সিরিজ**
  * ইসলামী আদব ও দু'আ শিক্ষা
  * ছোটদের কুরআন ও হাদীস শিক্ষা
  * ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (প্রথম শ্রেণী)
  * ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (দ্বিতীয় শ্রেণী)
  * ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (তৃতীয় শ্রেণী)
  * ছোটদের ইসলাম শিক্ষা (চতুর্থ শ্রেণী)

مبادئ الإسلام
وتعليم الصلاة والأدعية المسنونة

تأليف

ابو عبد الله محمد شهيد الله خان بن محمد عبد المنان خان

خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

تقديم

الشيخ أبو محمد عليم الدين الندياوي

(رحمه الله تعالى)

Contents

মুমিন ব্যক্তি ঈমানী তাকীদে
প্রশ্ন তোলে সঠিক পথ কোনটি?
আপনি কি সঠিক পথের সন্ধান চান?
তাহলে প্রকাশের সাথে সাথে সংগ্রহ করুন
লিখকের তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ :

সঠিক পথের সন্ধানে

হে মুসলিম ভাই ও বোন। আপনি কি কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক ইসলামী জীবনাদর্শ জানতে আগ্রহী? তাহলে প্রকাশের সাথে সাথে সংগ্রহ করুন লিখকের গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহ আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

ইসলাম শিক্ষা সিরিজ :

ইসলাম শিক্ষা সিরিজ ১– ইসলাম পরিচিতি বা ইসলাম কী ও কেন?
ইসলাম শিক্ষা সিরিজ ২– ঈমান পরিচিতি বা ঈমান কী ও কীভাবে?
ইসলাম শিক্ষা সিরিজ ৩– ইবাদাত পরিচিতি বা ইবাদাত কী ও কার জন্য?
ইসলাম শিক্ষা সিরিজ ৪– আহকামুস সালাত বা সালাতের বিধান ও পদ্ধতি
ইসলাম শিক্ষা সিরিজ ৫– আহকামুয যাকাত বা ইসলামে যাকাত বিধান
ইসলাম শিক্ষা সিরিজ ৬– আহকামুস সিয়াম বা ইসলামে সিয়াম-রামাযানের বিধান
ইসলাম শিক্ষা সিরিজ ৭– আহকামুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ বা হাজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারাতের নিয়ম বিধান

সিরিজ চলমান